গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৩ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আষাঢ় ১৩৯২

এখান থেকে শুরু

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃঃ
রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (সম্পাদকীয়)	
গৌতম গোস্বামী বিদেশী ভাষায় রচিত প্রবন্ধ হ'তে প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ পদ্ধতি	২৫
কবিতা মুখার্জী প্রাচীন ভারতে লেখনী সামগ্রী	২৮
নন্দদুলাল বসাক লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, মস্কো	৩১
ভবানী কুমার ঘোষ বিদ্যুৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র	৩৪
চিঠিপত্র	৩৭
গ্রন্থসমালোচনা	৩৯
গ্রন্থাগার সংবাদ	৪০

"গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : রঙ মসাট	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মসাট	— ৩৫০	— ৪৫০
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
সিকি পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি, এম,
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি' এম,
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি, ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৪·০০

বাণী বসু (সম্পা)—বাংলা শিশু সাহিত্য : প্রবন্ধাবলী। মূল্য—৭·০০

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা' ১৩৮১ মূল্য ৫·০০

৩৫-৩৯ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ—
বাঁধাই মূল্য—১৫·০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪। মূল্য—৩·০০

—·—

সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ—

আদিত্য কুমার ওহদেদার : **গ্রন্থবিদ্যা**

২য় সংস্করণ। ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ :—২৫ টাকা

সুলভ সংস্করণ :—১০ টাকা

—·—

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে—

তোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত প্রমীল চন্দ্র বসু কৃত—**গ্রন্থকার নামা** ২য় সংস্করণ।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৩ | সম্পাদক: রামকৃষ্ণ সাহা | আষাঢ় ১৩৯২

সম্পাদকীয়

রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা

সম্প্রতি রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বি লিব এসসি কোর্স খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রভারতী, কল্যাণী ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন কেউ কেউ ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আবার কেউ অধ্যাপক নিয়োগের পথেও অগ্রসর হয়েছেন। রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষা-কার্যক্রম কতটা সমর্থনযোগ্য সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসাবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কোর্স খোলার সম্পর্কে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করেন নি; কোর্স খোলার সিদ্ধান্তে অটল থেকে, কাজ শুরু করেছেন। বিষয়টি তাই সংশ্লিষ্ট মহলে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রথমে রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করা যাক। বিশের দশকেও রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বরোদা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে বাঁশবেড়িয়াতে, রাজ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি স্বল্প সময়ের সাময়িক কোর্স খোলা হয়। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সার্টিফিকেট কোর্সের প্রবর্তন করেন। এখনও তারতবর্ষকে সবচাইতে পুরাতন কোর্স হিসাবে এর স্বীকৃতি রয়েছে। পরে বহড়া রামকৃষ্ণ মিশন, কালিম্পং অনতা কলেজেও এই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেন। তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরীয়ানশিপ কোর্স পরিচালনা করতেন। ১৯৪৫-৪৬ সাল নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরীয়ানশীপ কোর্স চালু হওয়ার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কোর্সটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বি লিব এসসি কোর্স প্রবর্তন করেন। ১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সটির নাম বদলে বি লিব এসসি রাখা হয়। ১৯৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'-বছরের এম লিব এস সি কোর্স খোলা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ দারাতারতে সর্বত্র এম লিব এস সি কোর্স এক বছরের। পরবর্তীকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও গতবছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে MLIS কোর্স খোলা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানও বর্তমান অস্থির অবস্থার সুযোগ নিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্স চালু করেছে। বহু ছাত্র কোর্সগুলির সরকারী স্বীকৃতি আছে কি নেই না দেখেই তাতে ভর্তি হচ্ছেন এবং অর্থও দিয়ে দেয়ত আসছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রত্যেকেরই স্বাধিকার রয়েছে; তাঁরা যে কোন শিক্ষাক্রম শুরু করতে পারেন তাতে কারো বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু একটা বৃত্তিমূলক শিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করার আগে রাজ্যে সেই বৃত্তির জন্য মানবসম্পদের যোগান কতটা প্রয়োজন তার একটা মূল্যায়ন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু বিস্তারিত মূল্যায়ন ব্যতিরেকেই স্বাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে সবাই যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষণ খুলতে থাকেন তাহলে ঐ বৃত্তির জন্য বৃহৎ বেকার বাহিনী সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন উপকার করতে পারবেন না। সুতরাং রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে আগামী ৪।১০ বছরে কতসংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মীর কর্মসংস্থান হতে পারে তার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার যৌক্তিকতা যাচাই করা যেতে পারে।

পঞ্চাশের দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্প ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল মফস্বলের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে। এর সঙ্গে চাকুরীর সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তী কালে ঐ ক্যাম্প ট্রেনিংএর বিলোপ ঘটে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলন ভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের এক সময় তিনটে সেকশন ছিল। একটি সান্ধ্যকালীন, দুটি প্রাতঃকালীন। পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা হয় যে শিক্ষান্তে ছাত্রছাত্রীদের চাকুরী জুটছে না। সাধারণ গ্রন্থাগার সংখ্যায় বাড়ছে না। ফলে ১৯৬২ সালের পর থেকে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বন্ধ। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থা সমূহে গ্রন্থাগার কর্মীর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে পরিগণিত ছিল না। এরকম অবস্থায় পরিষদ অধ্যা শিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার বাহিনী বাড়াতে না চেয়ে একটি সেকশন বর্জন করে। ১৯৭৭ সালের পরে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯৮৮ সালে ৭৫টি নতুন গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯-৮০ সালে ১০৬৩টি নতুন সাধারণ গ্রন্থাগার সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তার পরের বছর ৪২০টি স্পনসর্ড শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থাগার পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিক নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে স্বীকার করা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে পরিষদকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয়েছে। দুটি সেকশনকে বাড়িয়ে তিনটি তারপর চারটি সেকশন খোলা হয়। পরে শিলিগুড়িতেও একটি সেকশন খোলা হয়। বিভিন্ন জেলা থেকেও সার্টিফিকেট কোর্স খোলার চাপ ছিল। পরিষদ সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নি। কিছু কিছু জেলা আন ট্রেণ্ড গ্রন্থাগারিক নিয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতি হলো প্রায় সমস্ত জেলাতেই গ্রন্থাগারিক নিয়োগের কাজ শেষ হয়েছে। সামান্য কিছু পদ হয়ত খালি থাকতেও পারে। কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিকের পদে নতুন নিয়োগ যোগ্যতা করা হয়েছে মাষ্টার ডিগ্রী সহ এম লিব এল সি (ইউ জি সির সুপারিশক্রমে) ফলে শুধু বি লিব এল সি গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সম্ভবনা কম। তাছাড়া আগামী ৮।১০ বছরে কলেজগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নিয়োগ হওয়ার সম্ভবনা কম। অনুরূপভাবে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও প্রচুর পদসৃষ্টি হবে এরূপ সম্ভবনাও দেখা যাচ্ছে না।

রাজ্যের সহর গ্রন্থাগারের সংখ্যা আগামী দিনে এমন সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভবনা নেই যার জন্য আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ের কোর্স খোলার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়।

উপরিউক্ত সম্ভাবনাসমূহ বিবেচনা করেই পরিষদ ৫টি সেকশন থেকে ৩টি সেকশন নামিয়ে নিয়ে এসেছে। উপরিউক্ত সংখ্যাগত বিবেচনা ছাড়াও আরও কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আরও বিস্ময়ের বিষয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের পঠন পাঠনে অঙ্গ পত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শেখানোর ব্যবস্থা

[২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বিদেশী ভাষায় রচিত প্রবন্ধ হতে প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ পদ্ধতি

গৌতম গোস্বামী

সারাংশ :—যদি কোন অনুবাদকের বিষয়গত জ্ঞান থাকে তবে তার অজানা একটি বিদেশী ভাষা থেকে কিভাবে তথ্য আহরণ করতে পারবে তার একটি পদ্ধতি এই প্রবন্ধে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে রুশভাষায় প্রকাশিত রসায়ণ বিষয় সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবন্ধ হতে কিভাবে অনুবাদ করা যায় তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যেহেতু রসায়ণশাস্ত্রের শব্দ-সমূহ (Chemical Term) সবদেশেই মোটামুটি একই ধরনের।

বর্তমান যুগকে অনেক সময় বলা হয় তথ্য বিস্ফোরণের যুগ (Age of information explosion)। তথ্য ব্যতীত এক পা চলা দুষ্কর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রামের কোন চাষী তাঁর জমির জন্য একটা পাম্পসেট কিনতে চাইলে আগে তাঁকে জানতে হবে কি ধরণের পাম্পসেট তাঁর প্রয়োজন? কোন পাম্পসেটে কি সুবিধা? বিভিন্ন পাম্পসেটের দাম কত? পাম্পসেট কার মাধ্যমে পাওয়া যাবে? কোন্ সংস্থার পাম্পসেট ভালো ইত্যাদি। সর্বোপরি পাম্পসেট কেনার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা কোন সংস্থা হতে ঋণ হিসাবে পাওয়া যেতে পারে। এই সব তথ্য সমূহ ব্যবহার করে সঠিক পাম্পসেটটি দ্রুত কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। একইভাবে কোন কারিগরি সংস্থা যখন কোন বিশেষ কর্মসূচীর (Project) দায়িত্ব নেয়, তখন ঐ সংস্থার প্রয়োজন হয় অজস্র তথ্যের। ধরা যাক কোন পরামর্শ দাতা সংস্থা কোন দেশে একটি শিল্প গড়ার জন্য পরামর্শ দিতে চায়। পরামর্শ দেওয়ার আগে তাকে অবশ্যই সেই দেশ সম্বন্ধে জানতে হবে [যথা :—লোক সংখ্যা, জমির পরিমাণ, বসতি কি রকম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সংস্কৃতি ইত্যাদি] তেমনি যে শিল্প গড়া হবে তার প্রয়োজনীয়তা কেমন, তাতে কত লোকের কর্মসংস্থান হবে, কত মূলধনের প্রয়োজন ইত্যাদি জানতে হবে। পরিশেষে জানতে হবে যে শিল্প গড়া হবে তার প্রযুক্তিগত বিষয় অর্থাৎ Process Technology. এই সব তথ্য জানতে গেলে দরকার বিশেষ ধরনের বইয়ের বা ডকুমেন্টের। যেমন ইউনাইটেড নেশন হতে প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিকাল ইয়ারবুক বা অন্য কোন কোষগ্রন্থ হতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের লোক সংখ্যা, জমির পরিমাণ ইত্যাদি জানা যেতে পারে। তেমনি অনেক বই বা নথি আছে যার থেকে অন্যান্য তথ্যগুলি জানতে পারা যায়। এই ধরণের কাজের জন্য অনেক সময় উক্ত বিষয়ের উপর লেখা প্রবন্ধও কাজে লাগতে পারে। যেমন, প্রযুক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রবন্ধ থেকেও অনেক সহায়তা লাভ করা যায়। যদি সেই প্রবন্ধ বিদেশী ভাষায় লেখা থাকে, এবং সেই ভাষা সম্পর্কে যদি যথেষ্ট জ্ঞান না থাকে, তবে তা থেকে কিভাবে তথ্য উদ্ধার করা যায়, তার একটা পদ্ধতি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই প্রবন্ধে কেবল রাসায়নিক শিল্পের প্রযুক্তি বিষয়ে বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে কিভাবে তথ্য উদ্ধার করা যায় তার একটা নিয়ম দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একজন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি-বিদ (Chemical Engineer) বিদেশী ভাষায় রচিত প্রবন্ধ হতে তথ্য আহরণ করতে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন। যেমন বলা যেতে পারে পৃথিবীর শতকরা ২০ ভাগ রসায়ণ বিষয়ক তথ্য রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এখন যিনি রুশ ভাষা জানেন না তার পক্ষে সেই তথ্য উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। যদিও রুশ ভাষা জানা ব্যক্তিদের দিয়ে ভাষান্তর করা যায় তবে সে কাজ ভাল কিন্তু সময় সাপেক্ষ। আবার তার জন্যে যথেষ্ট মূল্য প্রয়োজনমত দিতে হয়। যদি অনুবাদকের প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকে তাহলে অনূদিত বস্তুর অর্থ অনেক সময় বোধগম্য হয় না।

বিদেশী ভাষায় রচিত কোন প্রবন্ধ হতে তথ্য উদ্ধার করতে হলে অবশ্যই ভাষা ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

প্রয়োজন। যদি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তবে প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করে দেখতে হবে যে শব্দটির দ্বারা বিষয়টি প্রতিফলিত হচ্ছে কি না। বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত কারিগরী শব্দগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। তাই সতর্কতার সঙ্গে অনুবাদ না করলে ভুল হওয়ারই সম্ভাবনা। অনুবাদের কাজ শুরু করার আগে দেখা প্রয়োজন যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সংস্থায় বিদেশী ভাষায় রচিত উক্ত প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায় কিনা? কোন প্রকাশকের কাছে উক্ত লেখার অনুবাদ আছে কিনা। এছাড়াও কিছু কিছু বই আছে বিদেশী ভাষা থেকে কিভাবে অনুবাদ করতে হয় তার নির্দেশিকা হিসাবে। এছাড়াও "Union list" থেকেও জানা যেতে পারে কাছাকাছি কোন গ্রন্থাগারে উক্ত বিষয়ের পত্রিকা নেওয়া হচ্ছে কিনা। উপরোক্ত তথ্যের জন্য যে বইগুলির প্রয়োজন তার তালিকা প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হলো। বিষয় সম্পর্কে অনুবাদকের জ্ঞান না থাকলে বিদেশী ভাষা অনুবাদের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, না হলে প্রকৃত বিষয়ের অর্থ পাল্টে যায়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আমেরিকার পেটেন্টে, "Battery limit" কথাটি জাপানী ভাষায় অনুবাদ করার পর দাঁড়ায় Storage Battery," সুতরাং এ সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। বিদেশী ভাষার মধ্যে বেশী অসুবিধা সৃষ্টি হয় রুশ ভাষা থেকে অনুবাদের সময়। কারণ রুশ ভাষায় ব্যাকরণের ব্যবহার নির্ভর করে বিশেষ্য, লিঙ্গ, বিভক্তি প্রভৃতির উপর। কিভাবে এই কাজ শুরু করতে হবে? ধরা যাক রসায়ণ শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ রুশ ভাষায় ছাপা হয়েছে। প্রথমে ধরে নিতে হবে যে (যিনি এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান) পাঠকের আলোচ্য বিষয় সম্ভ জ্ঞান যথেষ্ট আছে এবং তিনি প্রবন্ধের মর্মবস্তু জানতে চান। দ্বিতীয়তঃ পাঠকের রুশ ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান যথেষ্ট না হলেও কাজ চলার মত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যদি তা নাও থাকে তবে কাজ চালানোর মত বিদেশী ভাষা শেখার কিছু বই সংগ্রহ করতে হবে। এবার অভিধানের সাহায্যে আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করতে হবে। প্রথমতঃ রুশ ভাষার সংখ্যার চিহ্ন এবং ইংরাজী ভাষার চিহ্ন একই প্রকারের। তাছাড়া রসায়ণ শাস্ত্রের অনেক চিহ্ন বহু ভাষার একই রকম। বহু শব্দের উচ্চারণগত মিল দেখেও আন্দাজ করা যায়। বাকী অপরিচিত শব্দগুলি যদি অভিধান থেকে অনুবাদ করা হয়, তবে প্রবন্ধের বক্তব্য অনেকাংশে আন্দাজ করা সম্ভব হয়।

ধরা যাক রুশ ভাষায় রচিত একটি প্রবন্ধের আখ্যা হচ্ছে: Rastvorimost azota v metanole BCM³ azota (N.P.T.) na 1g metanole.

একে ইংরেজীতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,

Rastvorimost = solubilities.

azota = of Nitrogen ; metanole = methanol.

v = in ; na = per, CM³ = cm³

N.P.T. = English term.

সুতরাং ইংরেজীতে আখ্যাটি দাঁড়ায়—

Solubility of Nitrogen in methanol in cm³ nitrogen (N.P.T.) per 1g methanol.

অনুরূপভাবে—

Rastvorimosti azota uglekislovo gaza v metanole pod Lablenien.

Uglekislovo gaza—(of) Carbon dioxide.

pod—under ; Lablenien—pressure.

ইংরেজীতে আখ্যাটি: Solubilities of nitrogen carbondioxide in methanol under pressure.

নীচে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হলো—যার থেকে রুশ ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ কিভাবে করা হয়েছে তা দেখানো আছে। এই অংশে রুশ ভাষাকে Transliterate করার পর ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ দেখানো হয়েছে।

Russian	*English*
teorema	theorem
gomolog	homolog
khloroform	Chloroform
gidrokail	hydroxyl

tsement	cement
neitron	neutron
santimetr	centimeter
komplecs	complex.

পাঠ্যসূচী :

1. Torres Marchal, C., Getting Chemical Engieering Information from non-English-speakmg countries, (Chem. Engg. pp. 117-126, July 13, 1981.)

2. Reid., C C., "Chemistry through the language barrier," John Hopkins Press, Baltimore, 1970.

3. "Union list of serials in Libraries of the United States and Canada", 3rd ed., edited by Edna Brown Titus, Wilson, New-York 1965. (5 vols).

4. Union List of Russian Scientific and Technical Periodicals Available in European Libraries," edited by L. J. Vander Wolk and S. Zandndstra, Netherlands University Press, Amsterdam, 1963-67 (2 vol).

5. Russian—English Dictionary, Akhmanov, O.S., et-al, Soviet Encyclopaedia Press, Moscow, 1969.

6. Callaham, L. I, "Russian—English Chemical and Polytechnical Dictionary". 3rd ed. John Wiley & Sons. Newyork, 1979.

সম্পাদকীয় সেবাংশ :—

নিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সংযুক্তি একটি অভিনব ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই বোধ হয় ভারতবর্ষেই একটি সাহিত্যে এই ধরণের বিষয় সংযোজন অভিনব।

কোন যুক্তির বলে এই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমাদের তা জানা নেই। তবে ঐ বিষয় জোরে তাঁরা গ্রন্থাগারের চাকুরীর বাজারে হাজির হয়ে হতাশ হবেন এবং কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার জন্য প্রবঞ্চিত হবেন। আশা করি অমূলক হলে খুশী হবো।

এছাড়া আরেকটি যে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন তা হ'ল পঠন পাঠনের ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যসূচী ও শিক্ষক নিয়োগ। বর্তমান অবস্থা যা শোনা যাচ্ছে তাতে বৈচিত্র্যের স্বাদ অনুভব করা যায়। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় একজন রীডার, একজন লেকচারের পদের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী শোনা যাচ্ছে শুধুমাত্র পার্টটাইম শিক্ষক দিয়ে কাজ চালানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বিস্তারিত জানা নেই। তবে এরা কতটা Infrastructural facility নিয়ে চিন্তা করছেন তা জানা নেই। সমস্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী এখনও হাতে আসে নি। সেগুলি হাতে এলে হয়তো আরো বেশী বৈচিত্র্যের স্বাদ অনুভব করতে পারবো।

প্রাচীন ভারতে লেখনী সামগ্রী

কবিতা মুখার্জী

"Seeing ignorance is the curse of God, Knowledge the wing where with fly to heaven' And books are, no doubt, the treasure land of the wings of knowledge the···"

ঠিকই তাই সেই সৃষ্টির কাল থেকে যত কিছু ঘটেছে যত কিছু জ্ঞান তা সবই আমরা জানতে পারি বইএর মাধ্যমে। বই-এর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে যে জ্ঞানভাণ্ডার সেই জ্ঞানভাণ্ডারই উন্মোচিত করে অতীতের রহস্যকে, আবার আলোকিত করে ভবিষ্যতকে। কিন্তু এই যে বই, কোন ধরনের লিটারেচারের কথাই আমরা বলি না কেন যা আমাদের অতীতের জ্ঞানভাণ্ডারকে ধরে রাখে তার আবির্ভাব কিন্তু হয়েছে বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে।

প্রাচীন ভারতে 'শ্রুতি' এবং স্মৃতি ই ছিল একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে জ্ঞান-ভাণ্ডার গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিকশিত হত। মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে গুরু শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন এবং শুনে ও মনে রেখেই শিষ্যরা যে জ্ঞান অধিগত করতেন। এটাই ছিল প্রচলিত রীতি। প্রাচীন ভারতে লেখার প্রচলন ছিল খুবই কম। তবে এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পর থেকে। বৌদ্ধ ধর্মকে দেশের মধ্যে এবং অন্য দেশে প্রচারিত করার জন্য রাজা অশোক ব্রাহ্মী ভাষায় বুদ্ধ নির্দেশিত নিয়মাবলী দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের স্তম্ভের গায়ে খোদাই করেন। রাজা অশোকের এই প্রচেষ্টাই ভারতে গ্রন্থ সৃজনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অধ্যায় বলা চলে। তবে এদেশে লেখার প্রচলন ছিল অনেক আগে থেকেই। প্রাচীন যে সমস্ত লিখিত নিদর্শন রয়েছে তার নমুনা হিসাবে সাধারণত পাওয়া যায় চিঠিপত্র, রসিদ, দলিল এই ধরণের সামগ্রী।

প্রয়োজনই মানুষকে উপকরণ সংগ্রহে উৎসাহী করে তোলে। প্রথম লেখনী সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হত পাথর। যার উপর খোদাই করে লেখা হত। সাধারণত সরকারী পুঁথি পত্র যেমন, সন্ধিপত্র, জমির বিলি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম, রাজকীয় আদেশ এমন কি ধর্মীয় বিধিনিষেধ খোদাই করা হত পাথরের দেয়ালে, স্তম্ভে, মন্দিরের গায়ে। পাথরের গায়ে খোদাই করা একটা সম্পূর্ণ সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যায় রাজা চতুর্থ বিগ্রহ এবং তাঁর সভাকবি সোমদেবের লেখা নাটকের মধ্যে।

কিন্তু পাথর দিয়ে বেশীদূর এগোনো সম্ভব হল না কেননা এতে লেখা খোদাই করা যেমন কষ্ট সাধ্য সেই রকম সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া এগুলি বহন যোগ্যও নয়। সুতরাং আবিষ্কার হল ইট, টেরাকোটা বোর্ড, মাটির পাত্র প্রভৃতির। এগুলি পাথর অপেক্ষা অনেক বেশী সহজে বহনযোগ্য ও লেখাও সহজ। ইটের উপর লেখার কিছু নমুনা পাওয়া গেছে গোরক্ষপুরের সোপাপপুর গ্রামে। যার উপর খোদাই করা রয়েছে বৌদ্ধ সূত্র। ইঁটের (bricks) উপর লেখা আরও কিছু নমুনা পাওয়া গেছে উজ্জয়িনীর প্রাচীন দুর্গে। আমাদের বাংলায়ও ইঁটের তৈরী মন্দিরের গায়ে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের লেখা। সাধারণত ইঁটগুলি ভিজে থাকতেই তার উপর অক্ষরগুলিকে বাটালি দিয়ে খোদাই করে নেওয়া হত।

'টেরাকোটা টালি'-ও ব্যবহার করা হত লেখার সামগ্রী হিসেবে, যার নমুনা পাওয়া যায় মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার থেকে। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ধরনের ধাতুরও ব্যবহার করা হত লেখার জন্য। অবশ্য লেখনী সামগ্রী হিসেবে ধাতুর ব্যবহারের পিছনে রয়েছে দুটি প্রধান কারণ:

১) ধাতু দীর্ঘস্থায়ী হবে। ২) ব্যবহারের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, পিতল, লোহা, টিন এ সবই ব্যবহার হত এই উদ্দেশ্যে।

সোনার ব্যবহারের প্রচলন অবশ্য খুব বেশী ছিল না, সাধারণত খুব গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র যেমন নীতি কথা, রাজকীয় চিঠি-পত্র, জমির বিলি ব্যবস্থা বিষয়ক প্রভৃতি নানা কাজের জন্য। সোনা যে লেখনী সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হত সেটা আমরা জানতে পারি বৌদ্ধ 'জাতক' থেকে। তক্ষশীলায় কাছে খোরোষ্ঠী ভাষায় লেখা এক খণ্ড সোনার পাত পাওয়া যায়।

সোনার মত রূপার ব্যবহারও প্রাচীনকালে ছিল। জৈন মন্দিরগুলি সাধারণত সোনা রূপার প্লেট ব্যবহার করত মন্ত্র লিখবার জন্য। তবে তামার ব্যবহার ছিল ব্যাপক। রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কোন মন্দিরকে জমি বা অর্থ দান করার সময়ে তামার পাতের উপর শর্তাবলী লিখতেন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং ইউ-এন-সাঙ-এর লেখা থেকে প্রাচীন ভারতে লেখার সামগ্রী হিসেবে তামার প্রচলনকে সমর্থন করে। এ সময় অনেক মূল্যবান সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ও তামার উপর খোদাই করে লেখা হত। এমন কি দক্ষিণ ভারতে তামার পাতের উপর দান-পত্রের একাধিক পাতা দেখতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র চোলের দান-পত্র, যেটি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে রাখা আছে সেটিতে রয়েছে ২১টি পাতা। এই তামার ফলকের আবার বিভিন্ন ধরণের নাম ছিল—তাম্রশাসন, তাম্রফলিকা। নামাকরণ সাধারণত করা হত লেখার বিষয়বস্তু অনুসারে।

মাউন্ট আবু-র অচল ঘরের জৈন মন্দিরের কিছু নিদর্শন থেকে জানা যায় যে ব্রোঞ্জ ও পিতল লেখনী সামগ্রী ব্যবহার যারা হিসেবে ব্যবহৃত হত। টিনের ব্যবহার হত খুবই কম। টিনের উপর লেখার একটি মাত্র নমুনা পাওয়া যায়, সেটি রয়েছে ব্রিটিশ-মিউজিয়ামে। যার উপর লেখা রয়েছে একটি বৌদ্ধ পুঁথি। প্রাচীন ভারতে লোহাও যে লেখনী সামগ্রীর তালিকা থেকে বাদ ছিল না সেটা জানা যায় দিল্লীর লৌহ স্তম্ভের উপর লেখার নিদর্শন থেকে।

বৌদ্ধযুগে ভারতে যে কাঠের বোর্ডের উপরও লেখা হত সেটা আমরা জানতে পারি 'বিনয়পিটক' এবং 'জাতক' থেকে। রাজকুমার চরিত থেকে জানতে পারি যে নির্দেশাবলী লেখা হত পালিশ করা কাঠ বোর্ডে। কাঠের বোর্ডের উপর লেখা একটা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় আসামে। যেটি এখন রয়েছে অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান গ্রন্থাগারে। কাঠবোর্ড ছাড়া বাঁশের পাতলা খণ্ডকেও ব্যবহার করা হত লেখনী সামগ্রী হিসাবে। কাঠবোর্ডের উপর লেখার প্রচলন এখনও দেখতে পাওয়া যায় উত্তর পশ্চিম-এর প্রদেশগুলিতে। সাধারণ দরিদ্র লোকেরা ধর্মীয় গ্রন্থ কাঠবোর্ডের উপর চক দিয়ে প্রতিলিপি করে থাকে। এছাড়া কাঠবোর্ডের উপর লেখা সাইন বোর্ড বা নেম প্লেট তো প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি কঙ্কণের খোলেও প্রাচীন কালের লেখনী সামগ্রী হিসাবে ব্যবহারের তালিকা বহির্ভূত নয়। কঙ্কণের খোলার উপর লেখা ছুটি নমুনা চাকার যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

নিয়ত অনুসন্ধান মানুষেরই ধর্ম। মানুষ যেই সৃষ্টির প্রাচীনকাল থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে তার নিত্য ব্যবহৃত উপকরণগুলিকে আরও কি করে সহজ লভ্য এবং সহজে ব্যবহার যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা যায়। যদিও প্রাচীনকালে মানুষ ইট, কাঠ, পাথর ধাতু সবই লেখনীর সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করেছে কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ চেয়েছে এমন ধরণের লেখার উপকরণ যা হবে হালকা, বহনযোগ্য এবং সহজে লেখার উপযুক্ত। এবং এই ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে লেখার সামগ্রী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে বিভিন্ন ধরণের গাছের ছাল, পাতা। এর মধ্যে 'তালপাতা' (Palm leave) -ই হচ্ছে বহুল প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে এই তালপাতার জন্ম হয় প্রচুর পরিমাণে। দু-ধরণের পাতা সাধারণত লেখার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হত। একটাকে বলা হত 'শ্রীতাল' এবং অন্যটিকে শুধু 'তাল'। 'শ্রীতালের'-জন্ম হয় শুধু দক্ষিণ ভারতের 'মালাবারে'। 'ত্রিপিটক' প্রথম এই তালপাতার উপরেই লেখা হয়েছিল। 'প্রজ্ঞা পারমিতা,'

'স্কন্দপুরাণ,' 'পরমেশ্বরতন্ত্র,' প্রভৃতি পুঁথিগুলি তালপাতার উপরে লেখা পাণ্ডুলিপি নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারথেকে পাওয়া গেছে। মোঘল আমলেও তালপাতার কিছু ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তালপাতার কিছু কিছু ব্যবহার এখনও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এখনও তাদের লেখার কাজ শুরু করে তালপাতার উপর।

কলাপাতাকে লেখার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা হত শুধু মাত্র লেখার অনুশীলন করার জন্য। কলাপাতার উপর প্রচলন এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায়। কালিদাসের 'শকুন্তলায়' আমরা দেখতে পাই পদ্মপাতার উপর পত্র লেখার বিষয়ে উল্লেখ আছে। শকুন্তলা তার নখ দিয়ে পদ্মপাতার উপর রাজা দুষ্মন্ত-কে চিঠি লিখেছেন। সাধারণত পদ্ম পাতার ব্যবহার করা হত শুধু মাত্র সাময়িক কিছু লিখবার জন্য। কেতকী, বাটা প্রভৃতির পাতাকে লেখার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করার উল্লেখ পাওয়া যায় 'যোগিনীতন্ত্রে'। আসামে সাঁচি গাছের ছালের ভাল, বাটা, নিম, ফুল বার্গ প্রভৃতির ছালও লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত। সাধারণত এগুলি ব্যবহার করা হত বিশেষ ধর্মীয় উপদেশ এবং মন্ত্র লেখার ক্ষেত্রে।

বার্চ বার্ক বা বহুল পরিচিতি ভূর্জপত্র নামে। প্রাচীন ভারতে ভূর্জপাতা ছিল অন্যতম একটি জনপ্রিয় লেখনী সামগ্রী। শুধু এই লেখার কাজের জন্যই এদের ব্যবহার হত না, দীর্ঘ চিঠিপত্র, প্রেমপত্র লেখার জন্যও ভূর্জপত্র ব্যবহার করা হত। কালিদাসের 'কুমার সম্ভব'-এ ব্যবহারের উল্লেখ পাই। আলবেরুনির লেখা থেকেও আমরা ভূর্জপত্রে ব্যবহারের কথা জানতে পারি। আলেকজান্ডার যখন ভারত অভিযানে এসেছিলেন তখনও এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মোঘল আমলেও এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় যে গুলি ভূর্জপাতায় লেখা। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পর্যটক ভূর্জপাতার উপর লেখা একটা প্রাচীন লেখা 'ধর্মপদের' কিছু অংশ পান। এই পাণ্ডুলিপির অক্ষর ছিল খরোষ্ঠি। এছাড়া তিনি কুচা বেশ কিছু ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপি দেখতে পাওয়া যোটানে। এধরনের তোলট 'ভাগবতগীতার' পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এবং যেটি বর্তমানে রয়েছে প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার 'বিবলিওথেক্ ন্যাশানেল'-এ।

লেখার সামগ্রী হিসাবে কাপড়ের খণ্ড ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল প্রাচীন ভারতে। অবশ্য এই রেওয়াজ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ফেস্টুন লেখার ক্ষেত্রে কাপড় ব্যবহৃত হয়। আগেকার দিনে যে সমস্ত কাপড়ের উপর লেখা হত সে গুলিকে বলা হত পাটা বা পাটীকা। নানা ধরণের নথিপত্র এই পাটা বা পাটিকার উপর লেখা হত। জৈন ধর্মপুস্তক 'ধর্মচিঠি' লেখা হয়েছিল কাপড়ের উপর। আলবেরুনীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে রাজ পরিবারের কুলজী বা বংশাবলী লেখা হত সিল্ক কাপড়ের উপর। যার নমুনা রয়েছে নগর কোটের দুর্গে। জয়পুরীর গ্রন্থাগারেও পাওয়া যায় কিছু কিছু সিল্ক কাপড়ের উপরে লেখা জৈনসূত্র।

সক্রেটিস একবার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি জীবিত মানুষের হৃদয় থেকে উৎসাহিত যে জ্ঞান, জ্ঞানকে মরা ভেড়ার চামড়ার উপর লিখতে উৎসাহিত নন। "অবশ্য সক্রেটিস যাই বলুন না কেন অন্যান্য অনেক দেশের মত ভারতবর্ষেও পশু চামড়া লেখার জন্য ব্যবহার করা হত। অবশ্য ভারতবর্ষে বাঘ এবং হরিণের চামড়া ছাড়া অন্য যে কোন চামড়াকে অপবিত্র বলে মনে করা হত, সুবন্ধু-র 'বাসবদত্তা' থেকে আমরা জানতে পারি যে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে চামড়ার ব্যবহার ছিল লেখনী সামগ্রী হিসেবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধুই জানলাম প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কিসের উপর লেখা হত। স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায় এখনকার মত তখনও কি সবাই লিখতেন? যা তাঁদের লেখাটাই বা কি ছিল? তৎকালীন ব্যবস্থায় একশ্রেণীর পেশাদার লেখক সমাজ ছিল যাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হত। যেমন লিপিকার, লিখিকায়া, লিপিকরপতি, কায়স্থ ইত্যাদি: এরাই সাধারণত লেখার কাজ করতেন, কিন্তু কি দিয়ে লিখতেন? কাঠ খাগড়া, কাঠ বাঁশ

বা চুল অথবা আঁশ দিয়ে, ব্রাশ-এর কলমকে বলা হত 'তুলি' বা 'বুরালিকা' এবং স্টাইলাস অথবা এনগ্রেভারকে বলা হত 'শলাকা,, কাঠ বাঁশ, শন্তুন বা হাঁসের পালক দিয়েও কলম তৈরী করা হত। মোগল যুগে পালকের কলমকে বলা হত 'পালিয়ান কলম।' মধ্যযুগে ভারতে সোনার তৈরী পেনের ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায় 'নিষেধচরিত'-এ।

খৃষ্টপূর্ব বহু বছর আগেই ভারতে লেখার জন্য কালির ব্যবহারের প্রচলন ছিল। যাকে বলা হত 'মসি' বা 'মেলা' যার নমুনা এখনও পাওয়া যায় অজন্তা গুহা গাত্রের রঙ্গিন লেখা থেকে।

লাল, কালো, সোনালী, রূপালী, বিভিন্ন ধরনের রঙের কালি ব্যবহার করা হত। কুষাণ যুগের কারবন কালির ব্যবহার করা হত। 'মসি পাত্র' বা 'মসিকুপিকা' হত কালি রাখার পাত্রকে। সুলতান যুগে এগুলিকেই আবার বলা হত 'দোয়াত' অবশ্য দোয়াত বলার প্রচলন এখনও রয়েছে।

লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, মস্কো

মন্মথলাল বসাক

সাধারণ জনগণ, শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদদের পরিসেবা দেবার জন্য বিশাল দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় দু'লক্ষ আট হাজারটি গ্রন্থাগার। এ'ছাড়াও এ' দেশে রয়েছে মস্কোর লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার এবং লেনিনগ্রাদের সালটিয়াকভ-শেড্রিণ রাষ্ট্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের মত বিশাল গ্রন্থাগার। মস্কোর হৃৎকেন্দ্রে ক্রেমলিনের খুবই কাছে লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার দাঁড়িয়ে আছে। এখানে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার বিশাল সংগ্রহ রয়েছে। প্রাক্তন উপ-গ্রন্থাগারিক ডঃ ও.এস. চুবারিয়ান বলেছিলেন যে, লেনিন গ্রন্থাগার ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগার (বিবলিওথেক ন্যাশিওনেল), বৃটিশ জাতীয় গ্রন্থাগার (ব্রিটিশ মিউজিয়াম), এবং আমেরিকান জাতীয় গ্রন্থাগারের (লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস) তুলনায় যথাক্রমে ৫০০, ১০০এবং ১৫০বছরের বয়সে ছোট। তাঁর মতে প্রায় ১৫০ বছরের মধ্যেই এটি ইয়োরোপের অন্যতম প্রধান গ্রন্থাগার এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে।

এন.পি. রুমিয়ান্তসেভ এর স্মৃতি রক্ষার্থে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সেন্ট পিটারস্বার্গ ভবনে রুমিয়ান্তসেভ স্মৃতি সংগ্রহালয় খোলা হয়। রুমিয়ান্তসেভ ছিলেন প্রখ্যাত রুশদূত এবং পণ্ডিত। প্রচুর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি এবং মানবজাতি সম্বন্ধীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহ তাঁর ছিল। ঐ সংগ্রহালয়টি পরে মস্কো শহরে স্থানান্তরিত হয়। তৎকালীন বেশ কিছু প্রগতিবাদী ব্যক্তি এখানে একটা ভাল গ্রন্থাগার সংস্থাপনের ইচ্ছায় ছিলেন। যা' হোক, শেষ পর্যন্ত ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রুমিয়ান্তসেভ সংগ্রহালয়ে গ্রন্থাগার খোলা হয়। সে সময় এটাই ছিল মস্কোর একমাত্র বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার। ২০ টি আসন বিশিষ্ট একটা পাঠকক্ষ সহ নাম মাত্র কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। জন্ম লগ্ন হতেই এই গ্রন্থাগার রুশ দেশে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার অন্তত একটি কপি বিনামূল্যে পাওয়ার আইনানুগ অধিকার পেয়েছে। গোড়ার দিকে এই গ্রন্থাগারটি এ.এস. পারোস্ত, প্রখ্যাত রাষ্ট্রদূত; এন ভি পোস্টেয়াটভি, গ্রন্থ পত্তীকারক ; ইত্যাদির মত বেশ কিছু খ্যাত নামা ব্যক্তিও অনেক বই দান করেন। লেনিন সহ সে কালের বেশ কিছু প্রগতিবাদী প্রতিভাবান ব্যক্তি এ' গ্রন্থাগারের পাঠক এবং গ্রাহক ছিলেন। লেনিন ১৮৯৩ এর ২৬ শে আগষ্ট প্রথম এখানে পদার্পণ করেন। প্রাক বিপ্লব

যুগে এই গ্রন্থাগারের সদস্যদের সকলেই তলস্তয়, ষ্টাসভ, চেকভ, করলেঙ্কো, মেরেঝেলেভ, ইত্যাদির মত প্রখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন। সে' সময় জনসাধারণের জ্ঞানেই গ্রন্থাগার চলত। 'জার' সরকার গ্রন্থাগারটিকে কোন রকম অনুদান তো মঞ্জুর করতেনই না, উপরন্তু এটিকে সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা বোধ করতেন।

১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবের ফলে নবগঠিত সোভিয়েত সাধারণ স্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের হাওয়ার সাথে সাথে এই গ্রন্থাগারও নতুন মর্যাদা পায় এবং পরিবর্ত্তিত কর্মধারায় এটি পরিচালিত হয়। ১৯২১ খৃঃ হতে এই গ্রন্থাগার জাতীয় স্তরের আবশ্যিক গ্রন্থজমা প্রকল্পের কেন্দ্রে (কপিরাইট গ্রন্থাগার) উন্নীত হয় এবং সরকার কর্তৃক পুরোপুরি ভাবে পরিচালিত হয়। ১৯২১-এর পর, আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-আদান-প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কিছু বিদেশী প্রকাশনও এখানে জায়গা করে নেয়। এ'সব উন্নতিই সম্ভব হয়েছে ভি আই লেনিন এবং তার গ্রন্থ প্রেমী স্ত্রী নাদেজদা ক্রুপস্কায়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর ঠিক তিন দিনের মাথায় গ্রন্থাগারটির নাম "লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার" রাখা হয়। ১৯২৪ এর ৬ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত ইউনিয়নের সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির এক ডিক্রী অনুযায়ী রুশিয়াস্থলের গ্রন্থাগারকে সরকারী ভাবে লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে নামাঙ্কিত করা হয় এবং একই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদাও দেওয়া হয়। এর পর হতে রাষ্ট্র এই গ্রন্থাগারের উন্নয়নে যথা বিহিত ব্যবস্থা নিয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়—সূচী তৈরী করা হয়, অনুলয় সেবা, গ্রন্থপঞ্জী করণ ব্যবস্থা, এবং আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণের সুযোগ-সুবিধা যথাযথ ভাবে প্রবর্ত্তন করা হয়।

প্রাক্তন উপ-গ্রন্থাগারিক ডঃ ও এস চুবারিয়ান বলেছেন, এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েও গ্রন্থাগারটি সরকারী বলীয় স্তর, সৈন্য বিভাগ, প্রতিরক্ষা শিল্প, স্বাস্থ্য এবং গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদি হতে আসা সমস্ত রকম তথ্যান্বেষী অনুরোধের কার্যকরী সেবা তৎপরতার সাথে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ২৯শে মার্চ, ১৯৪৫ এই গ্রন্থাগারকে "অর্ডার অফ লেনিন" দেওয়া হয়। গ্রন্থ সংগ্রহের সুষ্ঠু পরিগ্রহণ, সংরক্ষণ এবং বৃহত্তর জনগণের কাছে গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য এই রাষ্ট্রীয় সম্মানে গ্রন্থাগারটিকে ভূষিত করা হয়। এ' দিনটির পর হতে গ্রন্থাগারটির পাঠ্যবস্তু ও কর্মী সংখ্যা খুব বাড়তে থাকে। ১৯৫০ সালে এ নতুন ভবন সম্পূর্ণ হয়। '৭০ দশকের মাঝামাঝি মস্কোয় নব-নির্মিত অঞ্চল খিমকিতে বিধিবদ্ধভাবে জমাকৃত গ্রন্থাদি রাখার ব্যবস্থা হয়; পাশকত ভবনে রাখা হয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থ সংগ্রহাগার। এটি এই বিশাল গ্রন্থাগারটির এক অমূল্য সম্পদ।

বই এবং অন্যান্য পাঠ্যবস্তুর এক নতুন দুনিয়ার সামিল হল, এই লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। ২৫৭টি ভাষায় প্রকাশিত প্রায় তিন কোটি গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সংবাদ পত্র, সঙ্গীতের রেকর্ড, এবং ম্যাপের এক বিশাল সংগ্রহ এখানে আছে। বিগত ৪০০ বছরে বিদেশে ছাপা বেশ কিছু বই সহ ১৪০০-১৯১৭ সালের মধ্যে রাশিয়াতে প্রকাশিত মোট প্রায় ৫০লক্ষ বই এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ছাপা প্রায় ২০ লক্ষ বই এই বিশাল গ্রন্থাগারে রয়েছে। এখানে ১৬-২০ শতক এর মধ্যে লিখিত প্রচুর পাণ্ডুলিপি রয়েছে। পোড়ার দিকের রুশ পাণ্ডুলিপির সংগ্রহও বেশ ভাল। প্রতি বছর এখানকার সংগ্রহে ১০ লক্ষ গ্রন্থ যোগ হয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগে, বিভিন্ন যুগের প্রায় ২.৫ লক্ষের ওপর গ্রন্থ এবং ৮ লক্ষেরও ওপর শিল্প কলায় মুদ্রিত নিদর্শন রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থাগার যেসে ছাপা সমস্ত রকম ছাপা গ্রন্থ দুই থেকে তিন কপি পেয়ে থাকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে চালু ৯১টি ভাষায় গ্রন্থাদি এখানে আছে। মোটামুটিভাবে গ্রন্থাগারের মোট সংগ্রহের ৩০% হল বিদেশী পাঠ্যবস্তু। এই বিরাট সংখ্যক বিদেশী গ্রন্থাদি এবং পত্র-পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করা হয় সুসংহত আন্তর্জাতিক স্তরের লেন-দেনের মাধ্যমে। শ'খানেকেরও বেশী দেশে প্রায় ৪-হাজার

বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে এদের আদান-প্রদান ব্যবস্থা চালু আছে।

ম্যাপ বিভাগে রুশ, সোভিয়েত এবং বিদেশী বিভিন্ন ধরণের ম্যাপের ভাল সংগ্রহ রয়েছে। Single sheet, aggregate map, plan, sketch map, single-volume এবং multi-volume atlas, relief map সহ বিস্তারিত বিবরণ, ভৌগলিক বিবরণ সবই রয়েছে এই বিভাগে। এর মোট 'স্টাকএরিয়া' হল ৬০০ বর্গ কি.মি.।

এই গ্রন্থাগারের অনুসন্ধান (Reference) বিভাগটি ভারী সুন্দর, এখানকার সংগ্রহ তিন লক্ষ। এর বেশীর ভাগই বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ের ওপর। এই বিভাগটি সমস্ত বিষয়ের ওপরই টেলিফোন, চিঠি, কিংবা টেলেক্স মারফৎ পাওয়া রুশ কিংবা বিদেশী গ্রন্থভিত্তিক তিন লক্ষেরও বেশী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে।

মোট গ্রন্থসংগ্রহের বর্ণানুক্রমিক, বর্গীকৃত এবং বিষয়ানুগ সূচী রয়েছে। বর্গীকরণ করা হয়েছে লেনিন গ্রন্থাগারের কর্মীগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত সোভিয়েত বিবলিওগ্রাফীক্যাল ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী। গ্রন্থাগারের নিজস্ব প্রতিলিপি-করণ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজন/অনুরোধ বিশেষে অনুচিত্র-লিপিও প্রস্তুত করে পাঠকদের দেওয়া হয়। পাঠক-চক্র এবং জনপ্রিয় লেখক ও পত্রিকা সম্পাদকদের সঙ্গে সভা করা হয় প্রায়ই। উদ্দেশ্য, গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে তোলা।

মস্কোবাসীসহ সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য শহর এবং গ্রামের মোট প্রায় আড়াই লক্ষের ওপর পাঠক প্রতি বছর ঐ গ্রন্থাগারের ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশী নানা ধরনের ছাপা গ্রন্থাদি ব্যবহার করে থাকেন। এ ছাড়া প্রায় ১০০টি অন্যান্য রাষ্ট্র লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের মূল্যবান সংগ্রহ নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। প্রতি বছর ২০ লক্ষ পাঠক গ্রন্থাগারে আসেন—এর মধ্যে ৪ হাজার হলেন বিদেশী নাগরিক। পাঠকের দৈনিক গড় উপস্থিতির সংখ্যা হ'ল ১০,০০০। ১২টি সুপরিকল্পিত পাঠকক্ষে প্রায় ২,২০০ জন পাঠককে একসাথে বসতে দিতে পারে। প্রতিটি পাঠককে তৎপরতার সঙ্গে প্রার্থিত বইগুলি পৌঁছে দেবার জন্য আধুনিক নিউমেটিক টিউব ব্যবস্থা আছে। যে কোন মুহূর্তে পাঠক এবং কর্মী মিলিয়ে প্রায় ৮,০০০ জনকে এই গ্রন্থাগারে দেখা যাবে। এখানকার মোট কর্মী সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০। লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার তিনটি জাতীয় ছুটির দিন ছাড়া, প্রত্যেক দিনই ১৫ ঘন্টা করে খোলা খোলা থাকে।

লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দেশের অন্যতম অগ্রণী গবেষণা কেন্দ্র। বিজ্ঞান/কারিগরী গ্রন্থাগারসহ দেশের সমস্ত গ্রন্থাগারকে নানা রকম নির্দেশাদি দেওয়ার কেন্দ্রও এটি। এছাড়াও আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ এবং তথ্য দেবার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরের সমন্বয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এ গ্রন্থাগার। বিজ্ঞান, শিল্প এবং সংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থাগারটি ঐ সব বিষয়ে তথ্য কেন্দ্রের কাজ করে। দেশের সমস্ত গ্রন্থাগারকে নিয়ে গ্রন্থাগার সেবা সংগঠনের ব্যাপারে পূর্ণ সহায়তা করে। প্রকাশক হিসেবেও এই গ্রন্থাগারের যথেষ্ট সুনাম আছে। বছরে ৩৭০টির ও বেশী বই এবং মোট প্রায় ১৪০০টি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন এঁরা, বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও এই গ্রন্থাগার অংশগ্রহণ করেছে। শান্তি এবং প্রাচুর্যের আবহাওয়ায় তথ্যাদির এক উপযুক্ত নীড় এই রুশ জাতীয় গ্রন্থাগার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

এই প্রতিবেদনটিতে সন্নিবেশিত তথ্যাদি নিম্নলিখিত সূত্রাদি হতে সংগৃহীত।

1. Venkatappaiah, Velaga : (A) Visit to Lenin State Library. Soviet Land ; 38 (2), Jan 1985 ; P 31.

2. Serov, V. V : Union of Soviet Socialist Republics In ALA World Encyclopedia of Library and Information Service, Chicago, ALA. 1980. P 567-71

পুনশ্চ : সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য গ্রন্থাগার

সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪০০,০০০টি গ্রন্থাগারের মধ্যে মস্কোতে অবস্থিত লেনিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারই হল সর্ববৃহৎ। ১১২,০০০ বর্গ মিটার জমি নিয়ে এই গ্রন্থাগারটি ছড়িয়ে আছে। গ্রন্থাগারের সমস্ত বই যদি একটি শেলফে পর পর রাখা হয় তাহলে দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৫০০ কি.মি.। একশ বছর আগে এ গ্রন্থাগারের (তখন নাম ছিল রুমিয়ান্টসেভস্কায়া) সংগ্রহ ছিল ১০০,০০০ টি গ্রন্থ। এর একমাত্র পাঠকক্ষটিতে মাত্র ২০ জন পাঠক বসতেন। এখন গ্রন্থাগারটির সংগ্রহে প্রায় ৩৪০ লক্ষ বই, পত্রিকা এবং পাণ্ডুলিপি সহ অন্যান্য পাঠ্য বস্তু জমা রয়েছে।

—সংবাদ সূত্র
মস্কো নিউজ সাপ্তাহিক
সংখ্যা ২১, ২৬ শে মে, ১৯৮৫

বিদ্যুৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র

ভবানী কুমার ঘোষ

সমাজ জীবনে বিদ্যুতের প্রয়োজন সর্বস্তরে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে বিদ্যুতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যুতিক শক্তির বিকাশ ও তার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো।

দেশের উৎপাদন নির্ভর করে যন্ত্রপাতির উপর কিন্তু সেই যন্ত্র যদি বিদ্যুতের অভাবে বিকল হয়ে পড়ে তাহলে অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যায়। এর ফলে প্রতিটি স্তরে আমাদের অগ্রগতি পেছিয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বৈদ্যুতিক শিল্পে নিযুক্ত কর্মীরা অনেকক্ষেত্রে তথ্যের উপর নির্ভর করেন। বিদ্যুৎ সম্পর্কিত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট বই ইত্যাদির তথ্য সময়ানুযায়ী কর্মীদের পরিবেশন করতে পারলে অনেকক্ষেত্রে সুফল হয়। অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন নির্ভুল হওয়া চাই। নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য পরিবেশন দ্বারা বিদ্যুৎ প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীরা উপকৃত হতে পারেন।

ভারতে বিদ্যুতিক শিল্প সম্পর্কিত তথ্যের হিসাব-নিকাশ

ভারতে বৈদ্যুতিক শিল্প সম্পর্কিত বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এক একটি শিল্প সংস্থা প্রয়োজনানুযায়ী পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেন। প্রকাশিত সকল পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করা যেমন একটি শিল্প-সংস্থার পক্ষে অসম্ভব অপরদিকে সদ্য প্রকাশিত সকল ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ সম্ভব নয়। তথ্যাদি নানাপ্রকারের হতে পারে যেমন রিপোর্ট সরকারী বেসরকারীতথ্য, বিশেষজ্ঞের মতামত ইত্যাদি।

অনেক সময় নানান সংস্থা যেমন Export Promotion Council, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, Trade Associations Manufacturing units হতে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব তথ্য সংস্থার নিজস্ব উৎপাদনে কাজে লাগাতে পারে।

আমাদের দেশে শিল্পে প্রয়োজনীয় তথ্যের অবস্থান নির্ধারণ করা খুবই শক্ত—কারণ প্রতিটি শিল্প সংস্থা নিজের প্রয়োজনে তথ্যের অবস্থান নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। অনেকক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্য নির্ভুল থাকে না। অন্যদিকে বহুমূল্যবান তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। শিল্পে প্রয়োজনীয় Wealth of India—Industrial Products নামে একটি বিশ্বকোষ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত Annual Survey of Industries নামক পুস্তকে সর্বভারতীয় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেওয়া থাকে। আধুনিককালে

বহু প্রকাশিত বর্ষপঞ্জীতে শিল্পে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উৎপাদনের নির্ধারণ করেন। Engineering Times নামক পত্রিকায় শিল্পে প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা থাকে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই তথ্য যথেষ্ট নয়। Central Mining Research Institute এই বিষয়ের একটি পুস্তিকা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন। Indian Standards Institution প্রকাশ করেছেন Standards ও Buyers Guide। Central Electricity Authority শিল্প সম্পর্কিত একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন।

Energy Alerts নাম দিয়ে Tata Engineering Research Institute ও বোম্বাইয়ের Documentation centre একটি সাপ্তাহিক পুস্তিকা প্রকাশনায় ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিদ্যুৎ শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন Report স্থান পেয়েছে। UNESCO প্রকল্পের মাধ্যমে এই সংস্থা Biogas-এর বিভিন্ন বিষয়ের দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। Biogas সংক্রান্ত গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছেন। এই সংস্থা Biogas সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সব পত্রিকা সংগ্রহ করেন। নিম্নলিখিত প্রকাশিত পত্রিকাগুলি ভারতে বিদ্যুৎ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের নানান তথ্যের সন্ধান দিতে পারে।

1. International press cutting services weekly. Energy-ecology-pullution (1977) weekly. published by International press cutting service Allahabad.

2. Steam and fuel users journal (1950) Quarterly. Published by Steam & fuel users associations of India. Madras.

3. URJA: energy journal (1977) Fortnightly, New Delhi.

4. RLD Alerts: published by the Technical Information Centre from the corporate Research and Development Division. Bharat Heavy Electricals Ltd. Hyderabad.

Technical Report Power Published by the Ministry of Irrigation & Power, Power Research Institute, Bangalore.

১৯৭১ সালে ভারত সরকারের জলসেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয় Power Economic Committee নামক একটি রিপোর্ট। এই মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তথ্য বৈদ্যুতিক শিল্প প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য পাঠানো হয়। প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে সাধারণতঃ প্রকল্পের রেখাচিত্রও নানান ঘটনার বিবরণ দেওয়া থাকে।

Domodar Valley Corporation ইতিমধ্যে Chandrapura Thermal Station নাম দিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এছাড়া চিত্র সম্বলিত Chandrapura ও Durgapur প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে DVC 'A short Treatise on H.V. Circuit Breakers, Ashari Treatise on Power Transformers, An introduction (elementary Power Practice নামক গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেছেন।

১০০ মেগাওয়াট ও ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচিত পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ কর্পোরেশন (National Thermal Power Corporation) Central Elcetricity Authority নিয়মিত বিদ্যুৎ শিল্পের প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রকাশ করে চলেছেন।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৯০০০ মেগাওয়াট সেখানে আগামী বছর প্রকল্প অনুযায়ী ৩৩,৫০০ মেগাওয়াট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪০০ মেগাওয়াটের একটি Transmission লাইন বর্তমানে প্রস্তুতির পথে।

এছাড়া ভারত সরকার বিদ্যুৎ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের বিশেষ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

১৯৭২ সালে Bangalore'এ প্রতিষ্ঠা হয়েছে Load Despatch Training Institute পরে এই কেন্দ্রের নাম Power Systems Training Institute দেওয়া হয়েছে।

১৯৮৯ সালে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের জন্য। শিক্ষামূলক Training'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি Neyveli, Durgapur, Badampur এবং Nagpur-এ অবস্থিত। প্রতিটি কেন্দ্রে সময়মত তথ্য পরিবেশনের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থা গ্রন্থাগারের তথ্য পরিবেশনে ব্যস্ত আছেন। কেন্দ্রীয় জলসেচ ও বিদ্যুৎ শিল্প বিভাগের যে Information Centre আছে সেখানে নিয়মিত প্রকাশিত সব তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নতির দিকে নজর রেখে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় CPRI এবং CBIP সংস্থা দুইটির মাধ্যমে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কয়লা সম্পর্কিত কেন্দ্র ও ইস্পাত ও খনিজ মন্ত্রণালয় CFRI, CMPDIL, CMRI ও NML সংস্থার মাধ্যমে গবেষণার কাজ পরিচালিত করছেন। Department of Seience & Technology গবেষণার কাজ চালাচ্ছেন CSIR Laboratory ও Electrical Research and Development Associations-র (ERDA) মাধ্যমে। Atomic Energy সংস্থার দুইটি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে যথাক্রমে BARC ও RRC শিল্প মন্ত্রণালয় গবেষণা চালান BHEL সংস্থার মাধ্যমে। জাতীয় গবেষণাগার (National Test House) কাজ চালান Department of Supply'র তত্ত্বাবধানে। এছাড়া বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন IITS, IISC, Engineering College নানাভাবে Training দিচ্ছেন এবং তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন।

With Best Compliments from :

M/S Friends Book Depot

1, Bidhan Sarani

Calcutta-700 073

চিঠিপত্র

সম্পাদক,
আজকাল,
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৭০ ০০৯

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

গ্রন্থাগার : কার জন্য

'আজকাল'-এর ৮ এপ্রিলের সংখ্যায় দেবাশিস মুখোপাধ্যায় লিখিত 'গ্রন্থাগার : কার জন্য' প্রতিবেদনটিতে বহু অসত্য ও বিকৃত তথ্য আছে যে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা দরকার। আমাদের এই পত্রটি সত্য ঘটনা ও তথ্য প্রচারের স্বার্থে আপনাদের কাগজে প্রকাশ করবেন আশা করি। আপনাদের প্রতিবেদকের লেখায় যে অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতাগুলি রয়েছে তা আমরা এক এক করে জানিয়ে দিচ্ছি।

১. দেবাশিসবাবু লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে মোট কতগুলি নতুন গ্রন্থাগার হয়েছে তা জানা খুব মুশকিল। এবং তারপরেই তিনি লিখেছেন "ওয়েস্টবেঙ্গল লাইব্রেরি ডাইরেকটরি'র পুরানো আর নতুন সংস্করণ পাশাপাশি রাখলেই তফাতটা চোখের সামনে উঠে আসবে।" অথচ তিনি নিজেই লিখেছেন যে "ওই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে। এরপর আর কোন সংস্করণ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।" তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৬৩-এর পর যে বইয়ের আর কোন সংস্করণ বের হয়নি, সেই বইকেও তিনি তাঁর কাল্পনিক মনশ্চক্ষে পুরানো সংস্করণের পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক বিচার করতে চান। যে নতুন সংস্করণের এখন পর্যন্ত কোন অস্তিত্ব নেই তাকে পুরানোর পাশে দেবাশিসবাবু রাখলেন কি করে? ব্যাপারটা কি রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ রচনা?

২. তিনি লিখেছেন সরকারী 'নির্বাচিত পুস্তক তালিকা' এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে মোট ৪টি। ঘটনাটি সত্য নয়। এ পর্যন্ত নির্বাচিত পুস্তক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে মোট তিনবার। প্রথম দু'বার মুদ্রিত আকারে এবং শেষের বার সাইক্লোস্টাইলড্ আকারে যথাক্রমে অক্টোবর, ১৯৮০, জানুয়ারি, ১৯৮২ এবং ডিসেম্বর ১৯৮৩তে। চতুর্থ পুস্তক তালিকা, আমরা যতদূর জানি, সংকলন শেষ হয়ে গেলেও মুদ্রিত আকারে এখনও প্রচারিত হয়নি, আশা করছি আর কয়েকদিনের মধ্যেই তা প্রকাশিত হবে। এবারকার তালিকাটি এখনও সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি, সুতরাং দেবাশিসবাবু তা দেখতে পাননি। অথচ সেই অস্থাবধি অপ্রকাশিত 'নির্বাচিত পুস্তক তালিকার বিষয়েও তিনি সবজান্তার মত অগ্রিম মন্তব্য করে বসে আছেন। তাঁর মন্তব্যগুলো যে কতটা হঠকারী তা নির্বাচিত পুস্তক তালিকাগুলি নিয়ে বসে বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে। ১৯৮৩-৮৪-এর তালিকাটি দেবাশিসবাবু এখনও হাতে পাননি, কিন্তু আমরা সম্প্রতি তার প্রেস কপি দেখেছি। মোট চারটি পুস্তক তালিকাতে যথাক্রমে ৫০০, ১৩৮৫, ৫৩৪ এবং ৭৪৪টি, সর্বমোট ৩২০৩টি বইয়ের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। এই বত্রিশ শত বই আবার মোট প্রায় ৩২টি বিষয় বিভাগ অনুযায়ী বিন্যস্ত। একটু বিশদ হলেও আমরা পরিসংখ্যানগুলি জানাচ্ছি। গত চারটি তালিকায় বিভিন্ন বিষয়ে মোট যত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় তার সংখ্যাটি নিম্নরূপ। বিষয় বিভাগের শিরোনাম এবং বন্ধনীর মধ্যে মোট গ্রন্থের সংখ্যা উল্লেখ করা হল।—

গ্রন্থ ও গ্রন্থবিদ্যা (৪), গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (১৩), সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা (৩), দর্শন ও ধর্ম(৭২), মনস্তত্ত্ব (৫)সমাজ তত্ত্ব ও সমাজচিন্তা (৮৭), সংখ্যাতত্ত্ব ও জন সমষ্টি (৫), রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তা (১১৫), অর্থনীতি (৪২), আইন (১৮), শিক্ষা ও শিক্ষানীতি (১৯), লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি (৬৭), বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যা (১৮০), চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও গার্হস্থ্যবিদ্যা (৭১), কৃষিবিজ্ঞান ও পশুপালন (৪৬), শিল্পকলা (১৪৬), খেলাধূলা, অভিযান ইত্যাদি (৪৯), নাটক (২১), কবিতা এবং কবিতাবিষয়ক আলোচনা (৮১), প্রবন্ধ সাহিত্য ও বিভিন্ন বিষয়ক সাহিত্য (৪৮), ছন্দরচনা ও ছন্দরচনা (২৩), মহাকাব্য ও পুরাণ (১৩), রচনা সংগ্রহ (২১) অনুবাদ সাহিত্য (৮৫), ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (৩২), ভ্রমণ কাহিনী ও ভৌগোলিক বিবরণ (১২৬), জীবনী (৩০৫)

ইতিহাস (২০৯), বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যমূলক কোষগ্রন্থ (৪৫) ছোটদের উপযোগী গ্রন্থ (৮৯৪)। এ ছাড়াও ইংরেজী, হিন্দি, উর্দু ও নেপালী ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক বইয়ের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। এই যে ৩২০০ বইয়ের কথা বলা হল তার কতটা অংশ 'বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং প্রচার সাহিত্য', তা দেবাশিসবাবু প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন কি? প্রত্যেকটি পুস্তক তালিকাই যেহেতু মুদ্রিত (গত দুই বছরের তালিকা এবার একসঙ্গে ২টি আলাদা বিভাগে মুদ্রিত হয়েছে) সেইহেতু তালিকাগুলি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চয়ই কোন মতামত প্রকাশ করা যায়। আমরা দেবাশিসবাবুকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে, এই ৩২০০ বইয়ের মোট কত অংশ 'রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং প্রচার সাহিত্য' তা তিনি প্রমাণ করে দেবেন এবং সেই অংশকে আদপেই 'উল্লেখযোগ্য অংশ' বলা চলে কিনা তা তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করুন।

৩. দেবাশিসবাবুর মতে শুধু "গল্প বা উপন্যাসের বই দিয়ে গ্রন্থাগার ভরিয়ে দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।" ঠিকই তো। এবং সেই জন্যই গত তিন বছর হল নির্বাচিত পুস্তক তালিকায় গল্প উপন্যাসকে পুরোপুরি বর্জন করা হয়েছে। গল্প উপন্যাসবিষয়ক সমালোচনা ও গবেষণা গ্রন্থ নির্বাচিত তালিকায় থাকলেও কোন গল্প উপন্যাসের নাম তাতে ঠাঁই পায় না। (অবশ্য গ্রন্থাগারগুলি বরাদ্দ অর্থের ৭০ ভাগ থেকে স্বাধীনভাবে তা অবশ্যই কিনতে পারে)।

৪. শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য—সরকারি আইন বলে সিরিয়াস বই কেনা বন্ধ হয়েছে যার জন্য প্রকাশকেরাও সিরিয়াস বই ছাপা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিচ্ছেন। মন্তব্যটি পুরোপুরি অসত্য এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। গত চারটি নির্বাচিত পুস্তক তালিকায় প্রায় ৩২০০ বইয়ের মধ্যে ছোটদের ৮৯৪টি বই বাদ দিলে বাকি প্রায় ২২৫০টি বইই সিরিয়াস স্তরের। তালিকাগুলি দেবাশিসবাবুকে আর একবার ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি। কোন জিনিস ভালো করে না জেনে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে ফেলা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করা এক ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বৈরাচার।

৫. ৭০ ভাগ টাকায় বই কেনার স্বাধীনতা গ্রন্থাগারগুলির সম্পূর্ণ নিজস্ব। ওই তালিকা মোটেই দেবাশিসবাবুর কথামত "ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইসারি কাউনসিল অফ লোক্যাল এডুকেশন"-এর কাছে আসে না। কারণ গত দু'বছর হল এই কাউন্সিল উঠে গেছে। আজকাল আইন বলে গঠিত হয়েছে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি। এই লোকাল লাইব্রেরি অথরিটিকে দিয়ে তালিকা অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার পর সেই তালিকা মোটেই বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভায় চলে আসে না। তালিকা থেকে গ্রন্থাগারেরা সরাসরি বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ীর কাছে অর্ডার পাঠিয়ে থাকেন।

৬. দেবাশিসবাবু কোনরকম তথ্য ও যুক্তি ছাড়াই রায় দিয়ে বলেন—"সত্যি বলতে কি দরকার তার দলীয় স্বার্থের জন্যেই চালু করেছিল গ্রন্থাগার আইন।" গ্রন্থাগার আইনের মত একটি সমাজকল্যাণমূলক এবং গত কয়েক দশকের বহু আকাঙ্খিত আইন যে কী করে দলীয় স্বার্থের জন্য চালু করা যায় তা বোধগম্য হয় না। এ বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে দেবাশিসবাবু বিস্তারিত কিছু জানাবেন কি?

সলিল চাকলাদার
সম্পাদক,
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার
কর্মী সমিতি, কলিকাতা জেলা শাখা।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থাগার বিদ্যা/শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ দ্বিতীয় সংস্করণ/ কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৪/ ৩০০ পৃষ্ঠা/মূল্য ২৫·০০ টাকা/

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপগ্রন্থাগারিক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "গ্রন্থাগার বিদ্যা" নামক এই গ্রন্থটি পূর্ববর্তী সংস্করণের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিকাশ উনিশ শতক থেকে শুরু, বিশ শতকে তার দ্রুত অগ্রগতি, বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তথ্য বিস্ফোরণের যুগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান আজ রূপান্তরিত হয়েছে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একটি আন্তঃ বিষয়ক বিদ্যা। পরিচালন বিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্নদিক, সমাজতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব, জনসংযোগ বিদ্যা, পরিসংখ্যান বিদ্যা, শিক্ষা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিনিয়ত প্রয়োগ ঘটছে বর্তমানের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে। এই ধরনের একটি বিষয়ের সামগ্রিক রূপ একটি গ্রন্থে তুলে ধরা দুরূহ কাজ। বীরেনবাবু সে প্রচেষ্টা করেননি। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান প্রয়োগের বাস্তব অবস্থার কথা ভেবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কয়েকটি দিক সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য ভাষায় তিনি তুলে ধরেছেন। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের উচ্চ-পর্যায়ের ছাত্র, গবেষক বা বিশেষজ্ঞদের কাছে খুব বেশী উপ-যোগী না হলেও, সাধারণ পাঠক বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রথম পাঠ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য গর্ববোধ আমাদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিষয়ানুগ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত মহলে একটা অনীহা লক্ষ্য করা যায়। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: আমরা আমাদের মাতৃভাষা এবং বিষয় কোনটাই ভালভাবে জানিনা তাই মাতৃভাষায় বিষয়ানুগ গ্রন্থ রচনায় এত অনাগ্রহ।

বীরেনবাবুকে ধন্যবাদ এজন্য যে বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। এই গ্রন্থের বারোটি অধ্যায়ে যে সব বিষয় সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল: গ্রন্থাগার বিদ্যা কি, জনসংযোগে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারে প্রচার, গ্রন্থাগার বিকেন্দ্রীকরণ, রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-চিন্তা, গ্রন্থাগারের গ্রন্থাতিরিক্ত কার্যক্রম, বাংলা বই ও গ্রন্থাগার, ডিউই বর্গীকরণ, শ্রেণীবদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার (বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদি) গ্রন্থাগারিকের দায়দায়িত্ব, গ্রন্থবিদ্যা, এযুগের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার।

বইটিতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ আলোচনার দাবী রাখে। প্রথমেই বইটির আখ্যা দেওয়া হয়েছে "গ্রন্থাগার বিদ্যা"। ইংরেজী "Libray Science"এর বাংলা "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান" আজ সর্বজন স্বীকৃত। ডঃ রঙ্গনাথন এবং অন্যান্যরা তাঁদের লেখায় 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান'-এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণও করেছেন। বিদেশে ও স্বদেশে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' যখন সর্বজন স্বীকৃত তখন তা পরিহার করা হল কেন? অন্যত্র call number র বাংলা করা হয়েছে 'গ্রন্থসংলেখ'। 'সংলেখ' শব্দটি ইতিমধ্যে ইংরেজী Entry র বাংলা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বইটির call বা ডাকের জন্য বা খোঁজার জন্য যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকেই বলা হয় call number। তাএই ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যবহৃত 'ডাক সংখ্যা' ব্যবহারে আপত্তি কেন? ঠিক সেইভাবে "Charging System" কে 'প্রচলন প্রক্রিয়া' না করে 'লেন-দেন পদ্ধতি' করলে কি খুব আপত্তির

বিষয় হত। আলোচনা দীর্ঘ হবে এই বিবেচনায় আরো উদাহরণ দেওয়া থেকে বিরত রইলাম।

বইটিতে তথ্য পরিবেশনের কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থকার মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও কচ্ছরাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা বলেছেন। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার জগতের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও সীমিত। এধরণের আরো কিছু ত্রুটি এদিক-সেদিক থাকলেও, বইটির উপযোগিতা কিছু কমেনি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রারম্ভিক গ্রন্থ হিসেবে এই সুলিখিত গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

অব চার্বক

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন :
২৪ পরগণা বাণীপুর

২৪ পরগণা

গত ২০ এপ্রিল বাণীপুর (২৪-পরগণা) রাষ্ট্রীয় জনতা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন হাবড়ার বিধায়ক শ্রীনীরোদ রায় চৌধুরী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস।

সমাজ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার অধিকর্তা সত্যব্রত সেন ও স্থানীয় বিধায়ক শ্রীননী কর। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ সুনীল কুমার বানার্জী।

আর্য্য লাইব্রেরী। নারায়ণপুর।

গত ৭ জুলাই আর্য লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় "পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সাংস্কৃতিক অবস্থা" শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া

শিবপুর প্রগতি সংঘ গ্রন্থাগার। শিবপুর।

বিগত ১৪ জুলাই শিবপুর প্রগতি সংঘের উদ্যোগে উপরিউক্ত গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ নেপাল রায় চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ কল্যাণসিদ্ধ দাস।

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। হাওড়া।

গ্রন্থাগারে বিগত ১৬ এপ্রিল তারিখে ঊর্দু বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। সভায় হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, মেয়রসহ বিভিন্ন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সুজারসাহ শক্তিপাঠাগার

বিগত ১৬ মে তারিখে সুজারসাহ শক্তি পাঠাগারে রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

দেউলপুর বিধান লাইব্রেরী। দেউলপুর

বিগত ৮ জুন দেউলপুর বিধান লাইব্রেরীর আয়োজনে সিংহবাহিনী মন্দির প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশিত হয়। পুরস্কার বিতরণসহ দুটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

পুঁইলা অগ্রদূত শিশু ভবন বিধিমুক্ত বিদ্যালয় ও পাঠচক্র লাইব্রেরী। পুঁইলা

—রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয় ১১ই মে তারিখে। আবৃত্তি, সঙ্গীত ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করা হয়।

ঝোড়হাট পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্বোধন

বিগত ৮ই মে তারিখে ঝোড়হাট পাবলিক লাইব্রেরী নতুন গৃহের উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার বিভাগের মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা।

[হাওড়া জেলার গ্রন্থাগার সমূহের সংবাদ পাঠিয়েছেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী]

টাউন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিয়োগের বিজ্ঞাপন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF LIBRARY SERVICES
WRITERS' BUILDINGS, CALCUTTA-1

Memo No. 564/L S. Date : Calcutta, the 3rd October, 1985.

From : The Director of Library Services, West Bengal.

To The District Social Education Officer/District Library Officer.....
P.O..... Dist.....

Sub Recruitment for the posts of Librarians in Sub-Divisional/Town Libraries in the State of West Bengal.

In inviting a reference as above, the undersigned has to state that an arrangement is being initiated for recruitment to the posts of Librarians in Sub-Divisional/Town Libraries in the State of West Bengal by the Committee constituted under G. O. No. 302-Edn(SE) dt. 22.5.85. The qualifications prescribed for the post are as under :—

i) Graduate with Bachelor in Library Science or its equivalent.

ii) Knowledge in Bengali—Spoken & Written.

iii) One Year's experience in Library work in a public or institutional library of repute.

Scale of Pay for the post :—Rs. 425-15-470-20-670-25-820-30-910-35-1050/—with higher initial start at Rs. 530/—.

The post will be filled up from the properly qualified technical staff of sponsored libraries along with candidates from employment exchange on the recommendation of the Selection Committee referred above.

He is, therefore, requested to forward after due notification the names of properly qualified and willing candidates working under his control with their original applications to the undersigned within 30th October, 1985. The candidates may also apply to the undersigned.

Kindly treat it extremely urgent.

Sd— S. B. Sen
Director of Library Services,
West Bengal.

P. T. O.

No. 564/1(1)/L.S. Dated : Calcutta, the 3rd September, 1985.

The Librarian, District Library,————————————P. O.————————————
Dist ————————————————————for information with the request to publish this in the Notice Board of Library.

for Director of Library Services,
West Bengal

Copy to the Genl. Secretary/Bengal Library Assn./Calcutta for information

সদ্য প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন পেনসন রুলস ও স্পনসর্ড
গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্ভিস রুলস একত্রে।

—ক্রাউন, ৪ ফর্মা। মূল্য ৮·৫০

সত্বর যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

নির্ঘণ্ট

চতুস্ত্রিংশতি বর্ষ ; বৈশাখ/চৈত্র, ১৩৯১

সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)
রামকৃষ্ণ সাহা (আষাঢ়/শ্রাবণ—ফাল্গুন/চৈত্র)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

রেজিষ্টার্ড অফিস
সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা : ৭০০ ০৭৩

অফিস
৫, ১৩৩ সি, আই, টি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৪
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

নির্দেশিকা

১ম অংশ **লেখক-আখ্যাসূচী :** বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যানসমূহ পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ নির্দেশিত

২য় অংশ **বিষয় সূচী :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ

৩য় অংশ **বিভাগ সূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত। যেমন, গ্রন্থাগার সংবাদ, সম্পাদকীয়, English abstract ইত্যাদি।

নির্ঘণ্ট সংকলনে : জয়শ্রী সেন।

লেখক—আখ্যা বিভাগ

পৃষ্ঠা

অজয় কুমার রায় : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর অকালে জীবনাবসান ১২২-১২৩

অজয়কে কলকাতেজে আর পাবো না দ্রঃ বিমলকান্তি সেন

অরুণ সরকার ও রঞ্জিত মিত্র দ্রঃ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমস্যা

অরুণাচল মুখোপাধ্যায় দ্রঃ আদিত্য ওহদেদার

অবিলম্বে পদমর্যাদা গ্রন্থাগারে নির্বাচন করতে হবে (সম্পাদকীয়) ১০৫-১০৭

অনিলচন্দ্র পাল। প্রসঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমিকায় আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা ৩৩-৪৬

শ্রীঅরুন্ধিৎসু, (ছদ্ম)। রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশনস অফিস : অতীত ও বর্তমান ১৫৬-১৫৮

অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়) কা চৈ ১-৩

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অসিতচট্টোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের কয়েকটি সূত্র ৩৯

অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা—জেলাস্তরে সম্ভাবনা ৩৭-৪৮

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা ও পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা ২৬-২৯

অসিত চট্টোপাধ্যায় দ্রঃ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অসিত চট্টোপাধ্যায়

আদিত্য ওহদেদার। অরুণাচল মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৮৪) ৬০-৬৩

পৃষ্ঠা

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা—জেলা স্তরে সম্ভাবনা দ্রঃ অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কর্মসূচী দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতায় ছবি গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা দ্রঃ চৈতালী দত্ত

আফিকা রহমান। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী এবং বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ৪৫-৪৯

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে [কার্যবিবরণী] ৭৪-৯১

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ১০৭-১১০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি/দর্শকবৃন্দের তালিকা ৯১-৯৬

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ দ্রঃ ফণিভূষণ রায়

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন [৩৯তম] ১-২

কলেজ গ্রন্থাগারে পরিষেবার সমস্যা দ্রঃ সুজান সরখেল

কুশাল সিংহ। গ্রন্থাগারিকের চোখে গ্রন্থাগারের কয়েকটি সমস্যা কা-চৈ ৬-১২

গ্রন্থ ক্রয় ও সংগ্রহে অঞ্চলভিত্তিক সহযোগিতা দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাস

গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রসঙ্গে [সম্পাদকীয়] ৫১-৫২

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান ; চত্বারিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অন্যতম আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত একটি মডেল দ্রঃ ফণিভূষণ রায়

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা—সমালোচনা দ্রঃ বিমলকান্তি সেন।

গ্রন্থাগার সহযোগিতা ও আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ দ্রঃ বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সংবাদ ৬৭-৭০, ১৪০-১৪২, ১৬০-১৬১, কা-চৈ ৩৮-৩১

গ্রন্থাগারিকের চোখে গ্রন্থাগারের কয়েকটি সমস্যা দ্রঃ কুণাল সিংহ

চত্বারিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন; প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য আহ্বান। ১০৬-১০৭

চৈতালী দত্ত। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতায় কৃষি-গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা ১৭-২১

শ্রীমতী ছায়া বেরা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থা বহির্ভূত শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী এবং শ্রীকান্তি বিশ্বাস, মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীদ্বয়ের সম্বর্ধনা সভা ১৫৮—১৬০

জগমোহন দাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের সমন্বয় ২২—২৪

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী এবং বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী দ্রঃ আফিকা রহমান

জুয়ান সরখেল। কলেজ গ্রন্থাগারে পরিষেবার সমস্যা ৬৩—৬৬

নজরুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাশ। গ্রন্থক্রয় ও সংগ্রহে অঞ্চলভিত্তিক সহযোগিতা ১৪—১৬

নিমাই মাজা। সাধারণ গ্রন্থাগার নিয়ে কিছু ভাবনা কা-চৈ ৪—৬

পরিষদ কথা ১৬১—১৬২

পরিষদ সংবাদ কা-চৈ ৩৯—৪০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গ্রন্থাগার অধিকার। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা চক্র; প্রস্তাবসমূহ ১৭৪—১৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের সমন্বয় দ্রঃ জগমোহন দাশ

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২০ তম রাজ্য সম্মেলন কা-চৈ ৩৫—৩৬

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা; প্রতিবেদন ১৮৬—১৯৭

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনাচক্র দ্রঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গ্রন্থাগার অধিকার

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় সম্পর্কে (সম্পাদকীয়) ১৪৩—১৪৫

পঃ বঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগারের সংশোধিত পরিচালন-বিধি ১৫—২৯

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বাত্মক উন্নতি—আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা দ্রঃ ভবানীকুমার ঘোষ

পাঠক্রমশ্রেণীকে শিক্ষা ও তার পর্যালোচনা দ্রঃ ভবানীকুমার ঘোষ

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার সম্পর্কে রাজ্যের গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি ১৩৮—১৩৯

প্রবীর রায়চৌধুরী। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা: পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কর্মসূচী ১—১০

প্রসঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমিকায় আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা দ্রঃ অনিলচন্দ্র পাল।

ফণিভূষণ রায়। ৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ ক ১—ক ১০

ফণিভূষণ রায়। গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান: চত্বারিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অন্যতম আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত একটি মন্তব্য। ১৪৬—১৫৪

পৃষ্ঠা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ৪৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ১৯৮—২০৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কাউন্সিল সভা ফা-চৈ ৩০—৩৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার কার্যধারা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ১১৯—১২১

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমস্যা দ্রঃ রঞ্জিতকুমার মিত্র ও অরুণ সরকার

বিনোদ বিহারী দাশ দ্রঃ নলকুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাশ

বিমলকান্তি সেন। অজয়কে কলকাতেজে আর পাব না। ১২৩—১২৪

—। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা। ৬৪—৬৬

ফা-চৈ ১২—১৪

বিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার সহযোগিতা ও আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ ২৩—৪৫

শ্রীবিমলেন্দু মজুমদারের জীবনাবসান ১৩৪

ভবানীকুমার ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের গণাত্মক উন্নতি : একটি বিশেষ দিক—আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা ৩০—৩২

—। পাঠক শ্রেণীকে শিক্ষা ও তার পর্যালোচনা ১১৫—১১৮

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ও আয়োজিত আলোচনা চক্রের প্রতিবেদন ১২৫—১৩৫

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : কয়েকটি বাড়তি সমস্যা (জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাস) দ্রঃ সন্তোষকুমার বসাক

রঞ্জিতকুমার মিত্র ও অরুণ সরকার। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমস্যা ৪৮—৫০

রাজ্য ও জেলাস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা দ্রঃ শিবানন্দ পাল

রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশন অফিস : অতীত ও বর্তমান দ্রঃ শ্রীঅরুণাভ্রিংহ

পৃষ্ঠা

শিবানন্দ পাল। রাজ্য ও জেলাস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা ; দুর্মূল্য গ্রন্থ, পুঁথিপত্র সংরক্ষণ, পুস্তক বাঁধাই ক্ষেত্রে ১১—১৩

শোক সংবাদ ফা-চৈ ৩৭

সন্তোষকুমার বসাক। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। কয়েকটি বাড়তি সমস্যা (জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাস) ৪৬—৪৭

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সম্পাদকীয়) ৭:—৭৩

সাধারণ গ্রন্থাগার নিয়ে কিছু ভাবনা দ্রঃ নিমাই মাহা

সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের কয়েকটি সূত্র দ্রঃ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিত চট্টোপাধ্যায়

স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার ও জেলাস্তরের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পাদকীয়) ১১৩—১১৪

Banerjee. Bimal *see* Sen, Satyabrata and Banerjee, Bimal

Bera, Chhaya. Seminar on Indian Library movement and the Indian Library Association held on 20.5. 1984 at the State Youth Centre; inaugural address ৯৭—৯৯

English abstract *see* Goswami, Goutam

Goswami, Goutam. English abstract ১৬৪—১৭০

Library movement in India and Indian Library Association *see* Roychoudhury, Prabir

Library professional in library movement *see* Sen, Satyabrata and Banerjee, Bimal

Roychudhury, Prabir. Library movement in India and Indian Library Association ১০০—১০৪

Seminar on Indian Library movement and the Indian Library Association *see* Bera, Chhaya

Sen, Satyabrata and Banerjee. Bimal, Library Professional in library movement ১১০—১১৪

বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট

অজয় কুমার রায়—স্মৃতিচারণ

বিমলকান্তি সেন। অজয়কে কলকাতেজে আর পাবো না। ১২৩-১২৪

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—স্মৃতিচারণ

অদিতা ওহদেদার। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯০৪) ৬০-৬৩

অমূল্য সেবা

ভবানীকুমার ঘোষ। পাঠক শ্রেণীতে শিক্ষা ও তার পর্যালোচনা। ১১৫-১১৮

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

আরও দেখুন

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা—পশ্চিমবঙ্গ

কৃষি গ্রন্থাগার—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

পুস্তক সংরক্ষণ—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার : আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা—পশ্চিমবঙ্গ

সাধারণ গ্রন্থাগার—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা—ক্ষেত্রান্তরে সম্ভাবনা। ৩৭-৩৮

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী হাস। গ্রন্থক্রয় ও সংগ্রহে অঞ্চলভিত্তিক সহযোগিতা ১৪-১৬

বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার সহযোগিতা ও আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ। ৪৩-৪৫

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা—পশ্চিমবঙ্গ

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা। ২৬-২৯

অনিলচন্দ্র পাল। প্রসঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমিকায় আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা। ৩৫-৪৬

প্রবীর রায়চৌধুরী। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথাসূত্র।

কলেজ গ্রন্থাগার দ্রঃ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার

কৃষি গ্রন্থাগার—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

চৈতালী দত্ত। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতায় কৃষি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা। ১৭-৪১

গ্রন্থাগার আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গ

অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের আন্দোলনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়) ফা-২৫, ১-৩

গ্রন্থাগার আন্দোলন—ভারত

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সম্পাদকীয়) ৭১-৭৩

Bera, Chhaya. Seminar on Indian Library movement and the Indian Library Association ; inaugural address. ১৭-১৯

Roychaudhury, Prabir. Library movement in India and Indian Library Association ১০৫-১০৪

Sen, Satyabrata and Banerjee, Bimal. Library professional in library movement ১১০-১১৪

গ্রন্থাগার পরিচালনা

ভূপাল সিংহ। গ্রন্থাগারিকের চোখে গ্রন্থাগারের কয়েকটি সমস্যা ফা-২৫, ৬-১২

গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ৪১-৪২

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান

ফণিভূষণ রায়। গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান : চত্বারিংশত্তম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অন্যতম আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত একটিমডেল। ১৪৬-১৫০

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—পরিভাষা

বিমলকান্তি সেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা। ৬৪-৬৬ ক৭-চৈ, ১১-১৪

গ্রন্থাগার ব্যবহার—শিক্ষা প্রণালী

ভবানীকুমার ঘোষ। পাঠক শ্রেণীকে শিক্ষা ও তার পর্যালোচনা। ১১৪-১১৮

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গ

অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়) ক৭-চৈ, ১-৩

গ্রন্থাগারিক—জীবনী

অমরকুমার রায়: গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর অকালে জীবনাবসান ১২২-১২৩

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী—বাংলাদেশ

আফিজা রহমান। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ৫৫-৫৯

পুস্তক সংরক্ষণ—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

শিবানন্দ পাল। রাজ্য ও জেলাস্তরে অন্তঃগ্রাগার সহযোগিতা; দুর্মূল্য গ্রন্থ, পুঁথিপত্র সংরক্ষণ, পুস্তক বাঁধাই ক্ষেত্রে ১১-১৩

প্রকাশনা আইন ও নিয়ন্ত্রণ

শ্রী অনুসন্ধিৎসু। রেজিষ্ট্রার অব পাবলিকেশনস অফিস: অতীত ও বর্তমান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—৩১তম

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন [কার্যবিবরণী] ৭৪-৯১

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি/দর্শকবৃন্দের তালিকা ৯১-১০

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ১০৭-১১০

অনিলচন্দ্র পাল। প্রসঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমিকায় আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ৩৩-৩৬

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের কয়েকটি সূত্র ৩২

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা—জেলাস্তরে সম্ভাবনা ২৩-২৯

এগারোর বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়) ১-২

চৈতালী দত্ত। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতায় কবি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা। ১৭-২১

জগমোহন দাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের সমন্বয় ২২-২৫

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাশ। গ্রন্থরক্ষা ও সংগ্রহে অক্ষরশিল্পভিত্তিক সহযোগিতা ১৪-১৬

প্রবীর রায়চৌধুরী। আন্তঃগ্রাগার সহযোগিতা—পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কর্মসূচী ১-১০

ফণিভূষণ রায়। ৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ ক১-ক১০

বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার সহযোগিতা ও আন্তঃগ্রাগার ঋণ ৪৩-৪৫

ভবানীকুমার ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বাত্মক উন্নতি: একটি বিশেষ দিক—আন্তঃগ্রাগার সহযোগিতা ৩০-৩২

শিবানন্দ পাল। রাজ্য ও জেলাস্তরে আন্তঃগ্রাগার সহযোগিতা; দুর্মূল্য গ্রন্থ, পুঁথিপত্র সংরক্ষণ, পুস্তক বাঁধাই ক্ষেত্র ১১-১৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—৪০তম

চত্বারিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন; প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য আহ্বান ১৩৬-১৩৭

ফণিভূষণ রায়। গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান; চত্বারিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত একটি মডেল ১৪৬-১৫০

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রঞ্জিতকুমার মিত্র ও অরুণ সরকার। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা। ৪৮-৫০

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সন্তোষ কুমার বণিক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ; কয়েকটি বাড়তি সমস্যা (জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাস) ৫৬-৫৭

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রের প্রতিবেদন ১২৫-১৩৫

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (সম্পাদকীয়) ৭১-৭৩

Bera, Chhaya, Seminar on Indian Library movement and the Indian Library Association held on 20.5. 1984 at the State youth Centre ; inaugural address. ৯৭-৯৯

Raychaudhury, Prabir, Library movement in India and Indian Library Association ১০০-১০৪

Sen, Satyabrata and Banerjee, Bimal Library professional in Library movement ১১৩-১১৪

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার

জুবান সরখেল, কলেজ গ্রন্থাগারে পরিষেবার সমস্যা ৫১-৫৪

সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা—পশ্চিমবঙ্গ

জগমোহন দাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের সমন্বয়। ২২-২৪

সাধারণ গ্রন্থাগার

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অসিত চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের কয়েকটি সূত্র ৩৯

নিমাই মান্না। সাধারণ গ্রন্থাগার নিয়ে কিছু ভাবনা। কা-চৈ, ৪-৬

ফণিভূষণ রায়। ৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ ক ১-ক ১০

সাধারণ গ্রন্থাগার—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

ভবানীকুমার ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বাত্মক উন্নতি : একটি বিশেষ দিক—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ৩০-৩২

সাধারণ গ্রন্থাগার—পশ্চিমবঙ্গ

অবিলম্বে স্থানসভ গ্রন্থাগারে নির্বাচন করতে হবে (সম্পাদকীয়) ১০৫-১০৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গ্রন্থাগার অধিকার পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনাচক্র ; প্রস্তাব সমূহ ১৭৪-১৮৫

পঃ বঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগারের সংশোধিত পরিচালন বিধি কা-চৈ, ১৪-২৯

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২০ তম রাজ্য সম্মেলন কা-চৈ, ৩৫-৪৬

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা ; প্রতিবেদন ১৮৬-১৯৭

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় সম্পর্কে (সম্পাদকীয়) ১৪৩-১৪৪

সাধারণ গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গ

স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার ও জেলাস্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলন (সম্পাদকীয়) ১৭৩-১৭৪

ENGLISH ABSTRACT

Goswami, Goutam, English abstract ১৬৪-১৭০

বিভাগ সূচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

ইউনাইটেড বিল্ডিং ক্লাব এ্যাণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী ৬৭

দোতি সদন : গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ ও আলোচনাচক্র, কলিকাতা ফা-চৈ, ৩৮

ঘাটাল শহর গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর ছাত্রবন্ধু, হাওড়া ৬২, ফা-চৈ, ৩৮

জানদাসুন্দরী গ্রন্থাগার, রথতোলা, হাওড়া ১৪০

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান ৭০

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার (শহর গ্রন্থাগার) ২৪ পরগণা ৬৭

দেউলপুর বিদ্যান লাইব্রেরী, হাওড়া ১৪১

দেশপ্রাণ বুক ব্যাঙ্ক, হুগলী ফা-চৈ, ৩৮

নেতাজী পাঠাগার, হুগলী ফা-চৈ, ৩৮

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার, কলিকাতা ১৩৮-১৩৯

বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, বহরমপুর ৬৯

বালিয়া নেতাজী সংঘ, মুর্শিদাবাদ ৬৯-১৪০

বিরাটি টেক্সটবুক লাইব্রেরী (বিদ্যাসমোরিয়াল), কলিকাতা ১৪০-১৪১

মানসিংহপুর স্বামী নিরঞ্জনানন্দ স্মৃতি পাঠাগার, হাওড়া ১৪১

মাটিয়ারী যুবক সমিতি পাঠাগার, হাওড়া ফা-চৈ ৩৯

মাহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়, হাওড়া ১৪২

ডঃ যুগেন্দ্র মিত্র পাঠাগার, কাঁইতি, বর্ধমান ১৪০

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা ৬৭

রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর ফা-চৈ ৩৯

রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ, হাওড়া ১৪১

হাওড়া পোর্টাল রিক্রিয়েশন ক্লাব ১৪১

সুকান্ত গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা ৬৮

সুকান্ত গ্রন্থাগার, শম্পা নির্জানগর, ২৪ পরগণা ফা-চৈ ৩৮

সংহতি, বারাসত ৬৮

সংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, আমতা, হাওড়া ৭০-১৪১

পরিষদ সংবাদ

কাউন্সিল সভা ফা-চৈ, ৩০-৩৪

গ্রন্থাগার দিবস, জলপাইগুড়ি ফা-চৈ, ৪০

„ পশ্চিম দিনাজপুর ফা-চৈ, ৩৯-৪০

„ মুর্শিদাবাদ জেলা ফা-চৈ, ৪০

শ্রীমতী ছায়া বেরা, গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী এবং শ্রীকান্তি বিশ্বাস, মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীদ্বয়ের সম্বর্ধনা সভা ১৪৮-১৬০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা ১৬১

—, বীরভূম জেলা শাখা ১৬১-১৬৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার কার্যধারা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ১১৯-১২১

বর্ধমান জেলা সম্মেলন ফা-চৈ, ৩৯

বার্ষিক সাধারণ সভা, ৪১ম ১২৮-২০৩

হুগলী জেলা সম্মেলন, ১৩৮৪ ২০৪-২০৬

শোক সংবাদ

অজয়কুমার রায় ১২২-১২৩

কল্যাণী সেন ফা-চৈ, ৩৭

কানাইলাল ঘোষ ফা-চৈ, ৩৭

বিমলেন্দু মজুমদার ১৩৪

সুবলচন্দ্র চৌধুরী ফা-চৈ, ৩৭

সম্পাদকীয়

অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ফা-চৈ, ১-৩

অবিলম্বে শূন্যপদ গ্রন্থাগারে নির্বাচন করতে হবে ১০৫-১০৭

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১-২

গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রসঙ্গে ৪১-৪২

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় সম্পর্কে ১৪৩-১৪৫

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৭১-৭৩

স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার ও জেলাস্তরের গ্রন্থাগার আন্দোলন ১৭৩-১৭৪

ENGLISH ABSTRACT

Vol. 33, No. 2, May-June, 1983 164
Vol. 33. No. 4-5, July-Sept, 1983 166-169
Vol. 33, No. 6, Sept.-Oct., 1583 169
Vol. 33, No. 7, Oct.-Nov., 1983 170-171
Vol. 33, No. 8, Nov.-Dec., 1983 171

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৮·০০

খোলা : প্রতি সংখ্যা ৪·০০

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২)

১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫)

২৪ বর্ষ (১৩৮১), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)

২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৮৭)

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)

৩২ বর্ষ (১৩৮৯)

৩৩ বর্ষ (১৩৯০)

৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৮৮ (বৈশাখ)

১২ বর্ষ, ১৩৮৯ (জ্যৈষ্ঠ)

১৩ বর্ষ, ১৩৯০ (ফাল্গুন-চৈত্র)

১৬ বর্ষ, ১৩৯৩ (অগ্রহায়ণ)

১৯ বর্ষ, ১৩৯৬ (১৩৯৬ জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)

২০ বর্ষ, ১৩৯৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)

২১ বর্ষ, ১৩৯৮ (জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)

২২ বর্ষ, ১৩৯৯ (মাঘ, চৈত্র)

২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)

২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিবর্তে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক

গ্রন্থাগার পত্রিকা

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment.
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd No RN- 2674 -47

Volume 35 : No 3

June-July 1985

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
P-134, C I T Scheme No 52
Calcutta-700 014
Phone : 29 8466

All correspondence for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P 134, C I T Scheme NO 52
Calcutta—700 014
Phone : 29 8466

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073.

Printed by : Sourendra Mohan Gangopadhyay at the Impression Syndicate, 26/2A, Tarik Chatterjee Lane, Calcutta—700 005

Editor : Ramkrishna saha

If undelivered please return to
BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
P-134, C. I. T, Scheme No. 52
Calcutta-700 014

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৬-৭ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯২

॥ সূচীপত্র ॥

পৃঃ

ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থাগার নীতি [সম্পাদকীয়]

প্রমীলচন্দ্র বসু

ইতস্ততঃ স্মৃতিচারণ : প্রথম পর্ব ৭৫

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী দাস

গ্রন্থ-ব্যবহারমুখী গ্রন্থবিক্রয় ৭৮

সরোজ ভট্টাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন ৮৩

পরিষদ কথা ৮৭

গ্রন্থাগার সংবাদ ৮৭

পুস্তক সমালোচনা ৮৮

Current Abstrats ৯১

English Abstrats (retrospective) ৯২

CALCUTTA UNIVERSITY

"গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এর পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	— ৩৫০	— ৪৫০
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ৩০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
সিকি পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি' এম,
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি, ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৩৯-৮৪৩৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০

Library Service in India To Jay. মূল্য—৩·০০

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৪·০০

বাণী বসু (সঃ) —বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।
মূল্য—৭·০০

গ্রন্থাগার : পরিষদের মুখপত্র অষ্টম সংখ্যা ১৩৮১
মূল্য ৪·০০

১৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৩৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ—
যৌথাই মূল্য - ১৫·০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৩৮৪।
মূল্য—৩·০০

—•—

সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ—

আশিস কুমার গুহঠাকুরতা : **গ্রন্থবিদ্যা**

২য় সংস্করণ। ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ :—২৫ টাকা

সুলভ সংস্করণ :—২০ টাকা

—•—

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে—

তোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত প্রমীল চন্দ্র বসু কৃত—**গ্রন্থকার নামা** ২য় সংস্করণ।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৬-৭ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯২

সম্পাদকীয়

ভারতের জাতীয় তথ্য ও গ্রন্থাগার নীতি

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের তথ্যের অধিকার সর্বজন স্বীকৃত। কোন দেশের অগ্রগতির অন্যতম মাপকাঠি হ'লো সে দেশের জনগণের তথ্য ব্যবহার করবার ক্ষমতা কতটা। সুতরাং কল্যাণকামী দেশের রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য অধিকার সুনিশ্চিত করা বা তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাপনা এমন ভাবে গঠন করা যার পরিণামে প্রত্যেকে নিজ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করে জীবন-যাপন সুনিশ্চিত করতে পারে। এই সম্পর্কিত যে নীতি রাষ্ট্র নায়করা স্থির করে থাকেন তাকেই জাতীয় তথ্য নীতি বলা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দেশের অগ্রগতি তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সফলতার উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। একারণেই ভারতবর্ষে জাতীয় তথ্য নীতি গ্রহণের যে দাবী উঠেছে তার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে ভারতের সংবিধান রচয়িতারা স্থির করেছিলেন যে ১৯৬০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। অর্থাৎ সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রাধান্য পাবে।

তথ্য পাবার অধিকার থাকলেই যে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা পনার সরকার গুরুত্ব আরোপ করবেন এরকম নিদর্শন সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্য কোথাও হয় বলে আমাদের জানা নেই। সব চাইতে ধনী রাষ্ট্রেও নিরক্ষর জনসাধারণের অস্তিত্ব উপযুক্ত বক্তব্য সমর্থন করে। সাধারণ প্রধান পরিচালন ব্যবস্থায় সর্বজনের তথ্য অধিকার যেমন স্বীকৃত হয়নি তেমনি পরাধীন দেশের শাসক গোষ্ঠিও নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধার্থে শিক্ষার সম্প্রসারণের দায়িত্ব তার গ্রহণে উৎসাহিত ছিলেন না। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও দেখা যায় যে ভারতে নিরক্ষর জনসাধারণের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ। তার মধ্যে গ্রামীণ জনসাধারণ, মহিলা, আদিবাসী, খেত মজুরদের ঘরে শিক্ষার আলো কদাচ অনুপ্রবেশ করে। সমগ্র ভারতবর্ষে দুই তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ী নেই; শতকরা আট ভাগ ছাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে পৌঁছবার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়। এই অবস্থার অর্থ হ'লো এই সমস্ত নাগরিকদের তথ্য পাবার ও ব্যবহার করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত রয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতির বিচার করেই জাতীয় তথ্য নীতির কাঠামো রচনা করা প্রয়োজন।

তথ্য পাবার অধিকারকে স্বীকার করার পর তথ্য সরবরাহ কারী সংস্থা সমূহ ও তৎসংক্রান্ত পরিকাঠামোর প্রশ্ন মনে আসে। নিরক্ষর জনসাধারণের দৃক-শ্রাব্য মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম কার্যকর নয়। সাক্ষর মানুষের জন্যই লিখিত-মুদ্রিত তথ্যবাহী বস্তুর প্রচলন। সুতরাং একদিকে যেমন দৃক-শ্রাব্য উপাদানের সরবরাহের ব্যবস্থা পনার প্রশ্ন আসে

অপর দিকে গ্রন্থাগার ও তৎসমতুল সংস্থার প্রশ্ন চলে আসে। এ দিকের পরিস্থিতি কি?

সারা ভারতে গ্রন্থাগারের সংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবুও আনুমানিক হাট-সত্তর হাজারের মত গ্রন্থাগারের উল্লেখ India Reference Annual এ আছে। ৭৫ কোটি জনসাধারণের মধ্যে ৩০ কোটি জনসাধারণ সাক্ষর হ'লে এই পরিমাণ গ্রন্থাগারের কতটা তথ্য সরবরাহ করার ক্ষমতা হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। দশম বার্ষিক যোজনাতেও সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেননি। আজও সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন হয় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত উদ্যোগে, তারও অধিকাংশ আবেগের তাড়নায় ফলতঃ তাদের অধিকাংশেরই আয়ু অল্প। সাংগঠনিক বিচারে সারা ভারতে পাঁচটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন হয়েছে। বাকি রাজ্যগুলির গ্রন্থাগার সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো আমলাতন্ত্রের দয়ার উপর নির্ভরশীল। রাজা-রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনও যার উপর সারা দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে তা সরকারী সংস্থা নয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি কোন দায়িত্বশীলতার দাবী নিয়ে আমাদের সামনে আসে নি। গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতির মধ্যে নিঃশুল্ক আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবীতে বা বহীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ উত্থাপন করে আসছেন তা গ্রহণ করা প্রধান আশু কর্তব্য। যদিও লক্ষ করা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ সালের NISSAT পরিকল্পনার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞানীদের মধ্যে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা দেখলে মনে হয় না ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা এমন যে তার অধিকাংশই খোলা হয় না এবং ছাত্রদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। যদি এই অবস্থা অব্যাহত থাকে তবে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ বাড়বে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ করা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাপনার দিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ১৯৭৫-৭৬ SITE পরিকল্পনার মাধ্যমে টেলিভিশনের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে তথ্য সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। রেডিও জনজীবনে তথ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাষী খেতমজুর একটু অর্থসংস্থান করতে পারলে ট্রানজিস্টর কেনে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক যোজনায় বড় সহরগুলিতে দূরদর্শন যন্ত্রের ব্যবস্থা হয়েছে—১৯৮৪ বহুতর রিলে ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে আগামী দিনে আরো হবে। টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোন, উপগ্রহ মাধ্যমে যোগা-যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ১৪৭০ কোটি টাকারও অধিক বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী ৫ বছরে মোট ষাট লক্ষ টি. ভি সেট তৈরী হবে। অর্থাৎ সমাজের শীর্ষে অবস্থিত মুষ্টিমেয় জনসাধারণের মধ্যে তথ্য সংকলনের ব্যবস্থাপনা আধুনিক হচ্ছে। কিন্তু তাতে চাষের তথ্য সরবরাহের বদলে অন্য প্রচার চলে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ করা যাচ্ছে যে ডাক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, জরুরী টেলিগ্রামও সময়মত পৌঁছায় না। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকী করণের দিকে উৎসাহ দেখা যায় না। দুই হাজার বছরের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা গেছে যে স্বৈরতন্ত্রী শাসকগোষ্ঠী কোনদিনই সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বা তথ্য সঞ্চালন পছন্দ করে না। তারা উপর থেকে চাপিয়ে দেয় একপেশে তথ্য। লক্ষ করলে দেখা যাবে রেডিও বা টেলিভিশনে সাধারণ মানুষের জীবিকার জীবনের কথা থাকে না থাকে সরকারী অনুষ্ঠানের বা শাসকদলের সর্বোচ্চ ব্যক্তির কার্যকলাপের ফলে তা পরিণত হয় শাসক দলের প্রচারযন্ত্রে। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনসাধারণের উপর শাসক দলের প্রভাব বজায় রাখা এবং প্রভাব বিস্তার করা। তাই বেতার দূর-দর্শনকে সরকারী কবল থেকে উদ্ধার করার দীর্ঘ দিনের দাবী উপেক্ষিত। কম্প্যুটারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের চেষ্টা

চলছে। জনতা সরকারের আমলে IBM Corporation. ভারত থেকে ব্যবসা গোটালেও কিন্তু কয়েক বছরে কম্পিউটারের উৎপাদন ২১৪ শতাংশ বেড়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহল সংবাদপত্রের অবস্থা ও ভূমিকা। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যতিরেকে সংবাদপত্র তথা সংবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির মালিকানা ধনিক শ্রেণীর হাতে। স্বভাবত নিজ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই তাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। বিভিন্ন সংবাদপত্রের যেটুকু সরকার বিরোধী বক্তব্য থাকে তাও বন্ধ করার চেষ্টা চলে, বিভিন্ন আইন প্রণয়ণের ও অন্যান্য মাধ্যমে। বিহার প্রেস বিল, তামিল নাড়ু প্রেস বিল, জরুরী অবস্থার কেন্দ্রীয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ঘটনা এর উদাহরণ যার অর্থ হলো তথ্য সম্পাদন ব্যবহার ক্রমশঃ কেন্দ্রীভবন হচ্ছে।

সর্বশেষে তাই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অগ্রাধিকার পাবে কোন সেকটর, বিজ্ঞান শিক্ষা, সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ না কম্পিউটারসহ ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা? গ্রন্থাগারগুলির পছন্দমত এই কেনার ব্যবস্থার অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে কি না? দেশের তথ্যবাহী সম্পদের প্রকাশনার বিষয়টি কিভাবে বিবেচিত হবে? বিদেশী বই আমদানী নীতি কিভাবে নির্ধারিত হবে? নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কিত নীতি কি হবে। আইনভিত্তিক নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, নিঃশুল্ক বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা? কিন্তু, কাগজ, ও অন্যান্য লেখন, মুদ্রণ সামগ্রীর উপর কর কাঠামো গরীব জন সাধারণের দিকে তাকিয়ে রচিত হবে কিনা? এই বিষয়গুলি অবশ্যই জাতীয় নীতি প্রণয়নের সময় বিবেচিত হওয়া উচিৎ।

গ্রন্থাগার ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের বই

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো
কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
ডি. রিয়াজনভ্ রচিত টীকা সহ

মার্কসবাদের আকর গ্রন্থের মধ্যে সারা বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত এই চিরায়ত গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য টীকা সহ প্রথম বাংলা অনুবাদ। দাম কুড়ি টাকা

সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে / ১৬·০০

হিন্দুস্তানের জনজীবন-চর্যা
ডঃ কে. এম. আশরাফ / ৩৫·০০

কমিউনিজমের নীতি
ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ / ২·০০

MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY
Karl Marx & Frederick Engels With notes by D. Ryazanov
Price Rs. 25·00

ASPECTS OF WORLD POLITICS
Ajit Roy / Rs. 20·00

EURO-COMMUNISM
An Analytical Study
Ajit Roy / Rs. 10·00

PROBLEMS OF MARXISM
Collection of Documents of C.P.S.U & I.C.P. on NATO, War & Peace

PEARL PUBLISHERS
206 Bidhan Sarani, Calcutta-700 006

ইতস্ততঃ

স্মৃতিচারণ : প্রথম পর্ব

প্রমীল চন্দ্র বসু

[ভূমিকা ও সূচনা—ছাত্র জীবন পাঠ-ত্যাগ]

কেন জানিনা পরিচিত অনেকে অনেক সময়ে আমার স্মৃতি কথা লেখার জন্যে আমাকে বলেছেন। আমি সে কথায় কখন গুরুত্ব দিই নি। খেয়াল বশে হয়তো কখন অপরিকল্পিত ভাবে কিছু লিখতে শুরু করেছি। যা লিখেছি পরক্ষণে তা আবার নষ্ট ক'রে ফেলেছি। কাজেই স্মৃতি-চারণের কাজ কিছুই এগোয় নি কোন দিন। এর কারণ একাধিক।

প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ আমার চরিত্রগত আলস্য ও লেখায় অভ্যাসে শৈথিল্য। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে এক ধরণের মানসিক উদাসীনতা। মনে হয়েছে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্মৃতিকথার কিবা মূল্য আর তা কারই বা কোন কাজে লাগবে! তৃতীয়তঃ ভেবেছি কারও কাজে না লাগলেও রচনায় সাহিত্য মূল্য কিছু থাকলে সে রচনার তবু একটা অর্থ থাকে। আমার মত একজন অসাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যের পথ মাড়াবার চেষ্টা না করাই ভাল। নিজে খুব একটা হিসেবী লোক না হ'লে এ লাভ লোকসানের এই হিসাবের ভূত ঘাড়ে চেপে মনে এ বিষয়ে কখন ইচ্ছা জাগলে ও সে ইচ্ছাকে তাড়িয়ে ছেড়েছে। এ ছাড়া নিজের ডায়েরী লেখার অভ্যাস না থাকায় সত্তর বছরের অধিক দীর্ঘ কালের ঘটনার সব স্মৃতি মিলে মিশে একাকার হ'য়ে আছে। এখন থেকে প্রায় আট বছর পূর্বে এই রচনা লেখা শুরু হয়েছিল। কোথা থেকে তা' শুরু ক'রবো আর তার ধারাবাহিকতাই বা কি ক'রে বজায় রাখবো সেও এক মস্ত সমস্যা। সাল তারিখ সব ওলোট পালট হবার সম্ভাবনা। কাজেই 'ঘুন্তোর ছাই' ব'লে ও কাজে আর অগ্রসর হইনি। সর্বোপরি সারা জীবন কারণে এবং অকারণে নানা কাজে এবং অকাজে সময়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। বহু-অভ্যাস, এদিকে নজর দেবার অবসর ও দেয়নি আমাকে কোন দিন।

বেশ কিছুকাল পূর্বে বিখ্যাত গবেষক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক পরলোকগত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রতিষ্ঠিত 'নব বারাকপুর 'সাহিত্যিকা'র এক অধিবেশন শেষে সাহিত্যিকার তখনকার সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র আমার স্মৃতি কথা লেখার এবং সাহিত্যিকা'র অধিবেশনে তা পাঠ করার জন্যে আমাকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ অনুরোধ জানান। আমার এক দুর্বল মুহূর্তে তাঁর নির্বন্ধাতিশয় আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেয় যে আমি এ বিষয়ে চেষ্টা ক'রবো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! তারপর অনেক দিন গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে তিনি তাগিদ দিয়েছেন আমি ও ভেবেছি এবার কিছু লিখতে চেষ্টা করি। কিন্তু পুরানো সেই সমস্যা কোথা থেকে শুরু করবো, সেই চিন্তা বাধা সৃষ্টি ক'রেছে।

স্মৃতি শক্তিতেও ঘুণ ধ'রেছে। গোড়া থেকে আনুপূর্বিক সকল কথা স্মরণ করে গুছিয়ে লেখা এখন আর সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। লেখনীও অবাধ্য হয়েছে। মনের সাথে তাল রেখে সে আর মসৃণভাবে চলতে চায় না। তাই প্রতিশ্রুতি পালন না করার মনঃপীড়া মনে রেখেই দিন কেটে যাচ্ছিল। এমন সময়ে একদিন অপরিচিত এক ব্যক্তির আকস্মিক এক উক্তি আমার নিষ্ক্রিয় মনে সহসা ইলেকট্রিক শকের মত কাজ করলো। এই রকমই বোধ হয় অন্য অনেকেরও হয়ে থাকে। তুচ্ছ কোন কথা বা ঘটনা কোথা থেকে যে শক্তি সংগ্রহ করে মানুষের চিন্তা এবং কার্যধারার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, কেউ তা জানে না। বেলা যে বয়ে গেল মেছুনীর এই ধরণের এক উক্তির প্রতিক্রিয়া একদিন লাগা-

মনে যে বৈরাগ্যের সৃষ্টি করেছিল সে কথা তো অনেকেই জানেন? এবং যে ঘটনার কথা বলছিলাম।

একদিন আমার বর্তমান বাসস্থান মধ্যমগ্রামের বাজারে মাছের পটিতে ঘোরাফেরা করছি আর মাছের যে আকাল দেখা দেয় তাতে তার নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে কিনা তাই ভাবছি। এমন সময়ে হঠাৎ দেখি মধ্য বয়সী এক মৎস্য বিক্রেতা একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে, আর আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন বলছে।

আমি একটু অস্বস্তি ও শঙ্কিত বোধ করলাম। তার বিরক্তি উৎপাদনের কোন কারণ আমি ঘটিয়েছি বলে স্মরণ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসাই করলাম। "কি বলছো?" উত্তরে সে বললে "বলছি, আর কদিন? আপনাদের দিয়েই ও সাইজের শেষ। এ সাইজের লোক আর হবে না।" তার বলার ভঙ্গী ও পরবর্তী ব্যাখ্যায় বুঝলাম 'সাইজ' (size) কথাটা টাইপ' (type) অর্থে ব্যবহার করেছে সে। আমরা উভয়ে পরস্পরের অপরিচিত। অন্ততঃ আমার ধারণা তাই। আমাকে দেখে হঠাৎ তার কি মনে হয়েছে, কি ভেবে এবং কি কারণে সেদিন সে ব্যক্তি ঐ কথা বলেছিল তা সেই জানে, আমার জানা নেই। তবে আমার মুখে সে যে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিল সে কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। তার কথা বিদ্যুৎ স্পর্শের মত দু'টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আমার মনে।

বয়স যখন আমার কম ছিল তখন আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট অনাত্মীয়দের অনেকেই আমাকে 'দাদা' ব'লে সম্বোধন করতেন। পরবর্তীকালে বয়ঃকনিষ্ঠ অনাত্মীয় ছেলেরা 'মেশোমশায়', 'কাকাবাবু', 'জ্যেঠু' ইত্যাদি আর এক ধাপ উঁচু পর্যায়ের আত্মীয়-সূচক সম্বোধন করেছেন। বুঝলাম, বয়স আমার বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশেষে আরও পরে, পথে ঘাটে বয়োজ্যেষ্ঠ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বয়স্ক লোকের মুখে 'দাদু' সম্বোধনে উপলব্ধি করেছি, এবার সম্বোধনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। সম্বোধনে দাদুর পর্যায়ে ওঠা মানে এ জগতের হিসাব-নিকাশের পালা শেষ করার সময় সমাগত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। উপলব্ধি ক'রলেও বিষয়টাকে আমল দিইনি বা বিশেষ খেয়ালও করিনি এতদিন। আর ক'জনই বা তা' ক'রে থাকেন আমরা অনেকেই মনে করি। জীবনটা আমাদের মৌরসী পাট্টা। কিন্তু মধ্যমগ্রাম বাজারের অপরিচিত সেই মৎস্য ব্যবসায়ীর উক্তি আমাকে সেদিন স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিল যে এ জগতের দেনা পাওনা মিটিয়ে দেবার সময় এসে গিয়েছে। এইটাই হ'ল তার উক্তিতে আমার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া। অতঃপর দেনার হিসাব করতে বসে অধ্যাপক মোহনলাল গুপ্তকে আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি তখন পর্যন্ত পালন করিনি সে স্মরণ হল। মনে হল সেই প্রতিশ্রুতি পালনে এখন অন্ততঃ উদ্যোগী হ'তে আমার আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

মৎস্য বিক্রেতার কথায় আমার মনে দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হল নিজের মধ্যে কিছু আত্ম সচেতনার সঞ্চার এবং তৎসহ মন থেকে একটা হীনমন্যতার ভাবের (inferiority complex) অপসারণ। মনে হ'ল তুচ্ছ হ'লেও আমার জীবনেরও তো একটা মূল্য আছে। অতি বৃহৎ আকারের প্রাণী ডায়নোসর (Dinosaur) এর বংশ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হবার পর তাদের নিয়ে গবেষণা চলেছে এবং এখনও চলছে কতদিকে। একথা সত্য। কিন্তু নিজেদের কোন পরিচয় না রেখে ক্ষুদ্রাকৃতি গিরগিটি অথবা টিকটিকির বংশ যদি কোনদিন লোপ পায় এ জগৎ থেকে তা হ'লে দূর ভবিষ্যতে তাদের নিয়ে কি কখন গবেষণা হবে না? ক্ষুদ্র ব'লে তারা কি অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত হবে? মনে তো হয়না। কারণ অণু পরমাণুও তো উপেক্ষিত থাকে নি গবেষকের কাছে। তাদের নিয়েও কত পরীক্ষা নিরীক্ষাই তো হয়েছে। মনে ভরসা হ'ল।

মৎস্য ব্যবসায়ী আমাকে মনুষ্য সমাজের যত নিকৃষ্ট শ্রেণী বা টাইপের অন্তর্ভুক্ত করুক না কেন, তার অনুমান যদি সত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ এই টাইপের লোক সত্যই যদি মনুষ্য সমাজ থেকে লোপ পায়। তা' হ'লে কোন কারণে ভবিষ্যতে হয় তো কোনদিন এই শ্রেণীর লোককে নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন হ'তেও পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

এই কথাটা অনেকের অপছন্দ হ'লেও আমি নিজে কিন্তু নিজেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব'লে উল্লেখ করি। দেশের বর্তমান হালচাল ও গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে এই ধারণাই ক'মে হয় যে বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিশ্চিহ্ন-হ'য়ে লুপ্ত হবার দিন বোধ হয় আর দূরে নেই। এমন একদিন আসতে পারে যখন অবলুপ্ত এই সম্প্রদায়ের লোকের চিন্তা, ভাবনা সমাজ আচার, আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনে মনে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে। তখন ঘটনাচক্রে আমার এই অভিজ্ঞিকের স্মৃতিচারণ তাঁর নজরে এলে এটা হয়তো তাঁর গবেষণার কাজে কোন প্রকার সহায়ক হ'তেও পারে। জগতে কোন বস্তুই তুচ্ছ নয়। কাজেই নিজেকে এক হীন বা তুচ্ছ মনে করার কারণ নেই। অতএব আমার স্মৃতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি পালন উদ্যোগী হওয়াই আমার আজ কর্তব্য।

কর্তব্য তো বুঝলাম কিন্তু পুরানো সমস্যা তো থেকেই গেছে। রচনা শুরু করি কোথা থেকে কি ভাবেই তা ওকে এগিয়ে নিয়ে যাই? মনে প'ড়লো বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আমার সহকর্মী শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র বালিগঞ্জে আমার প্রতিবেশী স্বর্গত নিখিলেশ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে বিভিন্ন সময়ে যারা আমাকে স্মৃতিকথা লেখার জন্যে বলেছিলেন তাঁদের অনেকে একবার বলা হইল ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা বজায়-রাখা অসুবিধাজনক মনে হলে যখন যে বিষয় বা ঘটনার কথা মনে হবে এখনই শুধু সেটাই লিখে রেখে পরে সংযোগ করা যেতে পারে ভাবলাম সেই কথাই ভাল। বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও সেই ভাবেই কিছু লেখার লেখার চেষ্টা করি। তা হ'লে একটা ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিচারণ না হলেও কিছু একটা লেখার শুরুটা তো হবে। আর তা না করলে কোন দিন শুরুই হবে না। আবার একবার শুরু ক'রলে দায়িত্বের তাড়নায় হয়তো মাঝে মাঝে কিছু কিছু লিখেও হবে। এভাবে লিখলে লেখা এলো মেলো হবে? তা' হোক, লেখার নাম ইতস্ততঃ দিলেই হবে।

আরও ভাবলাম এতে সঙ্কোচেরই বা কি আছে? মহা পুরুষদের আত্ম কাহিনী ছাড়াও কত সজীব নির্জীব তুচ্ছ প্রাণী ও বস্তুর এমন কি সমাজে ঘৃণিতা পতিতারও আত্ম-কাহিনী যদি স্থান পেয়ে থাকে আমাদের পাঠক সমাজে তা হ'লে সৎ সদ্গুণ অসৎ দুষ্কৃতে এক পাগলের ইতস্ততঃ প্রলাপ উক্তি ও হয় তো সেই ভিড়ের মধ্যে কোথাও নিজের জন্যে একটু স্থান ক'রে নিতে পারবে। এই সব বিচার সূত্র থেকে স্মৃতি কথা লেখার উদ্যোগ।

এখন লেখা কি দিয়ে শুরু করা যায় সেই চিন্তা সূত্রে মনে হ'ল অতি সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আমার যে পরিচিতি তা আমার নিজের কোন কৃতিত্বের জন্যে নয়। যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎজোড়া খ্যাতি প্রধানতঃ কর্মসূত্রে তার সাথে সংযুক্ত হবার সৌভাগ্যের জন্যেই আমার সেই পরিচিতি। তাই স্থির করলাম কেন, কবে এবং কিভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার সংযোগ হ'ল সেই কাহিনী দিয়েই না হয় শুরু করি আমার এই স্মৃতিচারণ: কিন্তু কান টানলে মাথা আসে। তাই এই সংযোগের কথা সরাসরি বলার আগে তার পূর্ব প্রসঙ্গ কিছু কিছু বলা দরকার।

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের দুষ্ট বঙ্গ-ভঙ্গকে রদ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ (বাংলা সন ১৩১৩ সালের ২৯শে ফাল্গুন) বুধবার চব্বিশ পরগণা জেলার প্রাচীন এক মিউনিসিপাল শহর টাকীতে ঐ অঞ্চলে 'ঘোষবাবুর' বাড়ী নামে সুপরিচিত আমার মাতুলালয়ে আমার জন্ম। পৈত্রিক বাস্তুভূমি টাকী মিউনিসিপালিটিরই অন্তর্গত সৈয়দপুর, চলতি কথায় সোদপুর, গ্রামে। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সর্বত্যাগী, আত্মভোলা, দেশ-প্রেমিক বিপ্লবীদের চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডের উত্তেজনাময় আবহাওয়ায় যখন সমগ্র দেশ উদ্বেলিত তখন অতিবাহিত হয়েছে আমার শৈশব ও বাল্যকাল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন নামে গণ-আন্দোলনের নিদারুণে আন্দোলিত হয়েছে আমার কৈশোর ও তরুণ সে সব যুগে ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠার জীবন্ত আদর্শের অস্তিত্ব দেখেছি আমাদের চতুর্দিকে। সেই পরিবেশে আমাদের

মনের গতি যে দিকে ধাবিত হওয়া উচিত পরবর্তী যুগে সম্ভবতঃ তার বড় রকম ব্যতিক্রম ঘটেনি, আমার নিজের মনের ক্ষেত্রে। এখনকার বিজ্ঞ ও বাস্তববাদী লোকের বিবেচনায় হয়তো আমরা ছিলাম চিন্তা বিলাসী, অবাস্তব, পাগল ও মূর্খ সম্প্রদায়ের লোক। তা হোক, আমরা যাই হইনা কেন তাঁদের ধারণার ফলে আমাদের চরিত্রের আর পরিবর্তন হবার তো উপায় নেই।

বাল্যকাল থেকে মনে করতাম দেশ যতদিন না স্বাধীন হবে ততোদিন প্রত্যেক পরিবারের অন্ততঃ একজনের জীবন দেশের মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গ করা কর্তব্য। আমরা ছিলাম চার সহোদর, তন্মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। ধরে নিয়েছিলাম আমাদের পরিবারে আমাকেই মুক্তি সংগ্রামে ব্রতী হ'তে হবে। এ সকল চিন্তা একান্ত সংগোপনে নিজের মনেই ক'রতাম। কারও সঙ্গে কোনদিন কোন আলোচনা করিনি, অথবা একথা কাকেও জানতেও দিই নি। মুক্তি সংগ্রাম ব'লতে সাধারণতঃ বিপ্লবীদের অনুসৃত পথের কথাই আমাদের মনে আসতো। তাই বিপ্লবীদের সংস্রবে আসার জন্য মন আমার সর্বদা আকুলি-বিকুলি ক'রতো।

১৯২৪ সালে টাকী গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ক'লকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হবার পর কংগ্রেসে যোগ দিলাম এবং কোন কোন বিপ্লবীর সংস্পর্শে এলাম। এঁদের মধ্যে স্বর্গীয় বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। বিপ্লবীদের অনুসৃত পথের প্রতি আমার আকর্ষণের কথা জেনে তিনি আমাকে ঐ পথে না থাকার জন্যে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, মনের আবেগে এবং আদর্শের আন্তরিক প্রেরণায় বিপ্লবের পথে গিয়ে শহীদ হবার চাইতে কোন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে, ঐ কাজের মাধ্যমে দেশ সেবা করা আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় হবে। দেশের পক্ষে সেটা প্রয়োজনও বটে। তাঁর কথায় কিছুটা বিস্মিত, ক্ষুণ্ণ ও ব্যথিত হ'লাম। ব্যথিত হ'লাম এই ভেবে যে তিনি যে মুক্তিই দিন না কেন বিপ্লবী হবার জন্যে যে সকল গুণ থাকা দরকার তিনি আমার মধ্যে নিশ্চয় তার অভাব লক্ষ্য ক'রেছেন অনেক পরে বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছিলাম দু'টা কারণে এখন বিপ্লবীদের পক্ষে আমি যাই এটা তিনি পছন্দ করেননি। প্রথম কারণ, গঠনমূলক কাজের পক্ষে আমি অধিকতর উপযোগী হব সত্যই এতই বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল। তবে কি ধরণের গঠনমূলক কাজ আমি ক'রবো সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। দ্বিতীয় কারণটি অদ্ভুত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিপ্লবীদের চরদের চক্ষুশূল যেমন সর্বত্র এমন কি বিপ্লবীদের ঘাঁটির মধ্যেও অনেক সময় প্রশ্রয়িত থাকতো, তেমনি অনেক সময় অনেক বিপ্লবী নেতার চরেরাও সেইভাবে গোয়েন্দা বিভাগে অনুপ্রবেশ ক'রতো। বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সংগঠনেও নাকি কিরকম ব্যবস্থা ছিল। তিনি নাকি ক'লকাতায় ব'সে তাঁর নিজের ঐ রকম অনুচরদের ঠাট্টা ক'রে বলতেন। (যদিও আমি নিজে কখন তাঁকেও ধরণের কথা ব'লতে শুনিনি), ওহে অমুক দেখতো আমি পুলিশের ডায়েরীতে এখন কোথায় আছি? কাশীতে না বৃন্দাবনে? হয়তো গল্প কথা। যাই হোক—আমি পরে শুনেছিলাম যে তিনি নাকি জানতে পেরেছিলেন, গোয়েন্দা পুলিশের চরদের আমার পিছনে নিযুক্ত করা হ'য়েছে বা হচ্ছে। পিছনে গোয়েন্দা লাগলে তারা জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। ছাত্রদের পড়াশুনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিকেয় ওঠে। তিনি চাননি আমার পড়াশুনার সে সময়ে ব্যাঘাত ঘটে। আমার ওই শোনা কথার মূলে কতটা সত্য ছিল জানা নেই। তবে এটা ঠিক গোয়েন্দা পুলিশের খর দৃষ্টি সে সময়ে আমার উপর পড়েছিল এবং তাদের কার্যকলাপ আমার বিশেষ বিরক্তির কারণ হ'য়ে উঠেছিল। এখনকার মত থাক সেসব কথা।

সিটি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই, এস সি পাশ ক'রে ক'লকাতাতেই বিদ্যাসাগর কলেজে বি, এ পড়ি। বি, এ, পরীক্ষার ফল বিশেষ ভাল না হ'লেও 'অর্থনীতি' বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ ক্লাসে ভর্তি হ'লাম ১৯২৯ সালে। ১৯৩০ সাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর

ছাত্র আমি। কয়েক মাস পরে এম, এ পরীক্ষা দেবার কথা। আমি মেধাবী ছাত্র না হ'তে পারি, কিন্তু এম, এ পরীক্ষা দিলে পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হব এ আত্মবিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু ভাগ্য দেবতার বিধান ছিল অন্য রকম।

ইতিমধ্যে দেশে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। লবণ আইন ভঙ্গ করে দলে দলে লোক কারাবরণ ক'রছে। আইন অমান্য ক'রে কারাবরণের জন্যে আমার ভাই প্রবল মনও অস্থির। অবশেষে কারাগারের এক দলের সাথে আমার আইন ভঙ্গ করার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু সেসময়ে এত অধিক লোক জেলে যাবার জন্য আগ্রহী যে পূর্ব অবস্থায়ও অন্যান্য দলের পরে আমাদের সে দলের পালা আসার অনেক বিলম্ব, অস্থির চিত্তে দিন কাটছে।

এদিকে ছাত্র হিসাবে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত ক'রছি। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সেসময়ে ছাত্র ও পুলিশ প্রত্যহ সংঘর্ষ চ'লছে। পূজার বন্ধের কিছুদিন পূর্বে রাস্তায় টহল রত পুলিশের উপর বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে ইষ্টক বর্ষণ করা হয়েছে এই অভিযোগে এবং অনুসন্ধানে পুলিশ একদিন আততায়ী বিচ্ছিন্নে প্রবেশ করে ছাত্রদের নির্বিচারে এলো পাথাড়িভাবে প্রহার ক'রতে লাগলো। বিহ্বল ছাত্রেরা যে যেদিকে পারছে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন ক'রছে। তাদের হয়তো সে অবস্থায় অন্য কিছু করাও ছিল না। কিন্তু এ দৃশ্য আমার কাছে অসহ্য মনে হ'ল। একটা কিছু করার জন্য মন ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু কি ক'রবো স্থির ক'রতে না পেরে ধীরে ধীরে কলেজ ষ্ট্রীটে এলাম।

কলেজ ষ্ট্রীটে পুলিশের অনেকগুলি লরি ও খোলা ট্রাক। সারি সারি দাঁড়িয়ে। পুলিশের দল এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা ক'রছে এবং বিপুল বিক্রমে ছাত্রদের রাস্তা থেকে বিতাড়িত ক'রছে। আর তারা নিজেদের খেয়াল খুশিমত যেকোন ছাত্রকে অথবা তাদের বিবেচনায় যেসব ধরণের ছাত্রদের ধ'রে ধ'রে লরি অথবা ট্রাকের মধ্যে নির্দয়ভাবে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে অর্থাৎ এইভাবে তাদের গ্রেপ্তার ক'রছে। অধিকাংশ ছাত্র ঘোড়ে পলায়ন ক'রছে। তা দেখে আমার মনে আবার আঘাত লাগলো। অথচ কি করা যায় কিছু স্থির ক'রতে পারছিনা। ধীরে ধীরে কলেজ ষ্ট্রীট পার হইয়া কলেজ স্কোয়ারের ফটকের দিকে অগ্রসর হ'লাম। আমার পরণে খদ্দর হাতে ছাত্রদের ছাত্রের নিদর্শন খাতা। জাতীয়তাবাদীরা সে যুগে সাধারণতঃ খদ্দর পরতেন। সেজন্য খদ্দর ছিল পুলিশের চক্ষুশূল। আবার উপস্থিত ছাত্রেরা তাদের প্রতিপক্ষ। আমার খদ্দরের জামাকাপড় এবং হাতে খাতা দেখেও তারা যে আমাকে কিছু ব'লছেনা তা দেখে আমি বিস্মিত। কেন যে তারা সেদিন আমাকে অব্যাহতি দিয়াছিল তা' আজও আমার বুদ্ধির অতীত।

গোল দীঘির প্রধান ফটকের সামনে বুলডগের মত মুখাবয়বের জাঁদরেল এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট একটা টুলের উপর গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট। কলেজ স্কোয়ার জনশূন্য আমার অনুমান পুলিশ তার মধ্যে কাউকে প্রবেশ করতে দিচ্ছেনা। ভিতরে প্রবেশ করলে পুলিশ আমাকে নিশ্চয় নিষেধ করবে এবং নিষেধ না মানলে আমাকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করবে অনুমান করে আমি ফটকের প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হলাম এবং ধীরে ধীরে নির্বিবাদে ফটক পার হয়ে ভিতরেও গেলাম। ফটকে উপবিষ্ট সার্জেন্ট পুরুষ বার কয়েক পিট পিট করে আমার দিকে তাকিয়ে তার কর্তব্য শেষ করলো। নিষেধ বা গ্রেপ্তার করা দূরের কথা আমাকে কিছুই বললে না। আমি কিছুটা হতাশ হলাম। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি সেখানে জনশূন্য উদ্যানে দুজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সার্জেন্ট বেটন হাতে একত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সামনে দিয়েও আমি বিনা বাধায় চলে গেলাম। তারা শুধু মুখ তুলে আমাকে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করলোওনা কিছু বললোও না। কেন এমন হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। গ্রেপ্তার না হওয়ায় আশাভঙ্গের আর একটা ব্যথা লাগলো মনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে পুলিশের তাণ্ডব আচরণ ছাত্রদের একাংশের কাপুরুষোচিত আচরণ আমার প্রতি পুলিশ তথা সার্জেন্টদের সকলের তাচ্ছিল্য এবং উপেক্ষা প্রদর্শন ও সব মিলে সেদিন আমার স্থির মনে সহসা এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলো এবং মনের মধ্যে দ্রুত এক বিবর্তন ঘটে গেল। মনে হল পুলিশের হাতে নিগ্রহের ভয়ে ভীত ও দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়মান ছাত্রেরা এবং আমি সহ অন্যান্য ছাত্রেরা সকলে কিসের জন্যে আসি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে? শুধু এম, এ ডিগ্রীর একটা ছাপ সংগ্রহের জন্যে? আর সে ছাপ সংগ্রহের লক্ষ্যই বা কি? চাকরি পাওয়া? আসলে লেখাপড়া শিখে চরিত্র ঠিকমত গড়ে উঠলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারটা তো সহজ হবার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে কি? এম, এ ডিগ্রী লোলুপ এইসব ছাত্রদের চরিত্র কি ঠিকমত গড়ে উঠছে এই শিক্ষা ব্যবস্থায়? নিশ্চয় না। তা যদি হত তাহলে আজ তাদের আচরণ হত অন্য রকম। সেই স্বদেশী যুগে বরিশালে বালক চিত্তরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করায় পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়ে এবং রক্তাপ্লুত কলেবরে ধরাশায়ী হ'য়ে চৈতন্য না হারানো পর্যন্ত ঐ ধ্বনি উচ্চারণে ক্ষান্ত হন নি। তাই বলিষ্ঠ চরিত্র ও মনোবল এইসব এম, এ পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে আজ কোথায়! মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত মূল্য ইংরেজীতে যাকে বলে 'intrinsic worth' সেইটাই তো চরিত্রের আসল বস্তু। তাকে কেন্দ্র করে তার সম্যক বিকাশের জন্যেই তো শিক্ষার ব্যবস্থার আয়োজন হওয়া দরকার। তাই কি হচ্ছে আমাদের শিক্ষা জগতে? নিশ্চয় না। তার পরিবর্তে একটা বিকৃত রুচির সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের দেশের ছাত্র সমাজে। এম, এ ছাপের একটা কৃত্রিম মূল্যের মোহের পিছনে আমরা সকলে গড্ডলিকা প্রবাহের মত ছুটে চলেছি। মনে হল কত ক্ষুদ্র এবং একক হইনা কেন আমি, মানবো না আমি এই কৃত্রিম ব্যবস্থাকে। এম, এর ছাপ না নিয়েও যার চরিত্রের যেটা যা যতটুকু আসল বস্তু বা মূল্য (intrinsic worth) তাকে অবলম্বন করেই মানুষ কি দাঁড়াতে পারেনা পৃথিবীতে? দেখবো আমি কিছু হয় কি না হয়। সেদিন মানসিক আবেগ ও প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আমার অর্বাচীন ও কল্পনাপ্রবণ মনের মধ্যে এই সব চিন্তার যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প নিলাম এবং এম, এ পড়ায় এখানেই ইতি দিলাম। এম, এ ডিগ্রী ছাড়াই জীবনে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে পারি তবেই তখন আমার এম, এ ডিগ্রী নেবার কথা চিন্তা করবো, স্থির করলাম নামবো এবার জীবন সংগ্রামে। নিজের মধ্যে নিজস্ব মূল্য যদি কিছু থাকে তা'লে যত সামান্যই হোক না কেন তাকেই সম্বল করে দেখা যাক তার শেষ পরিণতি কোথায় দাঁড়ায়!

মনে আছে সেদিন চরম মানসিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে, এই সংকল্প নিয়ে এবং দু'হাত জোড় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম কলেজ স্কোয়ার থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বৈচিত্র্যময় এক অন্ধকারের জীবন পথে। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-ব্যবহারমুখী গ্রন্থ ক্রয়

নন্দদুলাল বসাক, বিনোদবিহারী দাস

সাধারণ গ্রন্থাগারকে জনমুখী গ্রন্থ তথ্য সেবার সকল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিককে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিশেষ নজর আনতে হবে—১) গ্রন্থ সংগ্রহের সুষম বণ্টন ২) ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং ৩) গ্রন্থাদির ব্যবহার পরিমাণ ও গুণগত দুইই)। এই তিনটির আনুপাতিক সমতা বজায় রাখতে পারলেই বেশী সংখ্যক ব্যবহারকারীর অথোয় যোগানও তৃপ্তি সাধন করা সম্ভব। সুপরিগ্রহণের মাধ্যমেই সুষম গ্রন্থসম্ভার গড়ে তোলা যায়। তাই গ্রন্থাগারে পুস্তক পরিগ্রহণ নীতি ঠিক করার জন্য ব্যবহারকারীর চাহিদা (প্রকাশিত/অপ্রকাশিত) নির্ধারণের একান্ত আবশ্যক।

সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ (এক্ষেত্রে মূলতঃ বই) এমন হবে, যাতে তা পাঠককে নিয়ত আকর্ষণ করবে আর সেই সাথে পাঠকের সংখ্যা ও গ্রন্থ ব্যবহার বাড়াবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে গ্রন্থ পরিগ্রহণ পূর্ব স্তরে বিবেচ্য নীতির দিকগুলি আলোচনা করা হবে। যার ফলে হিসেবে গ্রন্থাগার পরিগ্রহণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে কেবল গ্রন্থাগারের নানাদিক এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

১ ব্যবহারকারীর চাহিদা নির্ধারণ

১১ অঞ্চল সমীক্ষা তথা ব্যবহারকারী শ্রেণী বিন্যাস

প্রত্যেকটি সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে মূলতঃ একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে বসবাসকারী বা অন্য সূত্রে আগত ব্যবহারকারীদের পরিসেবা দেবার জন্য। ব্যবহারকারীর চাহিদা জানতে হ'লে, তাঁদের জীবনযাত্রার সামাজিক, ও পেশাগত দিকের উপর সমীক্ষা করা বিশেষ দরকার। গ্রন্থাগারকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হ'লে গ্রন্থাগারিককে আঞ্চলিক জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হ'বে। আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ব্যবহারকারী) শ্রেণী বিন্যাস করলে ভাল হয়। এই অঞ্চল সমীক্ষার (Area Study) উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারিক তাঁর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাঠকদের বিষয়ানুগ চাহিদাভিত্তিক পুস্তক সংগ্রহ সহজেই গড়ে তুলতে পারেন।

১২ পরিসংখ্যানাশ্রয়ী ব্যবহার সমীক্ষা

(ক) বিষয়ানুগ কিংবা লেখকানুগ পরিসংখ্যান

প্রতি দিনের ইস্যুকৃত গ্রন্থগুলির বিষয়ানুগ পরিসংখ্যান রাখতে হবে। দিনের শেষে ঋণ বিভাগ (Lending) হ'তে ইস্যু করা বই-পত্রের charged book-card গুলি পরীক্ষা করে বিষয় ভিত্তিক পরিসংখ্যানের নিয়মিত ভাবে রাখতে হবে। এটা কিভাবে রাখতে হবে সংক্ষিপ্ত রূপে দেখানো হয়েছে। অনুরূপ বিভাগে (Reference) ইস্যুর ক্ষেত্রে, ইস্যুর সময়ই পূর্বাঙ্কিত বিষয়ভিত্তিক সারণীর উপযুক্ত কলমে তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করে যেতে হবে। যেসব সাধারণ গ্রন্থাগারের উপস্থাপনও ঐ ধরণের হাল্কা বিনোদনমূলক বইই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে লেখক কিংবা প্রকৃতি (যথা. উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ভ্রমণ,...ইত্যাদি) অনুযায়ী পরিসংখ্যান রাখা দরকার। প্রত্যেক দিনের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান হতে মাসিক বা বাৎসরিক cumulation করে কোন্ কোন্ বিষয়ের কিংবা বিভাগের উপর সারকুলেশন চাপ বা ব্যবহার প্রবণতা কতটা তা নির্ধারণ করা সম্ভব।

(খ) নমুনা সমীক্ষা

যেসব সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে উপরিউক্ত পরিসংখ্যানাদি রাখা হয় না এবং কোন কারণে এপর্যন্ত রাখা সম্ভব হয়নি, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের কিংবা প্রকারের এবং লেখকদের বই-এর উপর নমুনা সমীক্ষা করে ব্যবহার সংক্রান্ত

তাৎক্ষণিক পরিসংখ্যান তৈরী করা যেতে পারে। এজন্য সমীক্ষাকালীন সময় হতে একটু নির্দিষ্ট সময় পাঁচা পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে তথ্যাদি নিতে হবে।

১৩ ব্যবহারকারীর অতৃপ্তি যাচাই

পাঠকের কোন কোন বিভাগীয় চাহিদাগুলি বর্তমানে সংগ্রহের মাধ্যমে আশানুরূপভাবে মেটানো সম্ভব হচ্ছে না তাতে নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

ক) প্রস্তাব লিপি (Suggestion slip): পাঠকেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ইপ্সিত গ্রন্থাদি গ্রন্থাগারে পেতে অসমর্থ হলে Suggestion Box-এ ঐ গ্রন্থগুলি কিনবার জন্য অনুরোধ লিখে জমা দেন। নিয়মিতভাবে suggestion box-এ জমা পড়া এই অনুরোধগুলিকে প্রয়োজনানুসারে বিশ্লেষণ করে নিতে হবে।

(খ) সংরক্ষণ লিপি (Reservation slip): গ্রন্থাগারের সংগ্রহে থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ বই বার বার চেয়ে না পেলে পাঠকেরা ঐটির জন্য Reservation slip দিয়ে সংরক্ষণের অনুরোধ জানিয়ে রাখেন। এ ব্যবস্থায় বইটির বর্তমান পাঠক, সেটি ফেরত দিলেই পরবর্তী ইস্যুর ক্ষেত্রে এই ধরণের অপেক্ষারীন পাঠকেরা অগ্রাধিকার পান। এই স্লিপগুলি থেকে কোনো বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের চাহিদা নির্ধারণ করা যায়—পরবর্তী ধাপে সেগুলির অতিরিক্ত কপি কেনার কথাও এ পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৪ ঈপ্সিত চাহিদা

গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের সামাজিক, বৃত্তিগত, ও বিশেষ পছন্দের বিষয়সমূহ এবং তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিংবা বিশিষ্টভাবে আলোচিত বিষয়সমূহ নিয়ত জানার চেষ্টায় থাকতে হবে। এ ধরণের সমীক্ষার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ভবিষ্যতের চাহিদা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটি পরিগ্রহণের কাজে বিশেষ স্থান অধিকার করে।

২ গ্রন্থ পরিগ্রহণ তথা গ্রন্থ-সংখ্যা বৃদ্ধি ?

সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে গ্রন্থ ব্যবহারকারীর সংখ্যা তথা ব্যবহার বাড়াতে হলে গ্রন্থ ক্রয় করার সময় নিম্নলিখিত দু'টি বিষয় বিবেচনা করতে হ'বে,—

ক) কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেয়া এবং

খ) কোন্ বই কিংবা কোন্ বিষয়ের বই অতিরিক্ত কপি কেনার প্রয়োজন আছে তা' বোঝা।

পূর্বের বর্ণিত চাহিদা নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি হতে পাওয়া তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি নিতে হ'বে। সুপরিগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 'ইউসিট' গ্রন্থ যেন ব্যবহারকারীর পাঠাভ্যাসের সহায়ক হয়।

২১ বিষয়ভিত্তিক পরিগ্রহণ :

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বিষয়ভিত্তিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য গ্রন্থাগারের নিম্নলিখিত নথিগুলি হ'তে প্রাপ্তব্য তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে কোন বিষয়ের উপর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে বা ঐ বিষয়ে কিরকম সংগ্রহ গড়ে তোলা হবে তা ঠিক করা যেতে পারে।

ক) বিষয়ানুগ পরিসংখ্যান (সংগ্রহের এবং পরিগ্রহণের)

খ) প্রস্তাব লিপি (Suggestion Slip) : এগুলিকে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কোন কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

গ) অকল সমীক্ষা / ব্যবহারকারীর পেশাগত কিংবা বিষয়ানুগ শ্রেণী বিন্যাস।

ঘ) ঈপ্সিত চাহিদা : ক); খ) এবং গ)-এর ফলগুলি পর্যালোচনা করার পর জানা সম্ভব।

২২ অতিরিক্ত কপি পরিগ্রহণ

গ্রন্থাগারের ইতিমধ্যে সংগৃহীত কোন বিশেষ একটি গ্রন্থের অতিরিক্ত কপি পরিগ্রহণ কালে নিম্নলিখিত নথিভিত্তিক পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। বইটির অতিরিক্ত কপি কেনার কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে অথবা/এবং কতগুলি কপি কেনা দরকার তা এই পরিসংখ্যানগত তথ্যই নির্দেশ করবে।

সারণি—১

সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ব্যবহার-সমীক্ষা : একটি নমুনা পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারের নাম—

তারিখ—

প্রতিদিনের গড় পাঠক সংখ্যা—

কোন বছর হতে গ্রন্থাগারটি সরকারী অনুদান পাচ্ছে—

পাঠক শিল্প গ্রন্থপঞ্জী সংখ্যা—

দান দান কাল—

গ্রন্থাগার কর্তৃক পরিসেবিত ভৌগলিক এলাকা—

ব্যবহার তথ্যাদি

ব্যবহৃত গ্রন্থটি	ব ছ র		বিষয়-ভিত্তিক গ্রন্থ ব্যবহার হিসাব (ডিউই শ্রেণী অনুযায়ী)										বিনোদন মূলক বই	শিশু বিভাগ	মোট
			০০০	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০			
		ইস্যুকৃত ফেরত													
		ইস্যুকৃত ফেরত													

অন্যান্য তথ্যাদি

বছর		
ব্যবহারকারীর সংখ্যা *	নতুন সদস্য	
	মোট	
মূল সংগ্রহে সংযোজিত নতুন গ্রন্থের সংখ্যা		
গ্রন্থাগারের মোট সংগ্রহ		
মন্তব্যাদি/বাজেট কিংবা গ্রন্থ-ক্রয় বাবদ খরচ করা অর্থ (টাকায়)		

* শিশু/কিশোর (বিভাগ যদি থাকে) সহ।

ক) সংরক্ষণ লিপি

এ'গুলিকে গ্রন্থের শিরোনাম অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে ঐ বিশেষ গ্রন্থের জন্য কতজন আগ্রহী পাঠক বর্তমানে অপেক্ষমান রয়েছেন তা' জানা যাবে। অন্যদিকে ঐ একই গ্রন্থের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপিটির / কপিগুলির তাৎক্ষণিক ব্যবহার পরিসংখ্যান নিতে হবে। এই দু'টি দিক তুলনামূলক বিচার করে গ্রন্থটির অতিরিক্ত কপি কেনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নে'য়া উচিত।

খ) Unsatisfied requistion slip—

এ'গুলিকে গ্রন্থের শিরোনাম অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে কোন বিশেষ গ্রন্থের চাহিদা পরিমাপ করা যাবে। এই তথ্যও অতিরিক্ত কপি কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

গ) পর্যবেক্ষণাধীন গ্রন্থগুলির ব্যবহার পরিসংখ্যান পৃথকভাবে নিতে হবে। সাধারণ পরিসংখ্যান হতে পাওয়া গ্রন্থ পিছু গড় ব্যবহারের সাথে ঐ বিশেষ গ্রন্থগুলির ব্যবহার পরিসংখ্যান তুলনা করে অতিরিক্ত কপি কেনার সিদ্ধান্ত নে'য়া উচিত।

মন্তব্যাদি :

ক) ব্যবহার পরিসংখ্যান অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় বই (Dead books)-গুলিকে (১% ব্যবহৃত) মূল সংগ্রহ হতে বিচ্ছিন্ন করার আগে ঐগুলির ব্যবহার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রচার চালানো উচিত।

খ) অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত কপি কেনা থেকে বিরত থাকা উচিত অন্যথায় ব্যবহারকারীর নিকট ক্রয় ক্ষমতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে।

গ) অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশী কপি রাখা হ'লে, চুরির সম্ভাবনা বাড়ে।

ঘ) পাঠকের সংখ্যা বাড়াতে হ'লে স্থানীয় কম্যুনিটি সেন্টার, ক্লাব এবং বাজার অঞ্চলে বহিঃপ্রচার চালাতে হবে। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার সংলগ্ন অডিটোরিয়াম বা আলাদা জায়গায় অন্যান্য সংস্থার সাথে যুক্ত উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জনপ্রিয় বক্তৃতা, বিজ্ঞান / সংস্কৃতি / কৃষিভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শন / আলোচনা চক্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করলে ব্যবহারকারীর সংখ্যা তথা গ্রন্থাগার ব্যবহার বাড়তে পারে।

১নং চিত্র ঃ প্রাক-পরিগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

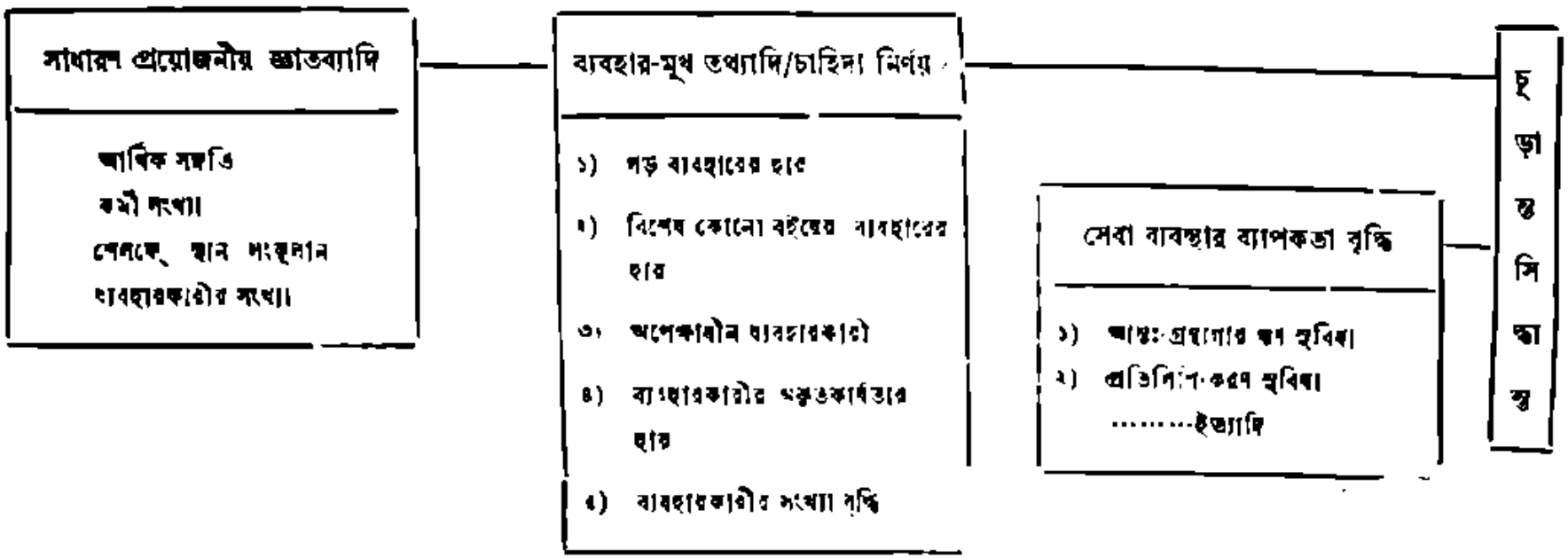

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন

প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণারত অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দান করে থাকেন। কারণ এ ধরণের গবেষণা কখনও কখনও সমগ্র মানবজাতির চিন্তাধারা বা কর্মধারায় পরিবর্তন আনে কিংবা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু গবেষণার বিষয়বস্তু বিশেষ জ্ঞান সম্বলিত হওয়ায় এসব গবেষণার ফলাফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সমস্যা অনেক। যাঁরা সেই বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁরা ছাড়া অন্যেরা সাধারণতঃ এই সব পুস্তক সংগ্রহে আগ্রহী হন না। ফলে এই সব বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়ে। গবেষণার বিষয় বস্তু যতই উচ্চপর্যায়ের হবে ততই সংশ্লিষ্ট বইয়ের ক্রেতার সংখ্যাও কমতে থাকবে। আর পুস্তক প্রকাশজনিত আর্থিক বিনিয়োগও বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করবে না।

এই সমস্ত কারণে সামান্য কয়েকটি অগ্রণী প্রকাশন সংস্থা গবেষণা সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশে আর্থিক বিনিয়োগের ঝুঁকি নিলেও সাধারণভাবে বেশির ভাগ প্রকাশন সংস্থাই অপারগ। তবে এতে মোটেই উৎসাহী নন। অথচ এই সমস্ত গবেষণার ফলাফল পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর্থিক অসামর্থ্য প্রকাশন বিভাগ স্থাপনের অন্তরায় হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোন ব্যবসায়ী প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে গবেষণা সংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রকাশ করে থাকেন। অন্যান্য যে সমস্ত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায় সেগুলি হোল ঃ

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান তথা গবেষণার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশন বিভাগের অস্তিত্বকে শিক্ষাগত প্রতিপত্তির প্রতীক হিসাবে গণ্য করা এবং

(গ) উচ্চতরমানের গবেষণা সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিষজনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির প্রসার প্রভৃতি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের ক্রমবিকাশ :

১৫৮৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় এক পুস্তক বিক্রেতাকে একশ পাউণ্ড ধার দেয় একটা ছাপাখানা স্থাপনের জন্য। সেই থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত প্রকাশন ব্যবস্থার আবির্ভাব। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন প্রথমদিকে অবশ্য বাইবেল আনুষঙ্গিক উপকরণ ছাড়া ধর্মগ্রন্থ, ব্যাকরণ ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের একচেটিয়া প্রকাশের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ আজ বিশ্বব্যাপী এদের প্রকাশিত পুস্তকের সমাদর। এরা বছরে প্রায় দেড় হাজার নতুন বই ছাপে। ইংলণ্ডে কেমব্রিজ ছাড়া আর কোন প্রকাশন সংস্থা বছরে এত বই ছাপে না। অক্সফোর্ডের পরে এসেছে কেমব্রিজ, এবং আরো অনেক পরে এসেছে লিভারপুল, মাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন, এডিনবরা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন সমূহ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনবিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের আবির্ভাব হয়। এরপরে এসেছে জন হপকিন্স, শিকাগো, কলম্বিয়া, ক্যালিফরনিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনসমূহ।

ভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন প্রাচীনতম।

পরবর্তীকালে এসেছে বরোদা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বে প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনসমূহ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের অগ্রগতি :

সাংগঠনিক সমস্যা ও আর্থিক সঙ্কটের আতিশয্য ব্যবসায়ী প্রকাশন সংস্থাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারেনি। অধুনাকালে শুধু ইউরোপের দেশগুলিতেই নয়—এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের কাজ ব্যাপকভাবে এগিয়ে চলেছে। ফলে এই ধরণের সংস্থাই শুধু বাড়েনি, বেড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণা সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশের প্রাচুর্য। ১৯৭৮ সালের এক সমীক্ষায় প্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের প্রতি ছয়খানির মধ্যে একখানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের ছাপযুক্ত। আবার উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রকাশিত বইয়ের সত্তরভাগ পনের ভাগই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের ছাপযুক্ত। এর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের অগ্রগতির একটা পরিমাপ করা যায়।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন সমূহের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। লেখক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা চেয়ে অনুরোধ জানালে মোট আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ তাতে সাড়া দিয়ে তালিকা পাঠান। প্রবন্ধ সংলগ্ন সারণিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া পুস্তকতালিকার প্রকাশকাল অনুযায়ী বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে নিম্নশ্রেণিত বইয়ের সংখ্যা, মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ও প্রকাশিত বইয়ের ভাষা প্রভৃতি তথ্য দেওয়া হোল। এই সারণি থেকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের ধারার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে।

কোলকাতার মত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকার প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ রচিত চিরায়ত সাহিত্য সহ বাংলা সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার হাতে থাকা সত্ত্বেও এদের প্রকাশন কোন বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে নি। অধিকাংশ বই নিম্নশ্রেণিত চিহ্নিত; এই তালিকাকে নিম্নশ্রেণিত বইয়ের তালিকা বলাই ভালো। নাতিদীর্ঘ এই তালিকায় না আছে বিষয় বৈচিত্র্যে পাঠকের রুচি মেটাবার আয়োজন, না আছে অগ্রণণ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন হিসাবে স্বভূমিকা পালনের কোন প্রয়াস। বছর বছর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিদগ্ধজনের বক্তৃতা বা গৃহীত গবেষণাপত্র প্রভৃতির নিয়মিত প্রকাশও এই প্রকাশনকে স্বস্থানে রাখতে পারতো। তাছাড়া প্রকাশন তালিকায় নিম্নশ্রেণিত চিহ্নিত বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পুস্তকের পুনঃ প্রকাশের কোন পরিকল্পনা বা চিন্তা আছে বলেও মনে হয় না। যেমন 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' নামক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বইটি। উদাহরণ অনেক তবে তাতে নিবন্ধের দৈর্ঘ্য বাড়বে মাত্র।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ অবশ্য 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ' 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থাবলী' ইত্যাদি বহুমুখী উদ্যোগের মাধ্যমে যুগশিক্ষার সঙ্গে সাধারণ জনের যোগসাধনের কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

বিপণন :

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বপ্রকাশিত পুস্তক সমূহের বিপণন বা উন্নয়নের দায়িত্ব নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বা ব্যবসায়ী প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে নিয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গবেষণা ও বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানগর্ভিত পুস্তক সম্ভারের সীমিত সংখ্যক ক্রেতা বা সংগ্রাহক দায়ী পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। ফলে এই ধরনের পুস্তক সমূহের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচার; বন্টন, উন্নয়ন, প্রেরণ প্রভৃতির সামগ্রিক সুবিন্যস্ত প্রবল প্রচেষ্টা যেমন দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ তেমন ব্যয়সাধ্য। তাই এতে ব্যবসায়িক সাফল্য আশা করা যায় না। উল্টে ভরতুকির ব্যবস্থা করতে হয়।

এ জন্য তারা বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য পুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশের দ্বারা কিছুটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। আবার কিছু কিছু বইয়ের অতিরিক্ত চাহিদা কম চাহিদার পুস্তকের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। এই সব কারণে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের অস্তিত্ব নির্ভর করে মূলতঃ কঠোর আর্থিক শৃঙ্খলা সম্বলিত দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার ওপর।

অন্যান্য দেশে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিস্থিতির প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন সমূহের নিজস্ব সংগঠন। যার কাজ বইগুলির প্রকাশোত্তর বন্টন, উন্নয়ন, প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করা। ভারতে এ ধরণের সংগঠনের প্রয়োজন খুবই অনুভূত হয়।

উপসংহার :

শিক্ষা সংস্কৃতি বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা। অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের এই বিষয়ে অগ্রগতি নগন্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিকপালদের রচনাসম্ভার তাঁদের জীবিতকালেও ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেনি। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ Dr H. R. Gupta সম্পাদিত Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar বইটি প্রকাশ করলেও আজ পর্যন্ত স্যার যদুনাথ সরকারের গ্রন্থরাজি পুনর্মুদ্রণের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত অধ্যাপকদের গবেষণার ফসল একদিকে যেমন অর্থাভাবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন প্রকাশে অসমর্থ তেমন অলাভজনক ভেবে ব্যবসায়ী প্রকাশন সংস্থা সমূহ এগুলি প্রকাশে আগ্রহী নয়।

সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির উদার পুস্তক ক্রয়নীতির সহযোগিতা পেলে প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন অথবা ব্যবসায়ী প্রকাশন সংস্থাসমূহ আগ্রহান্বিত হতে পারে। এছাড়া ইউ. জি. সি এ ব্যাপারে উদারভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে গবেষণালব্ধ বিষয় ভিত্তিক পুস্তক প্রকাশে অনুপ্রাণিত করতে পারে। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন অগ্রণী ভূমিকা নেবার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গলগ্রহ হয়েই থাকবে মাত্র।

নির্দেশিকা :

1. The publishing of scholarly monographs, P. H. Mann. Journal of Documentation, March 1980.
2. Oxford's Golden Eggs : Editorial, the Times London 7. 5. 70
3. The University presses in the service of scholarship. Maurice english. Unesco courier. July 1972

সামনী পরের পৃষ্ঠায়

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

মুর্শিদাবাদ জেলা গৃহ নির্মাণ তহবিল সংগ্রহ

কণা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০০ টাকা, নকুলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অতুল দাস ৫০০ টাকা দান করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থাগারিক ৩০টাকা, গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের ২০ টাকা এবং পরিষদের জেলার সকল সদস্যদের ২০ টাকা এবং জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে ১০০টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সেই মত রসিদ ও ফুলন পাঠানো হয়েছে। এবিষয়টি সুষ্ঠু-সম্পন্ন করার জন্য সবলের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে, আগামী ২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে পরিষদের নতুন গৃহে কার্যালয় উদ্বোধন করা যাবে আশাকরা যায়।

সারণী

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	তালিকায় প্রকাশকাল	প্রকাশকাল অনুযায়ী প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা								প্রকাশকালের উল্লেখহীন বইয়ের সংখ্যা	নিম্নলিখিত বইয়ের সংখ্যা	মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা (জার্নাল বাদে পাঠ্যপুস্তক সহ)	প্রকাশিত বইয়ের ভাষা
		১৯১৯ সাল পর্যন্ত	১৯২০-২৯	১৯৩০-৩৯	১৯৪০-৪৯	১৯৫০-৫৯	১৯৬০-৬৯	১৯৭০-৭৯	৮০				
কলিকাতা	১৯৮১	৪৮	১৪৬	১৬৬	১২৭	৮৪	১০৯	৭৮	৩	৪৩	৩৬৩	৮৫৪	ইং, বাং, সং
যাদবপুর*	১৯৭২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৪৬	ইং, বাং, সং
বিশ্বভারতী**	১৯৭৪	—	২৮	৪৯	১৪১	১১৬	৬৩	১৬	—	—	—	৪২৭	ইং, বাং
গৌহাটি	১৯৮১	—	—	—	—	১	২২	১৪	—	১৬	—	৫৩	ইং, অ
বম্বে	১৯৭২	—	—	৪	১০	২৩	৭৮	৯	—	৯	১৯	১৩৩	ইং, সং, মা
পুণা	১৯৮১	—	—	—	—	—	৬৩	৫৩	২	১১৭	১৬	২৪১	ইং, সং, মা
বরোদা	১৯৭৮	১	—	—	২	৩	৬৭	১০৪	—	২৭১	—	৪৪৮	ইং, সং, মা, হি
নাগপুর	১৯৭৩	—	—	৩	৭	৪৬	২৯	৩৬	—	৭	৪৫	১২৮	ইং, হি, মা
গুজরাট*	১৯৮১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৩৫৪	ইং, গু
দিল্লি	১৯৮১	—	১	৪	৩	৮	১৭	১৭	—	৪	—	৫৪	ইং, হি, উ
ইন্দোর	১৯৭৯	—	—	—	—	—	—	৪	—	—	—	৪	ইং
পাঞ্জাব	১৯৭৯*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৬৪	ইং, হি, পা
কুরুক্ষেত্র	১৯৭৯	—	—	—	—	—	৯	১৫	—	২	—	২৬	ইং, হি
আলিগড়	১৯৭৩	—	—	—	২	৩২	৭১	১৭	—	৬৯	—	১৯১	ইং হি উ পা আ
কর্ণাটক	১৯৭৭	—	—	—	—	৬	৪০	৫৫	—	২১	—	১২২	ইং, সং
অন্ধ্র	১৯৭৮	—	—	—	১১	২৯	২৪	৬২	—	১	৭	১২৭	ইং, সং, হি, তে
মণিপুর	১৯৮০*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৮০	ইং
মাদ্রাজ	১৯৭২	—	৯	১৭	১৬	৭৪	১২৩	৪৭	—	—	২৭	২৯০	ইং, তা, তে, ক, মাল, হি, উ, সং

* তালিকায় প্রকাশকালের উল্লেখ নেই ** বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ পঞ্চাশৎ পরিক্রমা ১৯৭৪

অ—অসম, আ—আরবি, ইং—ইংরাজি, উ—উর্দু, কা—কানাড়া, গু—গুজরাট, তা—তামিল, তে—তেলেগু, প—পঞ্জাবী, পা—পারসিয়ান, বাং—বাংলা, মা—মারাঠি, মাল—মালয়ালাম সং—সংস্কৃত, হি—হিন্দি,

পরিষদ কথা

সংকলক : অনুপকুমার সরকার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ১১তম জেলা সম্মেলন :

গত ৭-৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ তে রঘুনাথ গঞ্জ, রবীন্দ্র জেলার ১১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সভাপতি অম্বিকা আবেদিনের সভাপতিত্বে প্রকাশ্য অধিবেশনের সূচনা হয়। অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রীপ্রবীর দে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিমাই সেনগুপ্ত এবং জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীঅধীর রঞ্জন ঘোষ। সম্মেলনে 'পরিষেবায় গ্রন্থাগার' এই বিষয়ের উপর আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলা শাখার গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অর্থ সংগৃহীত হয় এবং পরিষদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা কনভেনশন :

গত ৯ই অক্টোবর, ১৯৮৫ (বুধবার) বেলা ২টায় বহরমপুর শহরে গ্রাণ্ট হলে 'বন্ধ' মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার খোলার দাবীতে পরিষদের জেলা গ্রন্থাগার খোলার দাবীতে পরিষদের জেলা শাখার তাকে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে জেলার বিভিন্ন গ্রামের গ্রন্থাগার সমূহের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধি ছিলেন। কনভেনশন পরিচালনা করেন সভানেত্রী কণা বন্দ্যোপাধ্যায়। কনভেনশনে জেলা গ্রন্থাগার সহ জেলার উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হল, (১) বহরমপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে যে কোন সুপরিসর গৃহে জেলা গ্রন্থাগারটি অবিলম্বে স্থানান্তরিত করে গ্রন্থাগারের কাজ যথাযথভাবে শুরু করতে হবে, (২) সরকার প্রতিশ্রুত জমির উপর স্থায়ী জেলা গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে, (৩) সৈদাবাদ অঞ্চলে বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার ভবনটিতে একটি সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে; (৪) অবিলম্বে জেলার সমস্ত উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সংকলক : অনুপকুমার সরকার

বান্ধব লাইব্রেরী (টাউন লাইব্রেরী) জয়নগর, ২৪ পরগণা।

গত ২৩ শে জুন, ১৯৮৫ তে পাঠাগার ভবনে গ্রন্থাগারের ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের পরিচালন সমিতির সভাপতি —

গত ২৯ শে জুন, ১৯৮৫ তে পাঠাগারের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া :

গত ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৫ তে গ্রন্থাগারে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান পালিত হয়। ঐ দিন অপরাহ্নে গ্রন্থাগারের ৬ষ্ঠ বর্ষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিক জগতের স্থানীয় কৃতিদের সংবর্ধিত ও পুরস্কৃত করা হয়।

সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া।

গত ৪ঠা থেকে ৭ই এপ্রিল, ৮৫ গ্রন্থাগারের রজত জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন প: ব: সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকার। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন প: ব: সরকারের গ্রাণ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিরুপমা-চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক শ্রীবারীন্দ্র নাথ কোলে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপ্রবীর দে, এবং পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, যাত্রা, বিচিত্রানুষ্ঠান প্রভৃতি।

ভারতীয় দৃষ্টিতে কার্লমার্কস্

পুস্তক সমালোচনা।

Karl Marx : Through Indian Eyes, Compiled by Arati Datta and Phani Bhusan Roy, 1984, Association For The Studies in Society and Social Change, 8 B. Madhusudan Gupta Lane, Calcutta—700012. 21.5cm. pp. 6 + 40, Rs. 5.00.

সমালোচ্য গ্রন্থটি ইংরাজীসহ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত এবং ভারতে প্রকাশিত কার্ল মার্কস্ রচিত এবং তাঁর সম্পর্কে লিখিত অন্যান্য পুস্তকের একটি গ্রন্থপঞ্জী।

সঙ্কলকদ্বয়ের নামের পাশে দেওয়া পরিচয়লিপি থেকে জানা গেল, তাঁরা কর্ম সূত্রে বা অধ্যয়ন সূত্রে যথাক্রমে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমেই বলে দেওয়া ভাল যে, কলকাতার কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীকণিভূষণ রায় এবং বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম সঙ্কলক একই ব্যক্তি নন। তবে অনুমান করা কঠিন নয় যে সঙ্কলকদ্বয় গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষণ প্রাপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের ব্যাপারটি আমাদের দেশে এ যাবৎকাল মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যেই নীমাবদ্ধ ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পুলিন বিহারী সেন এঁদের অন্যতম। সদ্য প্রয়াত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ছিলেন কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর গ্রন্থাগারিকের পরিচয়কে আড়াল করেছিল। গ্রন্থাগারিকেরা গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে উৎসাহী হলে একটা কাজের কাজ হবে। পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এবং বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে অবশ্য প্রায় একটা দেখা যায় না আবার গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের সর্বাধুনিক কলা কৌশল এবং বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাসরীতি গ্রন্থাগারিকদের পাঠক্রমে থাকায় ঐ বিদ্যা প্রয়োগের ফলে তাঁরা সফল হতে পারবেন তবে বিষয় জ্ঞানের জন্য তাঁদের হয়তো বিষয়ভিত্তিক পণ্ডিতদের ওপর নির্ভর করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন কাজটি অবশ্য সহজ-সাধ্য নয়। এজন্য বিশেষ জ্ঞান, ধৈর্য, অভিজ্ঞতা, যত্ন, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। প্রতি পদে সতর্ক না হলে এতে যেমন ভুল করবার সম্ভাবনা থাকে আবার প্রচুর পরিশ্রম করেও ইপ্সিত বস্তু লাভ করা যায় না।

বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে গ্রন্থপঞ্জীকারদের গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বিষয় অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায় ইয়োরোপে ও আমেরিকায়। গবেষকদের প্রাথমিক কাজে তাঁরা অনেক সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে তরুণ গ্রন্থপঞ্জীকারদের পক্ষে এই বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করা দূরের কথা টিকে থাকাই কঠিন হয়ে থাকে যদি না তাঁরা প্রতিষ্ঠিত পঞ্জীকার, পণ্ডিত এবং ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে যথোচিত সাহায্য এবং উৎসাহ না পান।

সর্বোপরি সহানুভূতিশীল প্রকাশকের আনুকূল্য ব্যতীত এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করাও কঠিন। সুখের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলকদের কোন ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হতে হয়নি। অন্ততঃ পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উৎসাহ এবং প্রকাশকের আনুকূল্য তাঁরা লাভ করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসরোজকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভূমিকা থেকে এই গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের উদ্দেশ্য, কিভাবে এটি করা হয়েছে এবং এজন্য সঙ্কলকদ্বয়

কোন্ কোন্ সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করেছেন তা জানা গেল। গ্রন্থপঞ্জীটি যে পূর্ণাঙ্গ নয় এবং এটি যে ব্যাপক ভাবে সম্বলিত হয়নি তা এই ভূমিকাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য আহরণ সূত্রগুলির এবং তথ্য সংযোজনের সীমাবদ্ধতাই এর কারণ। এই গ্রন্থপঞ্জীতে ক্ষুদ্র পুস্তিকা, প্রচার পত্রিকা, নানাবিধ তাৎক্ষণিক রচনা ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্তর্ভুক্ত না করে শুধু ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বইগুলিই নেওয়া হয়েছে। এতে আবার তথ্য আহরণের প্রধান সূত্র ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী। সকলেই জানেন, ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া প্রকাশিত বইয়ের একটা বিরাট অংশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে নথিভুক্ত হয় না। অবশ্য এই সব ত্রুটি দূর করার জন্য সম্প্রতিকালে বিভিন্ন প্রকাশকের তালিকা, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং কলকাতার অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা অনুসন্ধান করে দেখেছেন।

একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী কিন্তু কেবলমাত্র পুস্তকের তালিকা নয়। এই গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভারতের মার্কস ও মার্কস্‌বাদ চর্চার ইতিহাস অধ্যয়নে এই গ্রন্থপঞ্জী সহায়ক হবে, তা অনেকখানিই ব্যর্থ হবে যদি না উপযুক্ত টীকা টিপ্পনী দিয়ে নথিগুলিকে সমৃদ্ধ করা হয় এবং এগুলির পরম্পরা রক্ষিত হয়। ভারতে মার্কস ও মার্কস্‌বাদ চর্চা বিগত অর্ধ শতাব্দীরও অধিকতর ব্যাপী চলে আসছে। মার্কসবাদ যে বিজ্ঞানসম্মত একথা আজ আর অস্বীকার করা যায় না। দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভিন্ন ধরনের যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে যুক্তিবাদ কখনও অ্যাক্সিওম বা বীজগাণিতিক সূত্র, কখনও তর্কশাস্ত্র বা দর্শনের সূত্রের উপর নির্ভরশীল। মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিও বস্তুর বাস্তবধর্মী রূপের উপলব্ধি থেকে গড়ে উঠেছে। সমাজ-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানের প্রয়োগ করেছিলেন যা এখন মার্কসবাদ নামে পরিচিত। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ বা ডায়ালেকটিক্স্-এ বস্তু তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী গুণের, যথা, থিসিস ও এ্যান্টিথিসিসের সংঘাতে সিনথিসিসের সূচনা করে বলা হয়েছে। পরবর্তী কালের দার্শনিকরা বস্তুর বাস্তবধর্মী রূপের কথা হয়তো চিন্তা করেছিলেন এবং মানুষ যে তার পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট তাও উপলব্ধি করে-ছিলেন। কিন্তু এই পরিবেশের যে পরিবর্তন করা সম্ভব এটা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন কার্ল মার্কস্। ভাববাদী দার্শনিকরা অবশ্য বারবার মার্কসীয় বস্তুবাদের তত্ত্ব যে ভুল এটা বিভিন্ন সময়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মার্কসের পুঁজিবাদের তত্ত্ব, শ্রেণীসংগ্রাম, প্রলেতারীয় এক-নায়কতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের তত্ত্ব সবই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কোন সময়েই মার্কসবাদকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। মার্কসবাদের জন্মকাল থেকেই এর দর্শন নিয়ে বিতর্ক; কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পরবর্তী কালের দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক চিন্তাধারাই মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়া মার্কসবাদ শুধু তত্ত্বমূলকই নয় বাস্তবেও যে এর প্রয়োগ সম্ভব এর উদাহরণ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেশে দেশে মানুষ যারা মানুষের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাই আজ মার্কসবাদী সংগ্রামী বিপ্লবীদের হাতিয়ার। মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহ তাই বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান।

ভারতীয় দৃষ্টিতেও কাল মার্কস ও মার্কসবাদকে দেখা হয়েছে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেই। মার্কসবাদ থেকে এদেশের মানুষ প্রেরণা পেয়ে-ছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে, নানারকম শোষণ, উৎপীড়ন, অন্যায়, অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সং-গ্রামে। মার্কসবাদকে আশ্রয় করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত মার্কস বিষয়ক সাহিত্যের প্রকৃতি, বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে ভারতে মার্কসবাদ চর্চার ইতিহাস বোঝার পক্ষে যে খুবই সহায়ক হত তা বলা বাহুল্য। তাছাড়া মার্কসবাদকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যত বিতর্ক ও আলোচনার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলের পত্র-পত্রিকায়ও সে সম্পর্কে ইতস্তত কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। দু'একটি

গ্রন্থপঞ্জীও প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ও গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলকদ্বয় অবহিত কিনা তা জানা গেল না। কেননা গ্রন্থপঞ্জীটির ভূমিকায় এটিকে এই বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দাবী কতটা যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত বইগুলি নিয়ে ইতিপূর্বে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী যে ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থপঞ্জী রচনা করেছেন সেটা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অবশ্য প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বইগুলি এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কি পরিমাণ মার্কসীয় সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে তা আমরা এটা থেকে জানতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট ৩৫৩টি আখ্যা পঞ্জীভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অসমীয়া ৫, বাংলা ১৪, ইংরাজী ১৪, গুজরাতী ৮, হিন্দী ২৬, কানাড়ী ৪, মালয়ালম ২৮, তামিল ২৪, মারাঠি ১৮, ওড়িয়া ১০, পাঞ্জাবী ৮, তেলেগু ২০ উর্দু ৫টি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বই নথিভুক্ত করা হয়েছে রোমান লিপিতে লিপ্যন্তরিত করে (ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্ন সহ) এবং লেখকের উপনামের বর্ণানুক্রমে পৃথক পৃথক ক্রমিক সংখ্যায় বিন্যস্ত করে। গ্রন্থকারদের নির্ঘণ্টে এই ক্রমিক সংখ্যার পূর্বে নির্দিষ্ট ভাষার সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন A5 অর্থাৎ Assamese 5; B3 অর্থাৎ Bengali 3; English 7 ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জিটির ভূমিকায় মার্কসের জীবনের ঘটনা পঞ্জী, তাঁর রচনার প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিক বিবরণ এবং মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত মার্কসবাদ প্রভাবিত প্রধান প্রধান ঘটনার ঘটনা পঞ্জী দেওয়া যেত। গ্রন্থপঞ্জীতে যত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান প্রচেষ্টা হয় তত সেটি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এই গ্রন্থপঞ্জীতে কার্ল মার্কস রচিত বইগুলির ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন বই-এর কোন সংস্করণের অনুবাদ এটা সর্বত্র দেওয়া হয়নি। ইংরেজী তালিকার ৪৩ ক্রমিক সংখ্যায় ১৮৯১ সালের মুদ্রণ প্রমাদ। কিন্তু লেখকের পুনর্মুদ্রণ ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসমীয়া ভাষার তালিকায় গৌহাটি থেকে প্রকাশিত 'গান্ধীবাদ বনাম মার্কসবাদ' বইটি অসমীয়া না বাংলা? বলা বাহুল্য, গ্রন্থপঞ্জী যথাসম্ভব নির্ভুল করার জন্য যে কোন তথ্যই সযত্নসময়ে সচক্ষে দেখে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীটি গবেষণার কাজে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হবে বলেই মনে করি।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্কসবাদের নামে অনেক কুৎসা ও প্রচারমূলক সাহিত্যও পাশাপাশি চলে আসছে মার্কসবাদের উদ্ভবের সময় থেকেই। এতে গ্রন্থপঞ্জী ব্যবহারকারীদের এবং গবেষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনাও থেকে যায়। এ যাবত প্রকাশিত বিপুল পরিমান মার্কসীয় সাহিত্যের মধ্যে কোনটি মূলধারা এবং কোনটি অপধারা এটা বেছে নেবার উপায় কী তাহলে?

আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীটির প্রধান ত্রুটি এই যে প্রচলিত গ্রন্থ বিবরণ ছাড়া এতে কোন গ্রন্থ পরিচয় নেই। শুধুমাত্র গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নথিভুক্তিরও যদি বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণ থাকত তাহলে মার্কসবাদের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগ ও উপবিভাগের পরিচয় আমরা এই গ্রন্থপঞ্জী থেকে পেতাম। কেবলমাত্র গ্রন্থের নাম থেকে গ্রন্থপরিচয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা বিষয়ের বিভাগ বা উপবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই ত্রুটি অনেকাংশেই দূর করা যেত যদি এই গ্রন্থপঞ্জীর শেষে যেমন একটি লেখক নির্ঘণ্ট দেওয়া হয়েছে তেমনি একটি বিষয় নির্ঘণ্টও করা হত। তাহলে ভারতে প্রকাশিত এই সাহিত্যের বিকাশের প্রকৃত চিত্র আমরা পেতাম।

গ্রন্থপঞ্জীর কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যে কতদুরূহ এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ তা এ কাজ যারা করেননি তাঁদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। এজন্য সঙ্কলকদ্বয় যে কাজটুকু করেছেন তার জন্য তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আশা করব ভবিষ্যতে তাঁরা অনবধানতাজনিত নানা ত্রুটি দূর করে ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে ব্রতী হবেন।

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

CURRENT ABSTRACTS

Vol. 35 No. 6-7, 1985

(a) National information and library policy ; (editorial) p 69-71 :

Pointed out a need for national information policy. Urged the Central Govt. during formulation of national information policy the following points to be taken into consideration— (a) high rate of illiteracy (b) prevailing pathetic conditions of schools (c) absence of public library legislation most of the states. Noted the current overemphatic trend on television network throughout the country, when normal postal service, telephone and telegraphic services are deteriorating everyday. Noted also gradual centralization of television programmes with the intention to influence the masses. Mentioned the present rate of newspaper., and growing intolerance of governments against them. Finally highlighted the demand for universalisation of primary education, law based free integrated public library system, improvement of college & university libraries and import liberalisation of foreign books.

(b) Pramil chandra Bose— Memoires : introduction (part-1)— Student life-dissociation from University : (P. 72-7 :

Narrated the background of writing this memoirs. The ex-Calcutta University librarian was born at Taki in 1907. An urge to join the prevailing revolutionary movement was found in childhood. Passed Matriculation examination in first division. Attempted to join revolutionary movement but discouraged by Bipin Behari Ganguly, who directed him to be engaged in constructive social work. Passed B. A. examination with honours. Got admitted in M. A. course but left the University seeing an atrocious police attack on the students of the University.

(c) Nanda Dulal Basak and Benode Behari Das—Use oriented book purchase in public libraries. P. 78-82

Described statistics oriented demand analysis techniques with the intention to facilitate book purchase for a public library. Emphasized three important foci. 1) uniform distribution of books 2) number users of the library 3) use of books. Assessment of user's dissatisfaction, expected demand, problems of duplication documents are also discussed.

(d) Prabodh Bhattacharyya—Indian University publications the current trend. P. 83-86

Described the development of university publications since 1585. Now a days one sixth of the publications are coming out bearing stamps of universities. Hypothsized high level of research publication is inversely proporitional to sell of publication. Trend of Indian university publications are tabulated. Marketing system of the University publications also mentined.

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, V. 33, No. 9-10, December-January 1983-84
Compiled by Goutam Goswami.

Editoral : Bongal Library Assn. & Library Profession, P. 117-9.

Library profession is now established in our society. Pay and status of the Librarian are gradually becoming attractable to the people who are joining this profession. The professionals of today will have to face the challange of the time. A professional be alert about these changes. He should associate himself with professional activities and organisations. If he is not aware about these changes he will fall-back. To overcome this, Seminar, study circle, publication programmes should be undertaken as well as steps be taken to strengthen the professional organisation. In this context the role of the Bengal Libary Association should be properly understood by library professionals of our country.

System Analysis by Asok Basu, P. 120-128.

The article highlights the importance of system analysis. It describes what is system and sub-system; the objectives of system analysis; how it helps to understand the functioning of a system and to identify the defects and limitation in the system; importance of system analysis in the library management

Association News. P. 135.

1. Blood Donation camp : Bengal Library Assn.

On wednesday, 21st December, 1983, the members of the Bengal Library Assn. donated blood in collaboration with the Students' Health Home. About 29 members participated. The camp was organised by the Students Relation Committee of the Assocation.

2. Bengal Library Association : Bankura Dist. Conference

The fourth Dist. Conference was held in Bankura Dist. Library on 21.12.83. Gopal Chandra Pal presided over the meeting. Ramkrishna Saha and Goutam Goswami attended the meeting from the central committee. Khaunish Biswas, Dist. Secretary of B.L.A. placed the report for discussion. Hiralal Chatterjee. Bijoy Chatterjee, Dwatini Mukhopadhyay, Mirja Samsul Huda, Ajit Ganguly, Karuna Bhattacharjee, Shyamapada Mondal participated in the discussion. In reply to the questions raised in the meeting, Ramkrishna saha said Local Library Authorities were created in all districts except two districts. But district level infra-structural facilities are still not available. Executive committee was constituted.
In second session, Dhuka Ranjan Bandopadhyay presided over the meeting. Anil Sen, Goutam Gorwami, Partha Dey participated in the discussion.

Library Day.

On Wednesday, the 20th December, 1983, the central meeting of Library Day was held at Moulali Youth Centre, Sri Phanibhusan Roy, president of BLA, Presided over the meeting. Sri Kanti Biswas, Primary and Secondary Education Minister of West Bengal and Sm. Chhaya Bera, Library and Non-formal Education Minister attended as chief guest. Sri Prabir Roychowdhury spoke about the history of Library Day, Role of the Left Front Govt. towards the development of library service. Sri Kanti Biswas spoke about the limited power of the State Govt. He also requested the librarians to be careful about selection of books in the library. Sm. Chhaya Bera spoke about the role of Left Frout Govt. to develop library services, Pension, retirement benefit etc. Lastly Arun Roy, Joint Secretary of BLA moved some resolutions about problems of different categories of libraries in the state as well as about the indifferent attitude of the Central Govt. about library services. Satyabrata Sen, Vice President of BLA, supported the proposals.

Bengal Library Association : Midnapur Dist.

On 20th December, 1983 a Library Day meeting was held at the Dist. Library. Prof. Dhiraj mohan Bhattacharjee presided over the meeting. Abdul Rahim, Secretary of BLA, Tarapada Samaddar & Damodar Roy spoke about the history of Library Day and Library movement.

Bengal Library Association : Hooghly Dist. : Library Day.

On 11th January, 1984 a meeting was held at Sri Rampur Town Hall. Ramkrisna Saha (From central committee), Critic Narayan Chaudhury, Prof. Shubhankar Chakraborty, Santasree Chattopadhyay, M.L.A., Amiya Maitra, Chairman of Primary School Board & Prof. Birendranath Roy spoke in the meeting about library movement. "Abhijnanpatra" were awarded to Uttarpara Joykrishna Pathagar, Konnagar Public Library, Chandannagore Pustakagar, Hoogly Public Library for remarkable services.

Sambad Kana, P. 137

Govt. Circulars, P. 139-140

Govt. circulars regarding the revised pension Scheme for the employees of Non-Govt./sponsored Educational institution, including employee of Non-Govt./sponsored Libraries.

Granthagar v. 33, No. 11-12, Feb.—April, 1984.

Editorial : P. 141,

The aim of any Library is to attract the people towards the library. But service of most librarians are not yet satisfactory in our country because of certain reasons which are organisational, economical and professional in nature. If these problems are tackled satisfactorily, then there will be no difficulty to achieve the goal.

The Research Periodical & its family, by Bhubaneswar Chakraborty. P. 142-7.

The author higlights the problems created due to information explosion, particularly in field of science and technology. The problem is how this information is to be disseminated. The article discusses some measures. First one is to publish the information through primary research periodicals. This type of Journal was first started in 17th century. But a problem arose regarding sele of the journal. Even in those days authors were bound to pay for the publication of the articles. Today another problem is to write an arricle in limited words. To overcome this problem reprographic system has been introduced. As soon as the paper is written by Scientist the paper is xeroxed. But it becomes difficult for the reader. Today "Middle Journal" which consists of abstracting and indexing have been introduced.

14th IASLIC conference, by Ajoy Ranjan Chakraborty. P. 148-151

14th *IASLIC* conference was held in Delhi on 26--29th December, 1983. Sri T. S. Rajagopalan presided over the conference. The subject of his speech was "an integrated information system for socio-economic development of India." Lt. Governor Sri Jagmohan inaguarated the conference and exhibition. There were two topics presented in the conference. (1) Information flow in non–R & D context (2) Grey literature. Sri A. K. Guha conducted the seminar on the first topics while the second was conducted by Prof. M. A. Gopinath.

In the annual general meeting of the IASLIC Sri M. N. Nagraj presided, Prof. Benugopal requested that the next conference be held in Hyderabad. The following two topics were selected for the next conference. 1) Information discemination : Document delivery, reproduction, translation 2) Towards a code of professional ethics. The following resolutions have been taken in the conference. i) Central Govt. should consider the importance of information system in the seventh five year plan.

ii) Importance Grey literature should be properly understood.

Book Review P. 152-153

Reference Service ; its theory and application, by Dipak Kumar Roy and Bhabani Kumar Ghosh; calcutta, Gutenburg, 1983.

48th Annual General meeting of Bengal Library Assn.

48th Annual general meeting of Bengal Library Assn. was held on 30th october, 1983 at Yuba Kendra, Moulali at 3 P.M. Sri Phani Bhusan Roy, president of BLA, presided over the meeting. One hundred and seventeen members were present. First, Proceeding of the previons annual general meeting (1981-82) was confirmed. Sri Ramkrishna Saha, Secretary of BLA, placed the annual report before the members and invited the members for discussion. Ramranjan Bhattacharjee, Ganesh Nandy, Sasanka Bagchi, Tarun Roy, Kamalesh Bhattachar-

Jee, Sunil Guha, Satyabrata Sen, Satyabrata Ghosal, Ranjit Kapri, Gopal Pal, Biswanath Koley, Mritunjoy Sinha and Amitabha Basu participated in the discussion. After that Sri Ramkrishna Saha, Secretary of BLA, replied the questions which were raised in the meeting. 1) Regarding the membership subscription, Ramkrisna Saha told that the membership subscription may be paid by crossed postal order aud duplicate receipt was always sent to the district branch of the Association. 2) Regarding improvement of Granthagar Patrika & organisational activities in districts we must be more careful. (3) Regarding Library Science Training the syllabus has been changed. (4) District committees should take initiative to organise district conferences. A Seminar of LLA members will be held soon. The proceeding was then confirmed. Sri Somenath Mukhophyay presented the Annual accounts for 1982-83. After discussion it was accepted. The following proposals were accepted in the meeting.

1) Sri Sourendra Mohan Gangopadhyay proposed to organise Golden Jubilee of ILA at Calcutta. Sri Prabir Roychowdhury supported the proposal. The proposal was accepted. (2) Regarding the proposal of Binoy bhusan Chakraborty it was referred to the executive which was also accepted in the meeting.

Annual Convocation of BLA, P. 159-164

The annual convocation of BLA, 1983 was held on 17th February, 1984 at the National Library auditorium. Sri Phani Bhusan Roy, president of BLA, presided over the meeting. Dr. Ashin Dasgupta, Director, National Library, distributed the certificates. Sri Mangal Prasad Singha, Secretary of Training committee, spoke about training course and Dr. Dasgupta spoke about the responsibilities of Librarians.

3rd West Bengal Book Fair, by Goutam Goswami, P. 165-167

3rd West Bengal Book Fair was held at Calcutta from 24th December 198 to 3rd January 1984. It was assisted by the West Bengal Govt. The Bengal Publishers and Book Sellers Assn. organised it in collaboration with Bengal Library Assn. and West Bengal Public Library Employees Assn. Sri Jyoti Basu, Chief Minister of West Bengal, inaugurated the fair. Smt. chhaya Bera, Minister of Library & Non-formal Education and Sri Jatin Chakraborty, PWD Minister graced the occasion as President and the chief guest. Sri Jyoti Basu spoke about the need of book fair. He also stated that the expenditure for libary development in this state is highest among all other states in India. Smt. Bera spoke about the need of book fair. The author then highlights the pros & cons of the fair. A Seminar was presided over by Sri Prabhat Goswami, Editor of Basumati, regarding Library system & role of readers, authors, Publishers & librarians. In the concluding session, on 3rd January, Smt. Bera discussed the need

of bookfair and congratulated for its success. Sri Annada Sankar Roy presided over the meeting. Smt. Lila Roy distributed the prize to the stall holders.

Saminar : Publication of booKs in view of the development of Public library service in West Bengal. P. 168-174.

On 1st January, 1984 a seminar was held on the occasion of the 3rd West Bengal Book Fair on the above mentioned subject. The seminar was started at 10 A M. Prof. Prabhat Goswami, Editor of Dainik Basumati Patrika, presided over the seminar. Dr. Sourendra Mohan Gangopadhya, Rabin Bal, Anil Bhawmik, Dilip Majumder, Narayan Chowdhury, Sunilbehari Ghosh, Dr. Pabitra Sarkar, Satyabrata sen, Atin Bandopadhyay, Ababudha Roy, Prabir Day, Bijoynath Mukhopadhyay, Janakinath Basu&Tarun Roy participated in the discussion. The relevant features that was discussed in the seminar were (1) Library oriented education system (2) Extension activities to attract the people to the library (3) Free library service (4) need of publication of books that are related to the daily life of people and to socio-economic condition of the country (5) Library and cultural movement (6) children books (7) Bibliographical Publication (8) relation between library & publication (9) Publication of creative literature (10) close relation between reader, librarian & publisher. Lastly prof. Prabhat Goswami discussed the three points (1) Author (2) Publisher (3) Library and their relation. The following resolutions were accepted (1) to constitute a committee of authors, librarians & publishers (2 to arrange a separate collection of children books in the library (3) to publish craeative literature (4) to publish bibliography regularly. Lastly Ramkrishna Saha thanked Prof. Goswami & the participants.

Association News, P. 175-176.

Bengal Library Assn. Malda Dist.

The annual meeting of B L A, Malda Dist. Commiitee was held on 11th January, 1984 at Malda Dist. Library Mohanlal Poddar, President of BLA, Malda Dist. Presided over the meeting, Sri Krishnapada Majumdar and Goutam Goswami attended the meeting from the central committee. A condolence resolution condoling the demise of Subhas Kumar Mondal cycle peon of Koilabad Rural library was adopted. Then Subhendu Pal, Secretary of BLA, Malda Dist. placed the secretarial report. Subhasish Chowdhury, LLA members, spoke about the problems regarding organisation, employees, library etc. Ranjeet Chatterjee Abdul Kuddus Alam, Subodh Kr. Goswami, Safiul Hoque, Tarit Kr. Mishra, Ramananda Pal, Nikhil Chandra Mitra, Chandra Sekhar Kumer, Md. Unis Ali, Bijoy chatterjee participated in the discussion. Sri Krishnapada Majumder replied the questionsraised in the meeting & Goutam Guswami spoke about the library development in West Bengal.

Govt. Circulars, P. 177-178.

Regarding stock verification and loss of books etc,

Granthagar. v. 34. No. 1, April-May, 1984

President speech in 39th Bengal Library Conference, held at Purulia on 20-22 September. 1984.

Mr. Phani Bhusan Roy, President of 39th Bengal Library Conference, divided his speech in three parts ; It consists "what we want ? What we got deals in the second part ; while the third part deals with what we did not get and the reason behind it. In the first discusses the library system, the library movement and the feelings of the people about library. Then he discussed that W. B, Public Library Act, Free Library services and library for all are the things that we want.

The second part deals with W. B. Public libaries Act. 1979 and the library development programmes after 1977. The last part deals with what we did not get and the reasons behind those. Here the another tries to highlights the need for free library service. He also discussed (1) adult education and the library (2) Socio economic condition and library (3) education system and library (4) the role of librarian (5) the role of professional oraganisation etc. Lastly the author suggested some measures to over come this situation.

Editorial : 39th Bengal Library Conference, P. 1-2

The editorial highlights the topics to be discussed in 39th Bengal Library Conference i. e. inter-library cooperation at state & District levels together with the problems of library & library workers. In 1979, "the W. B. Public library Act" was enacted and the main objectives of this acts was to provide improved library service. The number of libary reader and library worker have increased. Increased of cost of living and indifferent attitude of central govt. gave new dimension to the problem. For these reasons mainly the book purchase and maintenance have been effected. To overcome this problem it is necessary to think about "inter-library cooperation."

Inter.library cooperation : Some programme with respect to West Bengal, by Prabir Roychowdhury, P. 1-10.

The author first explains the concept of co-operation and inter-library cooperation. He then explains the library situation before independence and after independence. A qualilative change has occured when Left Front Govt. came into power. The library act was enacted, the number of Library & the library workers, the pay & status of the library workers have changed. Yet the demand for library document could not be fulfilled. To overcome this problem the author suggests inter-library cooperation. The article divides the topic into three main part (1) The aim and objective of inter library cooperation. (2) Cooperation at district

level and (3) the role State Central Library to implement the programme in districts. In the first part of the article, it is explained why cooperation is necessary ? What is its aim and where co-operation can be effected i. e. document acquisition policy & programme. Inter library loan, reference service, information service, presevation, central storage of documents etc. The article also highlights the impact of inter library cooparation in the library movement of West Bengal. This can be done in following way in districts (1) centralised cataloguing and classification programme (2) Co-operation in book purchase (3) Inter library loan, etc. Lastly the article deals with the role of the state central library. The following programme can be done with the help of state central library (1) Regular publication of bibliographics (2) Serving as a central information centre (3) Publish–lists of reports, journals, different type of books etc. (4) Prepare Union Catalogc (5) Centralised Cataloguing & classification programme (6) Seminar, workshops etc. (7) Inter library loan (8) Preservation of raw materials, binding etc. .

Interlibrary Co-operation in the districts, by Sibananda Pal, P 11-13.

The author describes the inter library co-operation in connection with rare book materials and binding. The article highlights the different ways and means and suggest some proposal to overcome the problems of preservation of documents at the district level.

Cooperation in book purchase and collection building, by Nanda Dulal Basak & Binod Bihari Das, P. 14-16

The article highlights that since the libraries are not in a position to purchase and collect all the books, so it will be better to co operate in book acquisition programmes. The other areas of cooperation are : union catalogne, interlibrary cooperation, inter library membership transfer etc.

Role of Agricultural library and its employee's in interlibrary cooperation by Chaitali Dutta, P. 17-21

There are two types of agricultural library : (1) Agricultural univeraity library (2) Agricultural Research library. 1976, National Agriculture Commission proposed to introduce at least one Agricultural Centre in every districts within 1985 and at least three Agricultural industries will be introduced in every districts within 2000 A. D. The article highlights how the information of every institution can be shared and the role of the employees to implement it.

Interlibrary co-operation of departmental libraries of West Bengal Govt., by Jagomohan Das, P. 22-25

More or less every department of West Begal Govt. has got one library but the collections of these libraries are limited. If one department require information related to other

dept., it has to borrow documents from the concerned departmental library. But it is not possible because of certain reasons. The article highlights how can overcome this situation and how inter library co-operation can be helpful in this regard.

The need of interlibrary Co-operation in West Bengal by Amitabha Chattopadhyay. P. 26-29

The author describes that the following advantages can be derived from inter-library cooperation programmes :—Maximum utilization of existing resources, improvement of service, avoidance of duplication, save of manpower, money & time. Programmes that can be undertaken are : Centralised acquisition, & cataloguing, classification, preparation of union catalogues, inter-libray loan of documents, centralised preservation & reprographic programmes etc.

Interlibrary cooperation to develop the library system in West Bengal by Bhabani Ghosh, P. 30-32.

Public library services are gardually improving after enactment of Public Library Act, For further improvement it is necessary to implement inter-library co-operation programmes. The following programmes can be implemented : (1) exchange of documents (2) cooperation among the different libraries in India (3) to accept the services from British Council, USIS, Max Muller Bhavan & INSDOC etc. The article then describes the utility of interlibrary co-operation with reference to a rural library in West Bengal.

The role of interlibrary cooperation in library movement in West Bengal, by Anil Chandra Pal, P. 33-36.

The author describes the role of interlibrary cooperation in the library movement of West Bengal. He further describes the role of State central library in this respect.

Interlibrary Cooperation in district level. by Amit Kumar Chattopadhyay, P. 37-38.

The author describes that the library collection is bound to be restricted due to information explosion, increase of price etc. A 14 point programme of interlibrary cooperation was discussed in the Bengal library conference in Balurghat. The author suggested some programmes for interlibrary cooperation and discussed in this context the role of District library, centrally cataloguing & classification scheme, central book preservation unit, reprography service, union catalogue etc.

The roles of public library & how it can be solved, by Amarnath Chatterjee, & Asit Chatterjee. P. 39

Here the author describes some problems in public libraries. These are related to (1) management (2) service (3) selection & purchase of books (4) library employees (5) the damage of the library materials etc.

Vol. 34, No. 2 May—June, 1984

Editorial : Library management, P. 41-42.

The major responsibility of library lies on the librarians. For better of libraries, librarians, employees, users and members have to play respective roles. Libraries should be under democratically elected management. The Left Front Govt. has adopted this rules for management.

Library Cooperation and interlibrary loan, by Bimal Kumar Bandopadhyay, P. 43-5.

Due to explosion of publications, no single library can satisfy the demand of the readers. Again due to increase in price of publications, the budget of the library has gone down with respect of purchase books. So there is a need of library cooperation and inter library loan. Here the author highlights (1) to use the document on cooperation basis (2) to prepare Union Catalogues (3) to prepare bibliography of the Indian Publications (3) inter-library Co-operation in other fields (5) inter-library loan code (6) inter-library loan of the employees (7) reprographic service etc.

The problems of Rabindra Bharati University (Jorasanko Campus), by Santosh Kr. Basak, P. 46-7.

Here the author highlights the problems of the library such as want of sufficient number of books, staff, the discipline of the student etc.

Problems of school library, by Ranjit Kr. Mitra & Anup Kr. Sarkar, P. 48-50.

The articles has been divided into two parts (1) problems before creating the libraries & (2) problems after creating libraries. It highlights the role of the authorities of the school, the role of bureaucrats and back dated thinking and attitude of neglegence on the part of teachers & the members of the authority. The problems after creating the libraries are (1) the space (2) books (3) furnitures (4) time schedule for using the library (5) employees. Lastly the article concludes with the problems of the librarian of the Govt. School libraries and the status of the school librarians and need for library subcommittee in every School.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—১৮'০০

খোলা : প্রতি সংখ্যা ৪'০০

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২)
১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫)

২৪ বর্ষ (১৩৮১), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)
২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৮৭)

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৩ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (১৩৭৬ জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)

২০ বর্ষ, ১৩৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ (জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ (মাঘ, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিবর্তে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL--2
Postal Regd. NO. WB/CC :145
Regd No RN- 2674 -47

Volume 35 No 6-7 September-November 1985

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা : ১৯৮৫—৮৬

(পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায়)

৭ ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৬

কলিকাতা-ময়দান

[illegible] এস্প্লানেডের বিপরীত দিকে)

বেলা ১টা [illegible] টা পর্যন্ত

প্রবেশ মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা

(৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয় থেকে
পরিচয়পত্র আনলে কোন প্রবেশমূল্য লাগবে না)

গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার-পরিচালক ও গ্রন্থানুরাগী সকলকে
গ্রন্থমেলায় আসতে এবং গ্রন্থনির্বাচনে ও ক্রয়ে সহায়তা করতে
অনুরোধ জানানো হচ্ছে

CALCUTTA BOOK FAIR

বই কিনুন • বই পড়ুন • বই পড়ান

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—7000 073 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ১১ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা। ফাল্গুন ১৩৯১

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয়

জাতীয় গ্রন্থাগার ... গ্রন্থাগার

নরেন্দ্রচন্দ্র বসু

ইংরাজী ... গ্রন্থাগার ...

রবিলা মুখার্জী

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সুনীল সিংহ

গ্রন্থাগার ... পরিচিতি ... কুপুর সাধারণ লাইব্রেরী

পরিষদে নতুন সদস্য

গ্রন্থাগার দিবস

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব

জাতীয় গ্রন্থাগার ... গ্রন্থাগার ... দিবস

ভারতে সকলের গ্রন্থাগার বিভাগের পরিকল্পনা ও তালিকা

National Policy on Library and information system 200

"গ্রন্থাগার"-এ বিজ্ঞাপন

দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপাত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। অধিকাংশ ভারতের বাইরের এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থ ব্যবসায়ীরা পুস্তক বিক্রয় করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায়	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : রঙ সমেত	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : রঙ ওয়াশ সমেত	— ৩৫০	— ৪৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২০০
সিকি পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম,
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম,
পরবর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপন দিতে হলে

যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০

Library Service in India To day. মূল্য—৩·০০

সংশোধিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৪·০০

বাণী বসু (সম্পা:)—ছড়া শিশু সাহিত্য : প্রবন্ধ। মূল্য—৭·০০

গ্রন্থাগার : পরিষদের মুখপত্র ত্রয়োদশ সংখ্যা ১৩৮১ মূল্য ৪·০০

৩৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৩৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ—
বাঁধাই মূল্য—১৫·০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৩৮৪। মূল্য—৩·০০

সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ—

আশিস কুমার মজুমদার : **গ্রন্থবিদ্যা**

২য় সংস্করণ। ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ :—১৫ টাকা

সুলভ সংস্করণ :—১০ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ফাল্গুন ১৩৯২

সম্পাদকীয়

জাতীয় পুস্তক নীতি ও গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার যে ধরণেরই হোক না কেন পাঠ্য বস্তুর প্রাধান্য সেখানে আজও অব্যাহত গতিতে চলছে। ইলেকট্রনিকস্-এর যুগেও মানুষের জীবনে পাঠ্যবস্তুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার সংখ্যাধিক্যের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে মৌখিক যোগাযোগের প্রাধান্যই বেশী। বই, পত্র পত্রিকা প্রভৃতি পাঠ্যবস্তুই শিক্ষিত সমাজের প্রধান মাধ্যম।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সত্তর কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্রে পুস্তক উৎপাদন ও ব্যবহার আশাভীত ভাবে নগণ্য। যদিও তৃতীয় বিশ্বে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য। এরকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার পুস্তক নীতি সম্পর্কিত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেন। ওয়ার্কিং গ্রুপটি পুস্তক রচনা, প্রকাশনা, বাণিজ্য, পাঠ্যাভ্যাস, গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

রিপোর্ট গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পাইকারীকরণের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পুস্তক নীতি সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য সারাংশ অন্যত্র ছাপানো হলো। রিপোর্টটি সমস্ত অংশ গভীরভাবে অনুশীলন করা না সম্ভব হলেও যে যে বিষয়গুলি নজরে এসেছে সেগুলি উল্লেখ করা ও পাঠকের গোচরে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমে একটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন যে এই বিষয়টি জাতীয় শিক্ষা নীতি ও জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত। জাতীয় শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত দলিলটি যেমন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার সুযোগ ছিল কিন্তু এ বিষয়টি জনমানসের প্রায় অগোচরে থেকে গেছে, সামান্য তরঙ্গও নজরে আসেনি যদিও শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বই। কেন্দ্রীয় সরকার যে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছেন তারা সমস্ত রাজ্যে যাওয়ার অবকাশ পাননি নির্বাচিত কয়েকটি রাজ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন। যে রাজ্যগুলি তারা পরিদর্শন করেছেন তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ছিল কি না, জানা নেই। সংস্থিই মহল থেকে মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল কি না তাও জানা নেই কারণ তাদের পক্ষ থেকে মতামত চাওয়ার বিজ্ঞাপন নজরে আসে নি; বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গেও এবিষয়ে কোন যোগাযোগ হয়েছে বলে জানা নেই যদিও সমগ্র রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। ওয়ার্কিং গ্রুপের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের মতামত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ILA IASLIC, IATLIS ও অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগার সমিতি-

গুলির সঙ্গে যোগাযোগের উল্লেখ নেই। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির মতামত ছাড়াই জাতীয় পুস্তক নীতি প্রণীত হয়েছে কি না।

ওয়ার্কিং কমিটির রিপোর্টে পুস্তক প্রকাশনা, বণ্টন সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে কয়েকটি বিষয় তাঁরা যে ভাবে অনুধাবন করেছেন তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি বিষয়ে তারা কিছু কিছু সুপারিশ করেছেন। কয়েকটি সুপারিশ দেখে আবার মনে হয় যে তারা পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে নি। যেমন যেমন বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের উপর অধিক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা গেছে। গ্রন্থাগার কেন্দ্রীক বয়স্ক শিক্ষার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। ফলে সদ্য সাক্ষর ব্যক্তিদের আজীবন শিক্ষা চালু রাখার বিষয়টি অনুল্লেখ থাকছে। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নূতন ধরনের সংস্থার কথা বলা হচ্ছে। 'জেলা শিক্ষা রিসোর্স সেন্টার' যা তৈরী করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষার বিষয়টি এতদিন রাজ্য সরকারের অধীনে ছিল। ১৯৭৬ সালে 'জরুরী অবস্থার' সুযোগ শিক্ষাকে যৌথ তালিকা ভুক্ত করা হয়। মজার কথা আজও শিক্ষার অধিকাংশ দায়দায়িত্ব বহন করতে হয় রাজ্য সরকারের যাদের আর্থিক সঙ্গতি দুর্বল। আবার শিক্ষাখাতে ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলে সমালোচনাও করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। বিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন 'মডেল স্কুলের' ব্যবস্থা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায়। তেমনি বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে 'জেলা শিক্ষা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছেন। একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যদি এই সংস্থাগুলি রাজ্য সরকারগুলির পরিচালনায় স্থাপনের ব্যবস্থা হত তাহলে কিছু বলার ছিল না কিন্তু সমগ্র বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার সংস্থা সমূহ থাকবে রাজ্য সরকারের হাতে আর মাঝখানে এই সংস্থা জেলা স্তরে একই ক্ষেত্রে কাজ পরিচালনা করবেন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনায় এটা। অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। সন্দেহের কারণও থেকে আছে। রাজনৈতিকভাবে এতদিন তারা এরকম সংস্থার কথা ভাবেননি কারণ সর্বত্র রাজ্য ও কেন্দ্রে একদলীয় শাসন ছিল। বর্তমানে বেশ কিছু রাজ্যে ভিন্ন দলের সরকার গঠিত হওয়ায় ফলেই তারা এ ধরণের প্রয়োজন অনুভব করছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মুখে যতই স্থানীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের কথা বলা হোক না কেন কেন্দ্রী সরকারের কাজে অন্ততঃ তার প্রকাশ দেখি না। বরং শিক্ষা তথা তথ্য পরিবেশনের কেন্দ্রীভবন ঘটছে নানা ভাবে। দিল্লী বা মহারাষ্ট্রের কালচারেটাই নানা ভাবে আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। মূল সংস্কৃতির বিষয় ক্রমশঃ উপেক্ষিত হচ্ছে।

পাঠাভ্যাস বাড়ানো সম্পর্কিত সুপারিশ অবশ্যই প্রশংসনীয়। ক্লাসরুম গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত অন্যান্য সুপারিশগুলিও উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু, বাস্তব চিত্র হলো অধিকাংশ স্কুলে পাকা বাড়ী নেই, ব্ল্যাক বোর্ড নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, গ্রন্থাগার নেই, গ্রন্থাগারিক নেই। এরকম অবস্থার স্বীকৃতি দলিলে করা হয়েছে কিন্তু তার অবসানের কোন সুপারিশ নেই বলে 'প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বা ক্লাসরুম গ্রন্থাগারের' ব্যবস্থা একটা স্বর্গীয় ধরণার সৃষ্টি করেছে মাত্র।

জনসাধারণের মধ্যে বইয়ের প্রচারের জন্য, রেডিও টেলিভিশনে প্রচার নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তা করা হবে কাদের দিয়ে? যারা সরকারের সমালোচক তাদেরও কি রিক্রিউ করতে ডাকা হবে বা হবে? যদি নিরপেক্ষভাবে তা করতে হয় তাহলে তার ব্যবস্থাপনাও নিরপেক্ষ থাকা দরকার। বর্তমানে রেডিও-টেলিভিশন কার্যতঃ শাসক দলের প্রচার যন্ত্রে পরিণত।

প্রকাশনা শিল্পের জন্য সস্তাদরে কাগজের সরবরাহ, সস্তা সুদে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করার জন্য বেশী বা বড় পরিকাঠামোর প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের একটু

উদাহরণই তুলীই যথেষ্ট। শতশতকোটি টাকা যদি বৃহৎ শিল্পপতিদের Export Subsidy দেওয়া যেতে পারে তাহলে কাগজের ক্ষেত্রে কিছু ভর্তুকি দেওয়া হবে না কেন? তাহলে তো বইয়ের দাম কমতে পারে। মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। স্বভাবতই এক্ষেত্রে ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ প্রশংসার দাবী রাখে। ওয়ার্কিং কমিটির গ্রন্থাগার থেকে দূরান্তরে বই পাঠানোর জন্য ডাক মাশুল হ্রাসের কথা বলেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে তাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠকারী পুস্তক ক্রয় সম্পর্কিত বিষয়টি প্রনিধানযোগ্য হলেও জেলা শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত গ্রামমান-গ্রন্থাগার-কাম-বিক্রয় কাউন্টারের মাধ্যমে বই পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, সমাধান এত সহজ নয়। তাছাড়া বিষয়টি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয় গ্রন্থাগারের দায়িত্বেই থাকা প্রয়োজন। কোন সংস্থা এর উপরে হস্তক্ষেপ করলে এটা কাম্য নয়। UGC বিশ্ববিদ্যালয়কে বই কেনার টাকা দেয় কিন্তু বই কেনার ব্যবস্থা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কেই করতে হয়। বরং এখন বই আমদানীর নীতি এখন হয়েছে যে বিভিন্ন সংস্থা প্রয়োজনীয় বই পাচ্ছে না। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন বিদ্যালয়কেই করতে হবে বিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচিত পুস্তক তালিকাগুলি থেকে বই নির্বাচন করতে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগারকে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার সেবা দিতে হবে এ সম্পর্কে আমরা সর্বৈবভাবে একমত। কিন্তু তার জন্য অর্থের সংস্থান পঞ্চায়েত স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা, বা রাজ্য সরকারকে গ্রন্থাগার করবসিয়ে করতে হবে এ বক্তব্যের আমরা তীব্র বিরোধিতা করি। আমরা মনে করি গ্রন্থাগারের সমগ্র ব্যয় বাজেটের মাধ্যমেই নির্ধারিত হোক।

আরেকটি সুপারিশের কথা যা উল্লেখ করা যেতে পারে তা হ'লো গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বাজেটের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যয় করতে হবে। এ দাবী অসঙ্গত বলব না। সমর্থন করবো। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ইতিপূর্বে লাইব্রেরী এডুকেশনাল কমিটি শিক্ষা বাজেটের শতকরা ৯.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করার কথা বলেছেন। রাধাকৃষ্ণন কমিশন বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের ৬.৬-১০ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে। কিন্তু বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগার খাতে মাথা পিছু ১ পয়সারও কম ব্যয় করেন। যাই হোক সুপারিশগুলির অংশবিশেষ অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। ভাল ভাল কথার ফুলঝুরি আমাদের মনে নানা আশা জাগায় কিন্তু কাজে রূপায়িত হয় এমন সব পরিকল্পনা যা থেকে সাধারণ মানুষ কমই সুবিধা পেয়ে থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

বিগত বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সদস্যদের জানানো হচ্ছে, যে পরিষদের বার্ষিক চাঁদা নিম্নলিখিত হারে পরিবর্তিত হয়েছে। এপ্রিল ১৯৮৬ থেকে এই হার কার্যকরী হবে। পরিষদের সদস্যদের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাধারণ সদস্য-১৫.০০

প্রতিষ্ঠান সদস্য-২৫.০০

অরুণ রায়

সাধারণ সচিব।

ইতস্ততঃ

(স্মৃতিচারণ)

প্রমীল চন্দ্র বসু

চতুর্থ পর্ব

এ যুগের মানুষের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনের জন্যে এত উন্মাদিত হবার কারণ কি? এ যুগে বাস করে সে যুগের বিচার করলে কারণটা ঠিক বুঝতে পারা যাবে না। সে যুগে মধ্যবিত্ত ঘরের চাকরির উমেদার কোন ছেলের পক্ষে একটা সাধারণ চাকরির প্রারম্ভিক বেতন মাসিক পঁচিশ, ত্রিশ, বড়জোর চল্লিশের উর্দ্ধে হবে এরকম আশা করা একটা দুরাশার ব্যাপার ছিল। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা কোন আপিসের কেরাণী সাধারণতঃ এর বেশী বেতন পেতেনও না। খাতা পত্রে বেতনের অঙ্ক যাই লেখা থাকুক না কেন অনেক কলেজের অধ্যাপকও অনেক সময়ে কার্যত ষাট, সত্তর টাকা হাতে পেয়ে খুশি থাকতে হ'ত। কাজেই একজন নবীন গ্রাজুয়েটের জন্য মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনের মাসিক এ্যাসিষ্টেন্টের অর্থাৎ কেরানীর পদ অবশ্যই চিত্তাকর্ষক ছিল।

কলকাতার যে মেসে থেকে পড়াশুনা করেছি তার ত্রিশ বত্রিশ জন চাকরি করেন এমন বাসিন্দার মধ্যে সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার ভুক্ত এবং প্রায় সকলেরই মাহিনা ছিল ঐ রকম। এতদিন এঁদের কাছে এবং অন্যান্য অনেকের মুখে অফিস জীবনের নানা রকম বর্ণনা শুনেছি; গল্প ও উপন্যাসে ও প'ড়েছি। এবার নিজের বাস্তব জীবনে সেই সব কাহিনীর সামনা সামনি হাজির হ'তে যাচ্ছি। অফিসে যোগ দেবার পূর্বে, সে কথা ভেবে মনে সংকোচ এবং চাঞ্চল্য অনুভব ক'রেছি। কিন্তু আপিসে গিয়ে উপস্থিত হ'বার সব রকমই পরিবেশ বেশ অনুকূল।

অফিসটি ছিল 'হাইটান' বিল্ডিং এর উত্তরে লাগাও অফিস পাড়ার লাগাল ছেড়ে নতুন একটা চারতলা বাড়ীর চারতলার উপরে একটা হল ঘরে। সে সময়ে, ক'লকাতায় বহুতল বিশিষ্ট বাড়ীর বেশী আবির্ভাব হয়নি। সাধারণতঃ চারতলা অপেক্ষা উচ্চতর বাড়ীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। আপিসটির চারিদিক খোলা থাকায় চারতলায় নব নির্মিত আপিস ঘরটি সব সময়ে প্রাকৃতিক আলোতেই ঝলমল করতো। আপিসকে নতুন খোলা হয়েছে। আসবাব পত্রও সব নতুন চকচকে ঝিমঝাম এবং রুচি সম্মত। ঘরের মধ্যে সেগুলি সাজানও হয়েছে রুচিসম্মত ভাবে। হল ঘরের এক প্রান্তে কিছুটা অংশ নাতি উচ্চ পার্টিশান দ্বারা সুন্দর ভাবে দুটি কক্ষ নির্মিত হয়েছে। একটি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জন্যে এবং অপরটি জেনারেল ম্যানেজারের জন্যে। ঐ চেম্বার দুটির বাইরে উর্দি পরা দু জন বেয়ারা বসার জন্যে দুটা টুল।

আর একটু দূরে তাক বিশিষ্ট তিনটি সেলফ্ দিয়ে হলের অন্যান্য অংশ থেকে 'নলচে আড়াল দিয়ে ভ.মাক খাবার' মত একটু আড়াল সৃষ্টি ক'রে সেখানে ব'সবার ব্যবস্থা হ'য়েছে অফিসের বড় বাবুর। হলের অন্যান্য অংশে চাইপিষ্ট সহ অন্য সাত আট জন অফিস এ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে বসার জন্যে দুধার দেয়ের ৭-৮টি ব্লক্ বাকে নতুন টেবিল এবং চেয়ার, দেওয়াল ঘড়ি, টাইপ রাইটার, টেলিফোন, পাখা, কেরানীদের টেবিলে টেবিলে পিন কুশন পেপার ওয়েট, ব্লটার, কলমদানি, কলম, পেনসিল ইত্যাদি সব সুন্দরভাবে সাজান। আপিসে ঢুকে চারিদিকে তাকালে মন খুশিতে ভরে ওঠে।

আমি এসে দেখলাম আমার কয়েক দিন আগে ইতিমধ্যে আরও ৫-৬ জন যুবক সকলেই ২-৩ দিনের অগ্র পশ্চাৎ

ব্যবধানে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন। চেয়ার টেবিলের বিন্যাস দেখে বুঝলাম অন্ততঃ এখনকার মত আমি শেষ রিক্রুট। অফিসের বহিরঙ্গ দেখে খুশি হবার পর সব কর্মীদের দেখে এবং তাদের সাথে আলাপ পরিচয়ে আরও খুশি হলাম। আমরা সকলেই ছিলাম সমবর্ষীয়ের। টাইপিষ্ট ছেলেটি ছাড়া অন্য সকলের বয়স ২৪।২৫; সকলেই দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; সকলেই অবিবাহিত এবং প্রায় সকলেই গ্রাজুয়েট। টাইপিষ্ট ছেলেটির বয়স কম। বোধ হয় ১৮।১৯ হবে। ম্যাট্রিক পাশ; চটপটে, সুশ্রী ও বেশ চালাক চতুর। ওনলাম সে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের একমাত্র সন্তান। সমবয়সী ও সম মর্যাদার সহকর্মীর সমাবেশ ভালই লাগলো।

আপিসের সব ক'জন লোকের মধ্যে বড় বাবুই ছিলেন আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান আলোচ্য ব্যক্তি। কাজেই তাঁর কথাটাই মনে আছে বেশী। বড় বাবুর বয়স তখন পঞ্চাশের উর্ধ্বে। মাথার চুল বেশীর ভাগ সাদা হয়ে গেলেও কলপ প্রয়োগে তা কিছুটা তামাটে হয়েছে। গোঁফের অবস্থাও তাই। গোঁফের দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম করে পাকিয়ে ছুঁচালো করা। দাড়ী মসৃণ করে কামান। বোধ হয় মাথার চুল আর গোঁফের রংয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পায়ের ক্যাম্বিসের জুতার রংও ব্রাউন বা বাদামী। পরণে সাদা পাড়ের খান ধুতি আর সাদা টুইলের সার্ট। কোঁচান এবং সরু করে পাকিয়ে নেওয়া একটা সাদা চাদর কাঁধের উপর থেকে ঝুলিয়ে বুক ও পিঠ ঘিরে বগলের নীচে বাঁধা। আপিসে এসে চাদরটি তিনি খুলে নিজের চেয়ারের পিছনে রেখে রাখতেন। লিখবার এবং পড়বার দরকার হলে পকেটে রাখা খাপ থেকে সাদা নিকেলের চশমাটা বার করে সযত্নে কোঁচার খুঁটে মুছে নিয়ে একেবারে নাকের ডগায় বসিয়ে দিতেন। সামনের দুটা দাঁত। পান বেশী খেতেন। পানের ছোপ লাগা উঁচু দাঁত দু'টি সব সময়েই ঠোঁটের বাইরে দৃশ্যমান ছিল। দীর্ঘাকৃতি, ছিপ ছিপে, নরম দেহ লোকটির প্রকৃতি ছিল অতি গম্ভীর। দরকারি কথা ছাড়া আমাদের সাথে কখা তিনি বড় একটা ব'লতেন না। এ দুনিয়ায় এমন একজন লোক থাকেন যাঁদের গুরু তো অকারণেই কেউ পছন্দ করে না। তিনি সম্ভবতঃ সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। আমাদের সাথে তিনি বাহ্যতঃ কোন দুর্ব্যবহার না ক'রলেও কেন জানিনা আপিসের কেরাণীবৃন্দ তাঁকে খুবই অপছন্দ ক'রতো। তিনি হয়তো সেটা বুঝতেন। বুঝলেও অটুট অধ্যবসায় সহকারে তিনি নির্বিকার থাকতেন। আর সেজন্যে আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁর প্রশংসাও ক'রতাম।

প্রায় প্রত্যহ মধ্যাহ্নে দেখা যেত বড়বাবু নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে স্থির হয়ে বসে ডাইনে বা বাঁয়ে একটুও না হেলে বা নড়াচড়া না ক'রে অথবা সামনের দিকে একবারও না ঝুঁকে প'ড়ে অনুচ্চস্বরে নাসিকা গর্জন এবং নানা ঢংয়ের মুখভঙ্গীসহ পরম সুখে দিবা নিদ্রাসুখ উপভোগ ক'রছেন। কেউ সামনে এসে পড়লে এবং কিছু বললে সেই অবস্থায় তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভভাবে উত্তরও দিচ্ছেন। এ যেন ঠিক পরশুরাম বর্ণিত ম্যাকেঞ্জি সাহেবের আপিসের সেই "সাঁইত্রিশের সাত নম্বর, তিন কত্তি তিন" এর বদলা খুড়োর দ্বিতীয় সংস্করণ। বড়বাবুর এই অমায়িক সাধনের অবসরে আমরা ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনায় পরনিন্দার মিষ্টি রসের আস্বাদ পেয়ে অন্য সকলে যখন হর্ষ থেকে হাসাহাসি করতাম সেই সময়ে আমাদের মধ্যে একজন যার ছবি আঁকায় একটু হাত ছিল সে বড়বাবুর সেই নানারূপের মুখভঙ্গীর ছবি এঁকে নিত। আর একজনের ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় দক্ষতা ছিল। সে ঐ সব বিচিত্র ভঙ্গীর বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতো। কাজেই বড়বাবুকে উপলক্ষ্য করে আপিসে আমাদের আড্ডা জমাবার এবং শিল্প ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ ছিল। আবার একজনের বাড়ীতে কিছু বই ছিল। সে তা থেকে কিছু কিছু বই বদলিতে করে নিয়ে আসতো এবং আমাদের মধ্যে যারা পাঠানুরাগী ছিল তাদের পড়তে দিত। এই সকল কার্যক্রম ছিলে অফিসটা আমাদের কাছে উপভোগ্য করে তুলতো। আপিসটা ভালই লাগতো। আমাদের সেই আড্ডায় হঠাৎ এসে যেদা সত্যেরা হঠাৎ আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে আজ কে কোথায় আছে কে জানে।

আর, কজনই বা বেঁচে আছে, তাই বা কে জানে।

আপিসের জেনারেল ম্যানেজার টিকেন আলেকজাণ্ডার সাহেবের নামটা জাঁকাল হলেও তিনি কোন দিকের তুলনায় গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ধারে কাছেও ঘেঁসবার উপযুক্ত ছিলেন না। আসলে তিনি ছিলেন কলকাতার ফিরিঙ্গী পাড়ায় আমাদেরই মত বেকার একজন ফিরিঙ্গী সাহেব। বছর চল্লিশেক বয়স, রোগা শিকলিকে চেহারা। সমস্ত দেহে এবং পোষাকে আশাকে সুস্পষ্ট দারিদ্র্যের ছাপ। তাঁর নিরীহ, গোবেচারা প্রকৃতির লোক। দেখাপড়া বেশীদূর করেছেন বলে মনে হত না। অনেকে সাহস করে কিছু বলার বা করার চরিত্রের লোক ছিলেন না তিনি। আর মনে হয় সে ক্ষমতাও দেওয়া ছিল না তাঁকে। সে সময়ে দেশীয় লোকের অনেকের মনে নব সহচর্ষ প্রকাশ্যভাবে না থাকলেও অন্তধারার মত নেপথ্যে সাহেবদের প্রতি ভক্তিতে গদগদ ভাব ছিল। আমাদের ধারণা হয়েছিল কোম্পানীর স্বার্থে ফিরিঙ্গী সাহেবের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁর সাহেবী নামটা ব্যবহার করাটাই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল। আর সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল মাসকে মাস মাহিনার টাকাটা পকেটস্থ করা। তাঁর কাজের মধ্যে দেখতাম হয় চুপচাপ বসে থাকা; না হয় চকে বসে আপিসে রাখা ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের পাতা উল্টান। তা'ও আবার কাগজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপনগুলিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।

আপিসের লোকদের মধ্যে আর উল্লেখ করা হয়নি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কথা। কোম্পানীর তিনিই ছিলেন আসল ব্যক্তি। বয়স তাঁর পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে; তবে তখনও তা' চকচকে কৃষ্ণবর্ণ। আয়ত চোখ, প্রশস্ত ললাট। নাসিকা উন্নত বলাই চলে। মাঝারি দীর্ঘ একটু কৃশকায় দেহ। গায়ের রং ময়লা এবং মসৃণ। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার ক'রে কামান। কথা বললে পরিষ্কার ঝকঝকে সুবিন্যস্ত দাঁতের সারি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত মিষ্টভাষী আচারে ব্যবহারে নম্র ও ভদ্র। চলা ফেরায় ক্ষিপ্রগতি। পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুরুচিসম্পন্ন। পরণে নক্সা পাড়ের সাদা ধবধবে মিহি ধুতি এবং তাঁজহীন সম্পূর্ণ সাদা শার্ট। পায়ে মোজাসহ পাম্পসু। তাঁর সংস্পর্শে লোককে তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট করে। কোম্পানী তাঁরই। নামে কোম্পানীর এক বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্ থাকলেও কার্যতঃ এটি একমাত্র তাঁরই সংগঠন। এর পিছনে তাঁরই বুদ্ধি, পরিকল্পনা এবং পরিচালনা।

তবে আপিসের বাবুদের ধারণা কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি বড় বাবুর হাতের মধ্যে এবং বড়বাবু দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, যার ফল অনেক সময়ে ভাল হয় না। শোনা কথা এই যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর উড়িষ্যার একটা ছোট দেশীয় রাজ্যের অথবা বড় জমিদারের এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন; আর বড়বাবুও সেখানে কর্মরত ছিলেন। পরে যে কোন কারণে হোক দু'জনকে একই সঙ্গে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। কারণটা যে কি ছিল ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পুত্র, আপিসের সেই টাইপিষ্ট ছেলেটির কাছ থেকে জানার জন্য অনেক চেষ্টা করেও আপিসের মুরুব্বীবৃন্দ কৃতকার্য হননি। ছেলেটির বয়স কম হলেও বেশ চালাক চতুর ও খুবই সতর্ক ছিল। তার কাছ থেকে তাঁদের দু'জনের পূর্ব ইতিহাস এবং কোম্পানী সম্পর্কে খাঁটি খবর কিছুই সংগ্রহ করতে পারেন নি আপিসের নবীন কর্মীরা।

কোম্পানীর মুদ্রিত কাগজপত্র এবং আপিসের কাজকর্মের ধারা থেকে বোঝা যায় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানীটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষি, উদ্যান এবং বনজাত নানাবিধ দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ ক'রে দেশে এবং বিদেশে যেখানে যেখানে তাদের চাহিদা থাকার সম্ভাবনা সেখানে পাঠিয়ে ঐ সকল জিনিস সরবরাহের 'ফরমাশ' বা অর্ডার (order) সংগ্রহ করা আর সেই ফরমাশ মত মাল সরবরাহ করা। আমরা যখন কাজে যোগদান করি তখন এই পরিকল্পনার প্রথম ধাপের কাজ অর্থাৎ জিনিষের নমুনা সংগ্রহ ক'রে দেশ বিদেশে তা পাঠাবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। মাল সংবরাহের কাজ শুরু করার অবস্থা তখনও আসেনি।

আপিসে প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে বটে, মাল সরবরাহের কিছু কিছু ফরমাশও সংগ্রহ হচ্ছিল, কিন্তু

সরবরাহের কাজ এগুচ্ছিল না। অগ্রগতি কোথায় যেন বাধা পেয়ে হোঁচট খাচ্ছিল। এদিকে বড়বাবু, হয়তো অন্য কাজ না থাকায় অধিকাংশ সময় ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে ব'সে নিম্নস্বরে কিসব কথাবার্তা বলতেন দেখে, কর্মীরা সম্ভবতঃ তাঁকে পছন্দ করতেন না বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর কুপরামর্শে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পরিচালিত হচ্ছেন বলেই কোম্পানীর দুরবস্থা।

আপিসে কাজকর্ম বিশেষ না থাকলেও ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে কিন্তু নানা পোষাকের নানা জাতির লোকজন যাতায়াত করতেন, কিসের জন্যে আমরা ঠিক বুঝতাম না। একদিন সুশ্রী ও সুবেশী এক তরুণী এক বয়স্কা মহিলার সাথে এলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে চলে গেলেন। তাঁরা আপামর সহকর্মীদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রে গেলেন। তাঁরা চলে গেলে শুনলাম তরুণীটি তৎকালীন নামকরা একজন চিত্রতারকা, আর বয়স্কা মহিলাটি তাঁর মা। এ ধরণের আপিসে এঁদের আগমনের তাৎপর্য আমরা তখন ঠিকমত বুঝতে পারলাম না। যাইহোক আমাদের বিশেষ কাজকর্ম না থাকলেও এই সকল বিচিত্র ধরণের লোকজনের আনাগোনা দেখে, অফিসিয়াল ও সাহিত্য চর্চা ক'রে বা দেখে, গল্প-গুজব করে এবং আড্ডা দিয়ে সময় আমাদের বেশ হাসিখুসীভাবেই কেটে যাচ্ছিল, আপিসে চাকরি করছি একথা মনেই হত না। আমরা মনের আনন্দেই আছি এমন সময়ে একদিন এক ঘটনায় আমরা বেশ চকিত এবং কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হলাম।

আমরা আপিসে যাতায়াত ক'রছি প্রায় একমাস হয়ে এল। জেনারেল ম্যানেজার আরও কিছুদিন আগে কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁরও বিশেষ কোন কাজ নেই। আমরা তবু সমগোত্রের ৩।৭ জন দলবদ্ধভাবে আছি, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। সে বেচারা একা। তার উপরে তাঁর নিশ্চয় সংসারের ঝঞ্ঝাট ও ভাবনা-চিন্তা আছে, যা নাকি আমাদের প্রায় কারও নেই। তাই তিনি সব সময়ে একা বিমর্ষ চিত্তে ব'সে থাকেন দেখে আমাদের মনে তাঁর জন্যে দুঃখ হত। এসব কারণ ছাড়া তাঁর বিমর্ষ থাকার অন্য কারণও যে ছিল তা আমাদের জানা ছিল না। সেটা হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেল। তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন প্রায় মাস দুই হতে চললো। অথচ এ পর্যন্ত তাঁর পুরা এক মাসের মাহিনা মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। একদিন দেখি শান্ত প্রকৃতির সো-বেচারি জেনারেল ম্যানেজার সাহেব হঠাৎ বেশ অশান্ত ও উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে বড়বাবু ও তাঁর সাথে কিছু চাপা কথা বলে হলেও কড়াভাষায় বলছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সাহেব কয়েকখানা দশ টাকার নোট তাঁর প্যান্টের পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বিরক্ত মুখে, অস্থির পদক্ষেপে আপিস থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর ফিরলেন না। কি হল অনুমান করা ছাড়া আমরা ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারলাম না। আপিসের বেয়ারা দু'জন আপিসের গোড়া থেকেই এখানে আছে আর তারা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরের সামনেই বসে। তারা সমস্ত ব্যাপারটা জেনেছে। তাদের কাছে শুনলাম সাহেবকে মাসিক দু'শ টাকা দেবার কথা ছিল। কিন্তু এখন প্রায় দু'মাসের মুখোমুখি এসে মাত্র পঞ্চাশ বা ষাট টাকা দেওয়ায় এই অশান্তি।

আমরা কোম্পানীর আর্থিক অসচ্ছলতার কথা পূর্বেই আভাসে কিছুটা অনুমান করেছিলাম। এই ঘটনার পর নিজেদের ভাগ্যের কথা ভেবে কর্মীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডের তালিকায় উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েক ব্যক্তির নামউল্লেখ ছিল। ওঁদের মধ্যে একজন ছাড়া অন্য কেউ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন না। খ্যাতনামা ব্যক্তিটি ছিলেন এক কলেজের অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ বাগ্মী এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। সকলে ঠিক করলে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে কোম্পানীর প্রকৃত ব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া হবে। একদিন সকালে তাঁর গৃহে সকলে উপস্থিত হলে যার রক্ষক জানালে অধ্যাপক ঐ সময়ে কারও সাথে দেখা করবেন না। পরদিন গেলে সে বললে, অধ্যাপক বাড়ীতে নেই। আমরা চলে আসছি এমন সময় দেখা গেল এক ভদ্রলোক এসে দারোয়ানের হাতে একটা টাকা দিলেন। সে উপরে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে

ভদ্রলোককে উপরে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঐ পথে রাংতোলানের অনুগ্রহ লাভ করতে আমরা অনিচ্ছুক হলাম। তা ছাড়া সত্যমিথ্যা জানিনা ঐ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে দুর্নীতির ও অপকীর্তির গল্প জন-সাধারণের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। বড়বাবুও বলেছিলেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের মিটিংএ উপস্থিত থাকার নির্ধারিত ফি আদায় নিয়েও ভদ্রলোক মিটিং এ আসেন না। আমরা অতঃপর তাঁর সাথে দেখা করার চেষ্টা না করে একজন উকিল ডাইরেক্টরের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। ভদ্রলোক বললেন, কোম্পানী সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। তাঁর এক বন্ধুর অনুরোধে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মতি দিয়েছেন। তবে তাঁর ধারণা ওটা ঝুরো প্রতিষ্ঠান নয় এবং কোন জুয়াচুরির কারবার নয়। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ে কোনই আলোকপাত হলনা।

আলেকজাণ্ডার সাহেব চ'লে যাবার পর ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে প্রায় সব সময়েই বিমর্ষ ও চিন্তিত ব'লে মনে হ'ত। আমি তাঁর জন্যে মনে মনে দুঃখ বোধ ক'রতাম। তাঁর সম্বন্ধে আমার সহকর্মীদের যার যে ধারণাই হোক না কেন ব্যক্তিগতভাবে আমার কিন্তু ধারণা হ'য়েছিল, সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন; কিন্তু কোন অবস্থাগতিকে তিনি তাল সামলাতে পারছেন না। ফাঁকি দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলে আমাদের কাছে নিয়োগের সময়ে আমাদের কাছ থেকেও কোম্পানীর শেয়ার কেনার নামে বা অন্যভাবে তাঁর টাকা নেবার চেষ্টা থাকতো অথবা আমাদের দ্বারা অন্যভাবে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হত। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের উপরে ছেলেদের বেশী আক্রোশ থাকলেও তাঁদের যত আক্রোশ ছিল বড়বাবুর উপর। তাদের বিশ্বাস কোম্পানী ভালভাবে গড়ে ওঠার আগেই বড়বাবু কারচুপি করে এবং নানাযুক্তির ও কৌশলে কোম্পানীর বেশ কিছু টাকা পয়সা লুটে নিয়েছেন; আর প্রধানতঃ সেই জন্যেই কোম্পানীর দুর্দশা। এই ধারণার সত্যই কোন সত্যতার ভিত্তি ছিল কিনা জানিনা।

নবীন কর্মীদের সকলের কার্যকাল একমাসের উপর হয়ে গেছে। আলেকজাণ্ডার সাহেবের পর এবার তাদের ভাগ্যে কি আছে বুকে সেই ধুকধুকুনি নিয়ে সকলে মাহিনা পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে; এমন সময়ে একদিন বড় বাবুর আহ্বানে সকলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ঘরে সমবেত হল। বিষণ্ণ মুখে এবং কাতর কণ্ঠে তিনি সকলকে জানালেন যে একান্ত সদিচ্ছা নিয়েই তিনি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং ব্যবস্থামত কাজকর্ম ভালভাবেই এগিয়েছিল। কিন্তু বিশেষ দুঃখের কথা কিছু লোকের শত্রুতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার জন্যে সমস্ত আয়োজন ও ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। টাকা যোগানের নিশ্চিত ব্যবস্থাও নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর অর্থ সমাগমের উৎস সন্ধানে বহু লোকের সাথে তিনি যোগাযোগ করেছেন, বহুলোক আলোচনার জন্যে এই আপিসেও যাতায়াত ক'রেছেন। অনেক প্রয়াস সফলতার দিকে এগিয়ে আবার শত্রুতার জন্যে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই কর্মীদের প্রাপ্য বেতন এখনও দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা, সেজন্যে তিনি আন্তরিকভাবে অত্যন্ত দুঃখিত। কর্মীরা এপর্যন্ত যেভাবে কাজ করেছেন সেজন্যে তিনি কৃতজ্ঞ। উপস্থিত ঘাতায়াত খরচ বাবদ বড়বাবু তাঁদের সামান্য কিছু অগ্রিম দেবেন। তাঁরা এইভাবে যদি আরও কিছু দিন কাজ করতে এবং তাঁকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হন তা হলে তাঁর বিশ্বাস শীঘ্রই তিনি সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারবেন; তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবেন এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ছাড়বেন না। আর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তিনি নিশ্চয় কৃতকার্য হবেন। তাঁর বক্তব্য শুনে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। মনে হল তাঁর কথা সকলের মন স্পর্শ করেছে। তখন বড়বাবুর ইঙ্গিতে সকলে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর আসনের চারিদিকে এসে জমায়েত হন। বড়বাবু তাঁর ড্রয়ার খুলে ওকে একটা খাম একজনের হাতে দিলেন। কর্মীরা নিজেদের জায়গায় একে নিজ নিজ খাম খুলে দেখলেন তাঁর মধ্যে মাত্র পনের টাকার নোট আছে। পঁচাত্তর টাকার

আয়গায় মাত্র পনের টাকা! বিক্ষুব্ধ কর্মীরা তাঁর সামনে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁর বিরুদ্ধে মনে এত দিনের পুষে রাখা আক্রোশের পাগাম ছেড়ে দিয়ে তাঁকে তীক্ষ্ণ এবং চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে লাগলো। 'বোবার শত্রু নেই' নীতি অবলম্বন করে এবং মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ না করে তিনি নিজের আসনে স্থিরভাবে এবং হেঁট মুখে গোঁজ হয়ে বসে রইলেন। কর্মীদের ক্ষোভের সঙ্গত কারণ ছিল। তবু কয়েকজন ভদ্র সন্তান একত্রে মিলে একজন নির্বাক বয়স্ক লোককে কতক্ষণ আর এক তরফা এভাবে অশোভন কড়া কথা বলে যেতে পারে। অগত্যা কিছুক্ষণ বাদে সে প্রয়াসে ক্ষান্ত দিয়ে একে একে সকলে পশ্চাৎ অপসারণ করে চলে এল এবং মুখে উচ্চৈঃস্বরে কোম্পানীর পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করতে করতে চির-দিনের মত একযোগে সেই আপিস ত্যাগ করে চলে গেল। আমিও আমার সর্বপ্রথম পাওয়া সেই পনের টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। তারপর জীবন সংগ্রামে কে কোথায় যে ছেকে গেল তার আর কে খবর রাখে।

আমি চ'লে এলাম ঠিকই। কিন্তু সত্যকথা বলতে হয় আমার নিজের মনে কোন ক্ষোভ অথবা কারও বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ, বিরাগ অভিযোগ ছিলনা, কয়েকটা কারণে। প্রথমতঃ অর্থের প্রয়োজন থাকলেও এ ধরণের চাকরির প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল না গোড়া থেকেই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দিক দিয়ে ত্রুটি না থাকলেও সেই এক মাস বা দেড়মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা সত্যই এমন কিছু সেবামূলক কাজ দিইনি যার জন্যে নৈতিকভাবে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পারিশ্রমিক দাবী করতে পারি বরং কতকটা যেন একটা ক্লাবে এসে আড্ডা দেবার পরিবেশেই আমরা সময় কাটিয়েছি। ন্যায়তঃ এবং বাস্তব বিবেচনায় সত্যইতো আমরা কোন পারিশ্রমিক অর্জন করিনি। কাজেই অর্জিত পারিশ্রমিকে বঞ্চিত হবার ক্ষোভ অন্ততঃ আমার মনে ছিল না। তৃতীয়তঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মনে আসল কি উদ্দেশ্য ছিল তা না জানলেও, পূর্বেই বলেছি, আমার কেন জানিনা বিশ্বাস ছিল যে তাঁর উদ্দেশ্য সৎ ছিল। তিনি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতেই চেয়েছিলেন, যে কারণেই হোক তাঁর সে উদ্যম ব্যর্থ হল। তাঁর প্রতি বিরূপ ও অপ্রসন্ন মনোভাবের পরিবর্তে তিনি যে সেই বয়সে অসীম ধৈর্য সাহস এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজে নেমেছিলেন তাই দেখে বরং তাঁর প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিরই সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তাঁর ব্যর্থতায় আমি বিশেষ দুঃখিত হ'য়েছিলাম, তবে যে আশা নিয়ে এখানে এসে-ছিলাম অর্থাৎ অন্তত কিছুদিনের জন্যে আর্থিক ব্যাপারে কতকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো। তবে সে আশা ভঙ্গ হওয়ায় মনে যে একটুও দুঃখ হয়নি সে কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। আর এই জন্যেই এই চাকরি প্রসঙ্গে গোড়াতেই বলেছি, এটা যেন আমি ভূয়গ ভাবিয়া ঘোয়গে চড়িয়ু সে গইল মিঞার ঘরে গোছের ব্যাপার ছিল। যাই হোক এইভাবে আমার প্রথম চাকরি জীবনের ছেদ ঘটলো। আমি পুনর্মূষিক হয়ে বেকার জীবনে ফিরে এলাম আর সে জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব

আগামী ১০ মে, ১৯৮৬ (শনিবার) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব হবে।

সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব কমিটি।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

কবিতা মুখার্জী

ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় সেই ১৯২৮-এ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' গঠন হওয়ার পর থেকেই প্রচেষ্টা চলে আসছে একটি গ্রন্থাগার আইন পাস করার। ১৯৪৮-ঐ প্রথম 'মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন' পাস হবার পর অনেক জল গড়িয়ে যায় এবং প্রায় ৩১ বছর পর ভারতবর্ষের পঞ্চম গ্রন্থাগার আইন পাস হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় ও রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন পাস হয় ১৯৭৯-তে এবং রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে ৭-ই জানুয়ারী ১৯৮০-তে আইনে পরিণত হয়। এই আইন অনুসারেই আজ এরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছে এক বিরাট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। গ্রন্থাগারের সেবা গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগার আইন পাস হওয়ার পরে বেশ কিছু বছর পার হয়ে গেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি তাদের প্রতিষ্ঠার পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল বা আছে তা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হচ্ছে কিনা? অর্থাৎ, এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি গ্রামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পেরেছে কিনা?

ব্যতিক্রম দুই একটি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরটা হবে 'না'। ভাবনার বিষয় এখানেই। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি যদি গ্রামাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে না পারে, যদি গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের মাঝে শিক্ষা প্রসারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে সক্ষম না হয় তবে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে এত অর্থব্যয় করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতে বসেছে।

কোন গ্রন্থাগারেরই মুখ্য উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাঠকদের বই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আর বিশেষ কোন শিক্ষার সুযোগ নেই সেখানে এই গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলির ভূমিকা হওয়া উচিৎ আরও সজীব এবং প্রাণময়। গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন গ্রন্থাগারিকের একটি 'পজেটিভ্ রোল'। তবে একথা অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকের সদিচ্ছার উপরেই সবকিছু নির্ভর করে না। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রয়োজন আছে গ্রন্থাগার পরিচালনা সমিতির, তৎসহ স্থানীয় জনসাধারণের। যে কোন গ্রন্থাগারেই গ্রন্থাগারিককে মূলত গ্রহণ করতে হবে: friend, philosopher ও guide-এর ভূমিকা। পাঠকের রুচি বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রয়েছে গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা, এবং আমাদের প্রতিটি গ্রন্থাগার অঞ্চলের যদি পাঠক সমাজের মধ্যে একটা সু-রুচি বোধ গড়ে তুলতে পারে তবেই আমরা আশা করতে পারি এক মননশীল সমাজ ব্যবস্থা।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি যদি গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে (শিক্ষিত; অর্ধশিক্ষিত) আকর্ষণ করতে না পারে তবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না। গ্রন্থাগারগুলি শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজেরই কাজের জিনিস হয়ে থাকবে। যারা শিক্ষিত; যাদের নিজস্ব পাঠরুচি গড়ে উঠেছে, যারা জ্ঞান বিজ্ঞানে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণশীল তাদের জন্য গ্রন্থাগারের বিশেষ চিন্তার কিছু থাকে না। প্রয়োজন হচ্ছে গ্রন্থাগারের সেবা পৌঁছে দেওয়া তাদের কাছে যাদের কাছে জ্ঞানের প্রদীপের শিখাটুকুও এখনও পৌঁছায় নি। এবং এটাই হওয়া প্রয়োজন গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা ভেবে দেখতে পারি কি কি উপায়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত

করা যায়। প্রথমেই দেখতে হবে স্বল্প শিক্ষিত যারা তাদের জন্য গ্রন্থাগারের ভাণ্ডারে কি আছে। সাধারণত দেখা যায় গ্রন্থাগারের যে সংগ্রহ ভাণ্ডার থাকে তা অধিকাংশই মোটামুটি শিক্ষিত সমাজের উপযুক্ত। অবশ্য এ বিষয়েও বলার আছে। নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতায় দেখছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের শিক্ষিত সমাজ (প্রধানত শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রি লাভ করছে খুব হাল্কা উপন্যাস পাঠে আগ্রহী। এবিষয়েও কিন্তু গ্রন্থাগারিককে চেষ্টা করতে হবে তাদের পাঠরুচিকে পরিবর্তিত করার। স্বল্প শিক্ষিত বা যারা সদ্য সাক্ষরতা লাভ করেছেন তাদের জন্য কিছু প্রয়োজন সহজ পাঠ্য বই-এর। কেননা তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ থেকে যায় যা তাদেরকে জ্ঞানের জগৎ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তবু সহজ পাঠ্য অথচ উৎসাহ সৃষ্টি কারি বই রাখলেই হবে না। তাদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারিককে নানা ধরণের বই থেকে পাঠ করে বা গল্প বলেও তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়ে আমার মনে হয় যে গ্রামের যে সকল বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র আছে সে গুলিকে যদি যদি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তবে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং গ্রন্থাগারিকের যৌথ প্রচেষ্টায় কাজ আরও সুন্দর ও দ্রুত হতে পারে। এ ছাড়া গ্রামের মেয়েদের জন্য গ্রন্থাগার কিছুটা সময় বেঁধে দিতে পারে। স্বাভাবিক সংকোচ এবং কিছু উৎসাহের অভাবে গ্রামের মেয়েরা (যদিও তারা অনেকেই হয়ত সাক্ষর যুক্ত বা লেখা-পড়া কিছুটা জানেন) গ্রন্থাগারে আসেন না। দুপুরের কিছুটা সময় যদি শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, যদি সেটা সব দিন সম্ভব নাও হয়, তবে সপ্তাহে অন্তত এক-দুদিনও যদি ব্যবস্থা করা হয়। এবং সেখানে মেয়েরা নিজেরা নিজেদের বই পছন্দ করে নিতে পারেন, সেই সঙ্গে যদি তাদের সামনে ভাল ভাল গল্প উপন্যাস থেকে পড়ে শোনান যায় বা তাদের সামনে তুলে ধরা যায় বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের উপযুক্ত হাতের কাজ এবং তার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যাতে তারা অবসর সময়ে সেই কাজের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপায় করতে সক্ষম হন। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের আইন বিধি ব্যবস্থা যা মেয়েদের জন্য সরকার করছেন সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করান হয় তবে স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েদের মধ্যে একটা চেতনা বোধ যেমন জাগবে সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রীতিও বাড়বে যা গ্রন্থাগারের কাজের ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে সহায়ক হবে।

তাছাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি যদি মাঝে মাঝে কৃষি বিশেষজ্ঞের, বা যে সমস্ত কৃষকরা কৃষি কাজে সাফল্য লাভ করছেন তাদেরকে নিয়ে এসে গ্রামের কৃষকদের সামনে আলোচনার ব্যবস্থা করেন তাতে গ্রামের কৃষকরা যেমন উপকৃত হবেন সেই সঙ্গে গড়ে উঠবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি আত্মিকযোগ। সেই সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে স্থানীয় স্কুল (মাধ্যমিক বা প্রাথমিক) গুলির সঙ্গে একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলার। তাদের জন্য পাঠ্য বই রেখে সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে গান, কবিতা, আলোচনার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তাদেরকে যেমন গ্রন্থাগারের সীমানার মধ্যে আনা যাবে সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে লেখাপড়ার বাইরে যে সাংস্কৃতিক জগৎ সে সম্পর্কেও সচেতন করে তোলা সম্ভব হবে। যা শিক্ষাকে প্রসারিত ও দৃঢ় করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়াও আজকের এই বেকার সমস্যার যুগে গ্রামের প্রার্থী ছেলে মেয়েদের ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরণের সংবাদ সরবরাহ করতে পারলে একাধারে সামাজিক সেবা হবে সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার যে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রয়োজনীয়তা যে অনেক ব্যাপক সেই বোধ ও চেতনা মানুষের মধ্যে আসবে, যা গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

এক কথায় বলা যায় যে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলিকে চেষ্টা করতে হবে তাদের বহুমুখী কাজের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে একটি সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা। যাতে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত জন সমাজের মাঝে একটা বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তিপূর্ণ মানসিক গঠন গড়ে উঠতে পারে। যদি

গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলি এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম না হয় তবে এর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এভাবে কাজ করতে গেলে যে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন তা আসবে কিভাবে? এ বিষয়ে বলা যায় যে অর্থের ব্যবস্থা কিছুটা করতে হবে গ্রামের মানুষের কাছ থেকেই। গ্রামের মানুষের সচেতন ও আগ্রহী মনোভাবই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের চলার পথে সবচেইতে পাথেয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন সরকারী অনুদানেরও। গ্রন্থাগারগুলিকে জন শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য নিশ্চই পাওয়া যাবে। তবে সর্বাধিক যেটা জরুরি প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে সচেষ্ট হতে হবে গ্রন্থাগারকে একটি লিভিং অরগানিজম' হিসেবে গড়ে তুলতে। যদি নিয়মিত কিছু বই-দেওয়া-নেওয়া বা বই রক্ষণা-বেক্ষণের মধ্যে নিজেদেরকে তারা নিযুক্ত রাখেন তবে কখনই সম্ভব হবে না গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারকে জন-শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে গড়ে তোলা। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গুলিকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে গ্রামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রকাশিত হলো

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীল চন্দ্র বসু কৃত

গ্রন্থকার নামা

২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

গ্রন্থাগার পরিচিতি

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী

কুনাল সিংহ

নদীয়া জেলার শান্তিপুর সহরে অনেকগুলি পুরাতন গ্রন্থাগার তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে যাচ্ছে বাট থেকে পঁচাত্তর বৎসর ধরে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারই অল্প কয়েকজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এমন একটি গ্রন্থাগার হ'ল 'শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে শান্তিপুরের কয়েকজন উৎসাহী যুবক সেখানকার একটি ক্লাব "বন্ধুসভার" সমর্থনে ও সাহায্যে "শান্তিপুর বন্ধুসভা পাবলিক লাইব্রেরী" নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। গুটিকয় আলমারী, অল্প কিছু পুস্তক নিয়ে এই গ্রন্থাগারটি তার কাজকর্ম শুরু করে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বন্ধুসভার সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী"। 'বন্ধু সভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও বন্ধু সভার কাছে ভাড়া নেওয়া ঘরেই "শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী" তার কাজকর্ম নির্বাহ কাজ করতে থাকে। এই গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহনির্মাণের প্রচেষ্টা ১৯১৬ সাল থেকেই সুরু হয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণের জন্য ৫০০ টাকা দান করেন। অন্যান্য সূত্রে ও চাঁদা বাবদ সর্বমোট ১৯৮৭ টাকা সংগৃহীত হয়। অতঃপর শান্তিপুরের প্রখ্যাত জমিদার উমেশচন্দ্র রায়ের (মতিবাবু) ভদ্রাসনের একবিঘা জমি ও তার ভিতরের একটি অসম্পূর্ণ বাড়ী মাত্র ১১২৫ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। কিন্তু জানালা দরজা ক্রয় করার জন্য ৪০৬ টাকা মত ব্যয় হয়। গৃহনির্মাণ প্রকল্পে সাহায্য করার জন্য শান্তিপুরের হরু পাড়ার রায় বাড়ীতে গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এই সূত্রে প্রায় ৭০০ টাকা সংগৃহীত হয়। এ ব্যতীত রজনীকান্ত মৈত্র, প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায় (নাদুবাবু), বিভূতিভূষণ লাহিড়ী প্রভৃতি দাতাগণের সাহায্যেও গৃহনির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত হয়। ক্রমে উমেশচন্দ্র রায়ের ভদ্রাসনের ঠাকুর বাড়ীটি সংস্কার করে বড় হলঘরে পরিণত করা হয়। হলঘরটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর হল সংলগ্ন স্থানে একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। তারপর ১৯৩৪ সালের ৬ই জানুয়ারী শান্তিপুরের বন্ধুসভার ভাড়াটিয়া বাড়ী থেকে লাইব্রেরীটি তার নিজস্ব গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। সব কিছু উৎসাহী ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনও একটি সংস্থার দ্বারা একটি দ্বিতল গৃহ ও বড় হলঘর গড়ে তোলার ঘটনা এদেশে বেশী দূর অন্যই ঘটছে। তখনকার গ্রন্থাগারকর্মী ও কর্মকর্তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

গৃহনির্মাণের সময় দীর্ঘ ১২ বছর যিনি এই লাইব্রেরীর পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর নাম শ্রীনারায়ণ গোস্বামী পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার পরিচালনার নেতৃত্ব ছিল শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। লাইব্রেরীর গৃহটি সম্পূর্ণ করার জন্য হলঘরটিকে একটি সিনেমা কোম্পানীকে লিজ দেওয়া হয়। টাকায় গৃহনির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়।

গৃহনির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-সংগ্রহের কাজ চলে দ্রুততার সঙ্গে। প্রধানতঃ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান করা বইয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থাগারটি। এখানে এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার ১১শ ও ১৩শ সংস্করণ সংগৃহীত হয়েছে। এখানে পাওয়া যাবে কবিপ্রাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থাদি। এই পুস্তকাগারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুস্তকগুলি আছে "গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক

সংগ্রহে। যে সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা এই সংগ্রহে আছে সে গুলি হ'ল

আত্মশক্তি (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৯২৬ থেকে নভেম্বর, ১৯২৬। এপ্রিল ১৯২৭ থেকে মার্চ ১৯২৯। এ ছাড়া আছে সাধনা, মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা ও ভারতীর অনেকগুলি কপি।

দিনাজপুর পত্রিকা (১ খণ্ড), নারায়ণ (১ খণ্ড) সাহিত্য (১—১১ খণ্ড)

Modern Review, ১৯২৭—১৯৩১।

English women's Domestic Magazine Vol. 1, 2, 4, 8.

Loknath Ghosh's Modrn History of Indian chiefs, Rajahs etc 1 & 2 parts.

১৯৮২ সালে এই গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাগুলি শান্তিপুরের গ্রন্থাগারটিতে দেখেছিলাম। নতুন গল্প উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য বিষয়ের বই এই গ্রন্থাগারে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে নেই। তেমন উল্লেখযোগ্য নতুন কোন পত্র-পত্রিকাও সে দিন দৃষ্টি গোচর হয়নি। তখনও সরকার এই গ্রন্থাগার অধিগ্রহণ করেন নি। বর্তমানে সরকার অধিগ্রহণ করার পর এই গ্রন্থাগারটি একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মর্যাদা লাভ করেছে। বর্তমানে একজন গ্রন্থাগারিক, একজন সাইকেল পিওন এবং একজন ক্যাজুয়ালীকর্মী নিয়ে এই গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানো হচ্ছে।

শান্তিপুর সাধারণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক সংগ্রহের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। এই সংগ্রহের পত্র-পত্রিকাগুলি গবেষকদলের কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কোনও Union Catalogue না থাকায় অন্য শান্তিপুরের বাইরের গবেষকদের এগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে না জানাই স্বাভাবিক। এগুলির আবার জানা থাকলেও কয়েকটি খণ্ড (দিনাজপুর পত্রিকা, নারায়ণ প্রভৃতির একখণ্ড মাত্র আছে) পড়ার জন্য অনেকেরই এতদূর আসা সম্ভব নয় তাই এই পত্র-পত্রিকাগুলি ব্যবহারের সম্ভাবনা খুব কম। আবার চাহিদার তুলনায় শান্তিপুরের এই গ্রন্থাগারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ের বই আছে অল্প। শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে অনুরূপ ভাবে কিছু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পত্র-পত্রিকা আছে। সেখানেও দুই একজন নিষ্ঠাবান কর্মীর উৎসাহে গ্রন্থাগারটি টিকে আছে। এমনি কয়েকটি গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট ও নবদ্বীপের অন্যান্য ছোট শহরে যদি একটি জেলা গ্রন্থাগারে বা অন্যত্র এগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন সরকার এবং এই গ্রন্থাগারগুলির পরিবর্তে গল্প-উপন্যাস-কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য সম্ভার এই গ্রন্থাগারগুলিকে দেওয়া হয় তাহলে এই হস্তান্তরে আপত্তি না হওয়ারই কথা। তবু মনে হয় সরকারী আইন ব্যতিরেকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নাও হতে পারে।

সংযোজন—১। শ্রীবলচন্দ্র মৈত্র লিখিত "শনাযুগ ও সমাজ পত্রিকার ২০শে জুলাই ১৯৮৪ তারিখের সংখ্যাটিতে প্রকাশিত "শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী" নামক প্রবন্ধ থেকে গ্রন্থাগার ভবন সম্বন্ধীয় তথ্য নেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধটির জন্য।

গ্রন্থতালিকা ১৯৮২ সালে রচিত হয়েছে।

পরিষদে বিদেশী অতিথি

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮৫ বুধবার সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় পরিষদ ভবনে লেখক ও গ্রন্থাগারিক শ্রী ডি. জে. ফস্‌কেটকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

সভার শুরুতে শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, শ্রী ফস্‌কেট ভারতবর্ষে ১৯৭৯ সালে এসেছিলেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেই নয়, কলা ও বিজ্ঞান বিভাগেও তাঁর অবদান আছে। তাঁকে আজ আমাদের সামনে পেয়ে খুবই আনন্দিত।

এরপর পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অরুণ রায় ও ইয়াসলিকের কর্মসচিব শ্রী কাপুর উপস্থিত শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ফস্‌কেট কে অভ্যর্থনা জানান এবং উপস্থিত সকলকেও অভ্যর্থনা জানান।

পরিষদের সভাপতি বলেন শ্রীমতী ফস্‌কেটকে পরিচয় করাতে গিয়ে বলেন তিনিও গ্রন্থাগারিক এবং এডুকেশনের উপর গবেষণা করছেন। এরপর পরিষদের সভাপতি শ্রী ফস্‌কেটকে অনুরোধ করেন বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী ডি. জে. ফস্‌কেট : সভাপতি, সম্পাদকদ্বয় এবং উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে আমার বক্তব্য শুনতে এত লোক উপস্থিত হয়েছেন এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। প্রথমেই আমি আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করি।

পূর্বে ব্রিটেনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছিল অনেকটা যেন নিজস্ব সম্পত্তি। আগে ধারণা ছিল যিনি বই বা বই জাতীয় জিনিসের তত্ত্বাবধানে থাকেন তিনিই গ্রন্থাগারিক। এই প্রফেসন কে এখন অন্যান্য প্রফেসনের লোকেরা মান্য করেন। আপনারা হয়তো জানেন মাও-সে-তুঙ্, একজন গ্রন্থাগারিক ছিলেন বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের। গ্রন্থাগার হচ্ছে বই এবং তথ্য সম্বলিত পুস্তকাদির আধার। গ্রন্থাগার মানুষের চেতনা ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য সহায়তা করে। ১৯০৭ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্রিটিশ লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। পূর্বে গ্রন্থাগার গুলিতে সংগ্রহের উপর কলা বিভাগের উপর জোর দেওয়া হতো। কিন্তু এখন যে ধারণা পাল্টে গেছে। এখন গ্রন্থাগারে বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্যের সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ক্যানিং ইনস্টিটিউট হয় এবং এটা করা হয় তাদের জন্য যারা আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় কাজ করছেন। ১৮৫০ সালে ব্রিটেনে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়। এরপর ব্রিটেনের সমস্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার এর আওতাভুক্ত হয়। এই সমস্ত লাইব্রেরী দেশের শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত থাকে দেশের কেন্দ্রস্থল বলা হয়। এবং এই সমস্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার শিল্পানুযায়ী নামাঙ্কিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার খুবই উন্নতি হয়েছে। এবং এরপর থেকে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার তথ্যের সংগ্রহের উপর জোর কম দেওয়া শুরু হয় এবং ব্যবহারের উপর জোর বেশী দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্গীকরণ বিষয়ের উপর বিভিন্ন মনীষী যথাক্রমে ডিউই, কাটার ও ব্রাউন এই সময় সূত্র দেন। এই সময় দেশে তথ্য ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে যারা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁরা এ বিষয়ে যুক্ত হন। সাধারণ গ্রন্থাগারের তথ্য সংগ্রহ সময় বৃদ্ধি পায়। বিংশশতাব্দীর পর দেখা যায় যে বই এর পরিবর্তে ডকুমেন্টের ব্যবহার বেশী হতে আরম্ভ করে। ব্রিটেনে গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বই নির্বাচন করা হয়, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত অনুসারে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নতুন। এই কারণে তাঁদের বোঝাতে হয়েছে, কিভাবে এই নির্বাচন করা উচিৎ এবং তথ্য সেবা কি কি হওয়া উচিৎ। এই প্রসঙ্গে আমি অনেক লেখা লিখেছি।

ব্রিটেনে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা বহুপূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। আমরা সকল ধরণের গ্রন্থাগার বৈজ্ঞানিকদের এ বিষয়ে সহযোগিতা পাই। ১৫শ শতাব্দীতে জার্মানীতে ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার পর যেমন বইয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি বহু লাইব্রেরীকে এখন বেশী পরিমাণে বই দেওয়া যাচ্ছে। এখনকার দিনে আবার গ্রন্থাগারে কমপিউটার প্রয়োগের ফলে বলা যেতে পারে যে আগের দিনে যেমন কষ্ট করে লাইব্রেরী স্লিপিং দেওয়া যেত তার চেয়ে এখন অনেক সুষ্ঠুভাবে স্লিপিং দিতে পারা যাচ্ছে। চার্লস বাবেজ প্রায় ১০০শত বছর পূর্বে পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করা যেদিন আবিষ্কার করেন। এই যেদিন আমি দেখেছি, এতে বড় সিট ব্যবহার করা হয়। এখন বহু লাইব্রেরীতে কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিৎ যে আমরা গ্রন্থাগারিকরা কম্পিউটার বুদ্ধি এবং তাতে কি ভাবে কাজ করতে হয় তাও আমরা জানি। কম্পিউটারের ফলে খুব তাড়াতাড়ি এবং বহুজনের কাছে তথ্য পৌঁছানো যেতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে এটা পরিষ্কার হবে, লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস যে যেদিন রিজেক্স সিস্টেমে যে গ্রন্থপঞ্জী রচনা করেছেন তা যে কোন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে যদি কেন্দ্রীয়ভাবে কোন সূচীকরণ করা হয়, তবে তাহা যে কোন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। সেন্ট্রাল ক্যাটালগিং সার্ভিস, ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফী ও লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের কার্ড যদি একবার কেউ ব্যবহার করে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে সেলফ্ থেকে বই পেতে অসুবিধা হবে না

এরপর তিনি লাইব্রেরীয়ানদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, গ্রন্থাগারিকরা শুধু একজন ভালো সংগ্রহকার নয়, তিনি একজন ভালো ডকুমেন্টের অর্গনাইজার। ভাল করে বলতে গেলে বলা উচিৎ তিনি ডকুমেন্ট বিশ্লেষক। তাঁকে ভাল ভাবে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। আমাদের দেশে এখনই যুক্তির বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রত্যেকদিন আমরা বসি তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। কিছুদিনের মধ্যে সেমিনার ও বনে বৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে বিষয় বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের সম্পর্কিত তাঁদের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। স্পেশাল লাইব্রেরীগুলি এখন কম্পিউটার ব্যবহার করছেন অ্যাবস্ট্রাকটিং আর্গাস, কেমিকাল অ্যাবস্ট্রাকট্, বায়োলজিকাল অ্যাবস্ট্রাকট প্রভৃতি তথ্যের জন্য এবং এই তথ্যগুলি দূরের কোন জায়গায় তারা সরবরাহ করেন টেলিফোনের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সাধারণ গ্রন্থাগারে মেশিন ব্যবহার করা হয় সূচীকরণের জন্য। কি ধরণের মেশিন ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস ও আমেরিকান বিবলিওগ্রাফি ইন ইউরোপ তাদের কার্ডের উপর। আগে MARC-I প্রোগ্রাম ব্যবহার হতো কিন্তু এখন MARC-II হচ্ছে। এখন অনেক পাবলিক লাইব্রেরীতে ক্যাটালগিং ও সারকুলেশনের জন্য মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন আমাদের দেশে মেশিন রিডেবল সিস্টেম আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে। এর সাহায্যে প্রথমেই অ্যাকুইজেশনের কাজ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ডকুমেন্টের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য আমরা বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিচ্ছি; তাঁরা রিংগটিকে পাঠকের নিকট প্রয়োজন অনুসারে বিভাজন করে দিচ্ছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে কম্পিউটার টেকনোলজী, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বিভিন্ন ধরণের মেশিন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোর্স করা হচ্ছে। আমাদের নীতি এখনও প্রবহমান—ডকুমেন্ট সিলেকসন, কালেকসন, বর্ণীকরণ ও সূচীকরণের ক্ষেত্রে যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি ও তৈরী হচ্ছে। এখন জাতীয় গ্রন্থাগার ও অর্থনীতির ব্যবস্থা হচ্ছে। লাইব্রেরী ও ইনফরমেশন সার্ভিস কাউন্সিল গঠিত হচ্ছে। সরকার এখন লাইব্রেরী প্রফেসনকে আমল দিচ্ছে। সরকার প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেটে লাইব্রেরী ডিপার্টমেন্ট করছেন। এবং লাইব্রেরী ইনফরমেশন সার্ভিস কাউন্সিল (এল. আই. এস. সি) সমস্ত প্রফেসনকে দেখবেন। সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে তথ্য দেয়া বলতে বোঝায় মানুষের পার্থিব উন্নতিতে সমস্ত ডকুমেন্টকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পাঠকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা।

এরপর সভাপতি সদস্যদের অনুরোধ করেন যদি কারুর কোন জিজ্ঞাস্য থাকে।

ফণিভূষণ রায় :

তিনি বিষয় বিশেষজ্ঞের উপর বলেন যে, অনুলয় সেবার জন্য কি গ্রন্থাগারিককে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হ'তে হবে? নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিককে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ এ বিশেষজ্ঞ হতে হ'বে এর কোন যুক্তি নেই। আমার মনে হয় গ্রন্থাগারিকের ফিজিক্স্ অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান থাকলেই চলবে।

উত্তরে শ্রীফস্‌কেট বলেন আমার মনে হয় কথাটা ঠিক। কারণ আমি নিজে ইংরাজী সাহিত্যের লোক কিন্তু কাজ করি ইণ্ডাষ্ট্রীতে। আমার মনে হয় যে যে গ্রন্থাগারে কাজ করেন সেই গ্রন্থাগার যদি বিশেষ গ্রন্থাগার হয়, তবে গ্রন্থাগারের বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলে, তথ্য সরবরাহ করিতে কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী :

তিনি প্রশ্ন করেন গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটারাইজেশন্ করার ফলে ইউ. কে. তে চাকুরীর আবহাওয়া কেমন? অর্থাৎ কম্পিউটারাইজেশন্ কি চাকুরীর সুযোগ কমাচ্ছে?

ফস্‌কেট বলেন, সত্যিকথা বলতে কি কম্পিউটারাইজেশনের জন্য চাকুরির অভাব বোধ হচ্ছে না। চাকুরীর অভাববোধ যে কারণে হচ্ছে তা হলো আমাদের সরকার কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক নীতি। কম্পিউটার থাকার ফলে ডকুমেন্ট তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। অন্য ধরণের সুবিধাও দেখা গেছে। আমার মতে কম্পিউটার ব্যবহার করা দরকার সময় বাঁচানোর জন্য। যেমন সূচীকরণে যে পরিমাণ সময় যায়, তা বাঁচানো যেতে পারে। তেমনি সারকুলেশনের ক্ষেত্রে। যে সময় এর ফলে বাঁচবে, তা দিয়ে পাঠকদের আরও ভাল করে অনুলয় সেবা দেওয়া যেতে পারে। যদিও এটা ঠিক যে ইণ্ডাষ্ট্রীতে কম্পিউটার ব্যবহার করার ফলে অনেক লোকের কাজ যাচ্ছে।

মি. ফুলকারসি ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং উপস্থিত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক : গৌতম গোস্বামী

গ্রন্থাগার দিবস

স্থান—মৌলালী যুবকেন্দ্র

তাং— ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫

সময়—বৈকাল ৪ ঘটিকা

গত ২০ শে ডিসেম্বর শুক্রবার বিকেল ৪ টায় মৌলালী যুবকেন্দ্রে "গ্রন্থাগার দিবস" এর কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা। সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার দরদী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সহ সভাপতি শ্রী কণিষ্কভূষণ রায়। তিনি তার ভাষণে বলেন—গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সকলের জন্য গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন। গ্রন্থাগার যেন প্রকৃত অর্থে সর্বসাধারণের জন্য হয়, সেই কাজ ব্যাহত হচ্ছে না। যদিও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও সর্বসাধারণের জন্য হয়ে উঠে নি। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখছেন। সরকার চাকুরীর নিরাপত্তা, বেতন বৃদ্ধি, পেনসন, সার্ভিস রুল ইত্যাদি করেছেন। কিন্তু আমরা তুলনামূলক ভাবে পরিষেবার বিষয়টি প্রয়োজনানুরূপ কিছু করতে পারিনি। কলেজ ও স্কুল অনুমোদনের পূর্বে অবশ্যই গ্রন্থাগার আছে কিনা তা দেখে নেওয়া উচিৎ। স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ব্যবহার ঠিকমতো হয় না। গ্রন্থাগার ব্যতীত কোন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় না। পরীক্ষায় পাশের জন্য, শিক্ষার্থীরা নোটবই ছাপিয়ে অবস্থাটা অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে অনেকেই গ্রন্থাগার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না। অনেক রাজ্যের সংকোচের ধারণা গ্রন্থাগার আইন করে কোন লাভ হবে না। আমাদের ধারণা সাধারণ গ্রন্থাগারের একটা আইনগত ভিত্তি থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন শিক্ষানীতি জনসাধারণের কাছে প্রচার করেছেন তাতে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায় তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তা না হলে অপ-সংস্কৃতির জন্ম হবে। সমাজে অবক্ষয় দেখা দেবে। সুতরাং এই দিনে শপথ নিতে হবে গ্রন্থাগার যেন সকলের জন্য হয়।

প্রবীর রায় চৌধুরী

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। অষ্টাদশ দশকে প্রথম গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুরু হয়। যখন এশিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী যুক্ত হয়। অবিভক্ত বাংলাদেশে যে সমস্ত লাইব্রেরী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা বিপ্লবী-দের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, সে সমস্ত গ্রন্থাগার যুবসমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং সংগঠিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থাগার শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলন জড়িত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কিছু কিছু গ্রন্থাগার হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে কোন পরিকল্পনা ছিল না। সে সময়ে গ্রন্থাগারগুলিতে আর্থিক অনুদান ঠিকমতো দেওয়া হতো না এবং তার পরিমাণ ছিল নগন্য। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়। গত ৭-৮ বছরে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে গ্রন্থাগার

ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। গ্রন্থাগার খাতে ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট ২৪১৮ টি গ্রন্থাগার 'গনদর্ত' প্রথার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা, পত্র পত্রিকা কেনার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ইত্যাদি এবং কেন্দ্রীয় ভাবে বই কেনার জন্য আরও ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে হয় না। এর জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে আমরা কি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁচেছি? আজও পর্যন্ত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা করা যায় নি। গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নত করতে পারে নি। নিরক্ষর অল্পশিক্ষিত মানুষ, এবং লক্ষ শিক্ষিত মানুষ দের গ্রন্থাগারে টেনে আনতে পারি নি। ইউনেসকোর সংজ্ঞা-নুযায়ী নিরক্ষর ব্যক্তির জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন।

অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে পরিষেবার মান উন্নত করতে হবে। আপামর জনগণের কাছে গ্রন্থাগারকে নিয়ে যেতে হবে। যে টাকা গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় হয়, তা আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। নানা রকম গণ মাধ্যমের সাহায্যে অপসংস্কৃতির জোয়ার যুবসমাজে প্রবেশ করছে। এই অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা আছে। পরি-শেষে আমি ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আজ ৩৮ বছর হলো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। অথচ যে শিক্ষানীতি কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তন করতে যাচ্ছে, তাতে গ্রন্থাগারের কোন উল্লেখ নেই। অথচ ভাবতে অবাক লাগে ৩৮ বছর পরেও ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৩০ হাজার বিদ্যালয় আছে তাতে একজন করে শিক্ষক মাত্র আছে, ৪০ হাজার বিদ্যালয় আছে যার কোন ছাদ নেই। এখনও ভারতবর্ষের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। আমরা এক-বিংশ শতাব্দীতে পা বাড়াচ্ছি, অথচ পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের শতকরা ৪৫ ভাগ ভারতবর্ষে আছে। প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথবহির্ভূত শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা আছে। এমনকি অর্জিত শিক্ষাকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারিত করতেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা আছে। জাতীয় তথা নীতি নিয়ে পরি-পরিষদের তরফ থেকে সেমিনার করা হবে। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের সেমিনারে পরিষদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আমাদের এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার ও প্রথাবহির্ভূত দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা। তিনি তার বক্তব্যে বলেন প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই উপলক্ষে কিছু সপথ বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। যদিও অভিষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। সাফল্য সম্পর্কে আমরা সচেতন আছি। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আপনাদের সম্প্রসারিত করতে হবে। গ্রন্থাগার হচ্ছে জনশিক্ষা প্রসারের মাধ্যম। এর ব্যবহার নির্ভর করে জনগণের উপর এবং সরকারের উপর। গ্রন্থাগার অবিভক্ত বাংলাদেশে এবং এখন সমাজে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। অবিভক্ত বাংলাদেশে বৃটিশকে তাড়ানোর জন্য এবং যুব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গ্রন্থাগারগুলি দায়িত্ব নিয়েছিল। সেই সময় গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর অত্যাচার হয়েছিল। এখন ১০০টির উপর গ্রন্থাগার আছে, যারা সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। আমাদের মানব সম্পদকে সম্পদশালী করার জন্য বৃটিশকে তাড়ানো হয়েছিল। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। বৃটিশ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ শোষণের উপর ভিত্তি করে। এখন ভারতবর্ষের শিক্ষিতের হার শতকরা ৪০ ভাগ। সংবিধানে আছে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা, গণ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যতটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল; তা পারা যায় নি। ১৯৭৭ সালের আগে সরকারী তরফের যথেষ্ট প্রয়াস ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি একটু আলাদা। সংবিধান ও সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর দাঁড়িয়ে, যারা শিক্ষার অঙ্গনে এখনও আসতে পারে নি,

তাদের কতটা আনতে পারা যায়—আমাদের শিক্ষানীতিতে তার ব্যবস্থা আছে। এই রাজ্যে ১৭টি শিক্ষা কমিশন বসেছে। আমরা সেগুলির রায় দেখেছি এবং এও দেখেছি কি কি রূপায়িত হয়েছে এবং কি কি হয় নি। আমরা ঐ সকল কমিশনের রায় অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি। অবৈতনিক শিক্ষা, চিকিৎসের ব্যবস্থা ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র জন শিক্ষা প্রসারের জন্য। বেশ লক্ষ্যে না জানলে মানুষের মধ্যে জাতীয়তা বোধ আসে না। যাঁরা বুদ্ধিজীবি, তাঁরা কোনদিন অনুসন্ধান করেন না, কেন আজকের যুবসমাজ এত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমরা কখনও ভেবে দেখি না ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ ভাগ দরিদ্র লোকের কতজন স্কুলে আসে। আপনারা জানেন পৃথিবীর মোট শিশু শ্রমিকের শতকরা ৫০ ভাগ—পৃথিবীতে আছে। কারা এর জন্য দায়ী ? আমাদের দায়িত্ব আছে, যারা এই শিক্ষাব্যবস্থার আসছে না তাদের নিয়ে আসা। বাঁচার জন্য, শত্রুমিত্রকে জানার জন্য, ঠকানোর হাত থেকে রক্ষা-পাবার জন্য আমাদের কি শিক্ষানীতি নেওয়া উচিৎ। আমরা জনশিক্ষা প্রসারের জন্য যে শিক্ষানীতি নেওয়া উচিৎ, তা নিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচশালা পরিকল্পনায় কোন স্থায়ী শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ নেই। জাতীয় শিক্ষানীতিতে জনশিক্ষা প্রসারের কোন উল্লেখ নেই। এখন প্রায় সকল পৌরসভা ও পঞ্চায়েতে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নত করতে হবে। আপামর জনসাধারণকে গ্রন্থাগারে আনতে হবে। এই দায়িত্ব সকলকে নিতে হবে। এখনও পর্যন্ত অনেকে মনে করেন যে গ্রন্থাগারও উচ্চবিত্ত লোকের জন্য। এই ধারণা ভাঙতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষণের পর তার স্থায়ীকরণের জন্য মাধ্যম সৃষ্টি করতে হবে। এটা আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। লেখকরা যদি ব্যবসা ভিত্তিক বই না লেখেন, তবে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে শিক্ষিতদের জন্য বই লেখার। পাঠকদের রুচির পরিবর্তনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এটা শুধু গ্রন্থাগার কর্মী, পরিচালকদের উপর নির্ভর করে না, প্রকাশকদের উপরও নির্ভর করে।

বই মেলা করা হচ্ছে এই কারণে। যাতে পাঠক সরাসরি বই-এর সংস্পর্শে আসেন। অনেক প্রকাশক আছেন নীচুরুচির বই ছাপেন বা বিক্রি করেন। তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবসে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে বলছি ; সরকার যে প্রচেষ্টা করছেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আপনাদেরও। আজ ভারতবর্ষের অবস্থা সংকটপূর্ণ। জনশিক্ষা প্রসারের নীতি মাথায় থাকলে এই অবস্থার সৃষ্টি হোত না। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোন উল্লেখ নেই। নিরক্ষরতা দূরিকরণের কোন ব্যবস্থা নেই। সপ্তম পাঁচশালা পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে অনেক অর্থ থাকবে আশা করেছিলাম। কিন্তু তা হয় নি। আমরা আমাদের রাজ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে পেরেছি, কিন্তু তাদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আনতে পারিনি। "ড্রপ আউট" হচ্ছে। সমস্ত পাঁচশালা পরিকল্পনায় মডেল স্কুল করা হচ্ছে এবং তার জন্য ৫১ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত নিঃখরচ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা করা যায় নি। অন্যান্য রাজ্যে "লাইব্রেরী সেস" নেওয়া হয়। কিন্তু এ রাজ্যে নয়। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা গ্রন্থাগারের জন্য টাকা রেখেছি। পরিশেষে আশা নিয়েই বক্তব্য শেষ করছি যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করতে, নতুন পাঠক সৃষ্টি করতে, গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নত করতে আপনারা চেষ্টা করবেন।

এরপর পরিষদের কর্মসচিব শ্রী অরুণ রায় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কতকগুলি প্রস্তাব রাখেন,এবং পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব সৌভন গোস্বামী তা সমর্থন করেন।

(প্রস্তাবটি পৃথক ভাবে ১৯৩ পাতায় মুদ্রিত হলো)।

শ্রী মদন প্রসাদ সিংহ বলেন ৫নং প্রস্তাবে যে দুইটী রাত্রিকোর্সের ডিগ্রির কথা বলা হয়েছে, তার একটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং অন্যটি যে কোন বিষয়ে হতে হবে এটা উল্লেখ

করলে ভালো হয়।

সংশোধন সহ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

প্রতিবেদক : গৌতম গোস্বামী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব

২০ শে সেপ্টেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহুত এই জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে :—

১ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে

(ক) গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহুত এই জনসভা বিগত কয়েক বছরে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, গাঁয়ে-গঞ্জে নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন, গ্রন্থাগারগুলিকে বর্ধিতহারে অনুদান প্রদান, রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান প্রদান, রাজ্য ও জেলা স্তরে গ্রন্থমেলার আয়োজন, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদ মর্যাদার উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রন্থাগার আন্দোলনে নূতন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। এই এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনে এক বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ, নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নানাবিধ তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা পালনের সুযোগ আসছে। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার-গুলির পরিষেবার মান উন্নয়ন করতে হবে এবং আপামর জনসাধারণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তথ্যের চাহিদা পূরণে সক্ষম এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই জনসভা গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিচালকদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

(খ) গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহুত এই জনসভা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান দাবী করছে :—

(১) সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাছে গ্রন্থাগার-পরিষেবার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(২) প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ প্রবর্তন এবং গ্রন্থাগারে দেয় অনুদানের একাংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যয়।

(৩) জেলা স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার জন্য এবং গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় অবিলম্বে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অফিসারদের পদ ও স্তর সৃষ্টি।

(৪) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং যে সব উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি সেই সব বিদ্যালয়ে অবিলম্বে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(৫) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি নির্ধারিত দুই বিষয়ে আজকোত্তর ডিগ্রীর অযৌক্তিক শর্তাবলীর অবিলম্বে প্রত্যাহার।

২ কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহূত এই জনসভা কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারিত জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কিত দলিলে শিক্ষা সংকোচনের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই সভা মনে করে যে স্বাধীনতা লাভের ৩৮ বছর পরও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির ফলে জনশিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী যে ভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখ জনক। সমগ্র দলিলটিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। এই সভা মনে করে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা অনন্য। তৃণ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকাও সর্বজন স্বীকৃত। অথচ গ্রন্থাগারের এই ভূমিকা সম্পর্কে এই দলিলে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এই সভা মনে করে যে সর্বস্তরের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং তাঁদের মতামতকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

জাতীয় পুস্তকনীতি সংক্রান্ত খসড়া দলিল

বিগত ১০—১১ মার্চে জাতীয় পুস্তকনীতির উপর একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে পুস্তক রচনা, প্রকাশনা, পাঠাভ্যাসবৃদ্ধি, গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল বুক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জাতীয় পুস্তকনীতি সংক্রান্ত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেন। খসড়া দলিলটি ওয়ার্কিং গ্রুপ এর পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। দলিলে উল্লেখ করা যে জাতীয় পুস্তক নীতির বিষয়টি লোকসভায় আলোচিত হওয়ার ফলে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এদের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যকলাপ ২টি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক উৎপাদন ও ন্যায্য দামে সেগুলি পাওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। লেখকদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদানসহ লেখক প্রকাশক সম্পর্কের উন্নয়ন করা, কাগজের অপ্রতুলতা ও অপ্রাপ্যতা, প্রকাশনা শিল্পে ঋণদানের সুযোগ, পুস্তক সরবরাহ, বিক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুদাম সংক্রান্ত সমস্যা; গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশসাধন, আঞ্চলিক ভাষায় বইয়ের উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা; পুস্তক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতা; পুস্তক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের সীমা নির্ধারণ; জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির প্রয়াস ইত্যাদি।

খসড়া প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ওয়ার্কিং গ্রুপ: বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করবেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত যে বিতর্ক চলছে সে সম্পর্কে অবহিত হবেন। তাঁরা প্রত্যেক রাজ্য সরকারের ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছেন তার ভিত্তিতে খসড়া প্রস্তাব রচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের মতামত তাঁরা গ্রহণ করেছেন বলে ওয়ার্কিং গ্রুপ উল্লেখ করেছেন।

জাতীয় পুস্তক নীতির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হ'ল-সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার উপযোগী উন্নতমানের পুস্তক প্রকাশনার উন্নয়ন, সমাজের সর্বস্তরে

বিশেষ করে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের উপযোগী পুস্তক প্রকাশনা ও ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি, শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বাড়ানো, পুস্তক উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয়ের জন্য যথাযোগ্য পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা।

খসড়া প্রস্তাবে যে কয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা হ'ল সমগ্র দেশের ভাষা ও পুস্তক প্রকাশনার বর্তমান অবস্থা, শিশু সাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক, আজীবন শিক্ষা ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার জন্য পুস্তক, সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় পাঠাভ্যাস বাড়ানো, প্রকাশনা শিল্পের সমস্যা, পুস্তক বণ্টন, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও অন্যান্য সুপারিশ ইত্যাদি।

স্থান অসঙ্কুলান হেতু সম্পর্কিত বিষয়ের সুপারিশগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে।

১ বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ হলো মুনিয়াদি ও সহযোগি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের যৌথ সমুহকে নাগ্রিমেন্ট করবে। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে স্থানীয় প্রতিভা ও স্থানীয় উদ্যোগে সাক্ষরতাভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি করবে এবং একারণে 'জেলা শিক্ষা রিসোর্স সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর পরীক্ষা মূলকভাবে কয়েকটি জেলায় ঐ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সেটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরবর্তীকালে সমযোগিতা করবে। ঐ সংস্থাও জেলায় শিক্ষায়তন সমূহের থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করবেন। এই কেন্দ্রগুলি মূল কলেজের ছাত্রদের সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করবে, স্থানীয় প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাক্ষরতা বিষয়ক পুস্তকাদি রচনার ব্যবস্থা করবেন। বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নে অংশ গ্রহণে কলেজের সম্পদ ব্যবহার করা হবে আবার কলেজের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও বাইরের প্রতিভা ব্যবহার করবে।

২ সৃজনশীল সাহিত্যের উন্নয়ন সম্পর্কে প্রথম সুপারিশ হলো আইনের মাধ্যমে রয়ালটি পাওয়ার ব্যবস্থা করা; লেখকদের কল্যাণের ব্যবস্থা করা এবং ভারতের কপিরাইট আইনের সংশোধন করা। লেখকদের ক্যাম্প সংগঠনের ব্যবস্থা করা, মানব সম্পদ মস্তকের গ্রুপ থেকে পুস্তক রচনা, প্রকাশনার জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা, ক্রুশদী সাহিত্য ও নিম্নেখিত পুস্তকের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা; লেখক সমবায়গুলির উৎসাহ দেওয়া, লেখকদের আয়কর রেহাইয়ের ব্যবস্থা করা, বার্ষিক এক লাখ টাকার পুরস্কার প্রদান, লেখকদের জন্য ভ্রমণ অনুদান দেওয়া ইত্যাদি।

৩ পাঠাভ্যাস বাড়ানো সম্পর্কিত সুপারিশ হলো প্রতি বিদ্যালয়ে সববয়সের ছাত্রদের জন্য ক্লাস গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা যেখানে প্রতি বইয়ের একাধিক কপি থাকবে। বই-গুলি ক্লাসের উপযোগী হতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সব চাইতে বেশী বই পড়ার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্রদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বাড়ানোর বিষয়টি শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

গবেষণা ও আবৃত্তি প্রাথমিক শিক্ষার, বই মেলা, জাতীয় সার্ভিস ক্যাম্প, জাতীয় সংহতি ক্যাম্পের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। মিডিয়াগুলির উচিত গবেষণায় আসর সংগঠিত করা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠের আসর। গ্রন্থাগার পিরিয়ড শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এবং গাইডেড রিডিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চস্বরে পড়া, নিঃশব্দে পড়া কন্সিহেনশনের অভ্যাস বাড়ানোর দিকে উৎসাহিত করতে হবে।

রাজ্য শিক্ষাদপ্তর, লেখক সমবায় এবং প্রস্তাবিত জেলা শিক্ষা রিসোর্স সেন্টার গুলিকে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সংঘটিত করতে হবে।

রেডিও, টেলিভিসন কর্তৃপক্ষকে ভাল বই সমালোচনা করার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা নিতে হবে। খুব উচ্চমানের বই নাটক বা বক্তব্যের মাধ্যমে নিয়মিত প্রদর্শ-নের ব্যবস্থা করতে হবে। বিখ্যাত লেখকদের বই পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪ বিলম্বিত মূল্যবোধ

সরকারী দপ্তরগুলি সচরাচর বিলম্বিত ভাবে সংস্থা-

গুলিতে অধিক অনুদান পাঠিয়ে থাকে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রীত বইয়ের মূল্য শোধ করতে পারে না। সংস্থাগুলি যাতে ৬০ দিনের মধ্যে বিলগুলি পরিশোধ করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫ পুস্তক বণ্টন

পুস্তক বণ্টন হচ্ছে পুস্তক প্রকাশনীর দুর্বলতম ধাপ। সবচাইতে বৃহত্তম প্রকাশনী সংস্থাগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সর্বস্তরে সমভাবে পুস্তক বণ্টন সম্ভব হয় না। অনেক পুস্তক বণ্টন কর্পোরেশন স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীকালে বিপরীত ফল ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নানা দিক বিবেচনা করে যে সুপারিশ করা হচ্ছে তা হ'ল—

ক কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার সমবায়িক বণ্টনের মাধ্যমে বইয়ের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। এর জন্য বুক মোবাইল, বই ক্লাব এবং স্থানীয় বই মেলা সংগঠিত করবেন।

খ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনে বা বাস স্টেশনে ঐ সমবায়গুলি যাতে বই বিক্রির ব্যবস্থা করে তার দিকে নজর দিতে হবে।

গ কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার ঐ সমবায়গুলিকে আর্থিক সাহায্য করবেন। আগামী ১০ বছরের জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমবায়গুলির লাভ থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

ঘ জাতীয় বুক ট্রাস্ট নিজে থেকে বা অন্যান্য জাতীয় প্রকাশনী সংস্থার সহযোগিতায় জেলায় গুদামের ব্যবস্থা করবেন। ঐ গুদামে বেসরকারী প্রকাশকদের বইও তাড়ার বিনিময়ে রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

ঙ মানব সম্পদ বিকাশ—বিভিন্ন কনসালটান্সি ফার্মের প্রামাঞ্চলে মার্কেট সার্ভে করবেন।

৬ গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং পাইকারি ক্রয়

রাজ্য, কেন্দ্রীয় বা জেলা গ্রন্থাগার ছাড়াও ছোট গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে বই, পাঠ্যপুস্তক, গল্পের বই, রেফারেন্স বই কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাইমারী স্কুলেও উপন্যাস ও অনুপন্যাস জাতীয় বই থাকবে। জেলা শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-কাম-বিক্রয় কাউন্টারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে নিয়মিত বই পাঠানোর দায়িত্ব নেবে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস লাইব্রেরী দূরের কথা লাইব্রেরী নেই, অথচ তাদের সাধারণ জ্ঞানের বই থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য অনুদান দেয়। কলেজগুলিকে দেয় ১০০০-৩০০০ টাকা। এ পরিমাণ অর্থ প্রয়োজনানুগ নয়। অধিকাংশ কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে রাজ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করার পরিকল্পনা থাকলেও অনেক রাজ্যে আজও ঐ জাতীয় সংস্থা গড়ে ওঠে নি। এর অন্যতম কারণ হলো অর্থের অভাব। সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্থাগম হয় দু'ভাবে ১) বার্ষিক অর্থবরাদ্দের মাধ্যমে ২) আইনানুগ করের মাধ্যমে। সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার গ্রহণ করবেন। গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য বাইরে থেকে সুদমুক্তভাবে অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। এছাড়া ভূমি রাজস্ব, সম্পত্তি কর, আবগারি শুল্কের অংশও গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে। গ্রন্থাগার আইনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে।

ক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা দিতে হবে। তার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :—

১ সেখানে তথ্য ও বিনোদনের বস্তু থাকবে

২ ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সেগুলি সংগঠিত করতে হবে

৩ যারা পাঠক নন তাদের পাঠকে রূপান্তরিত করতে আর বর্তমান পাঠকদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্তরে পরিণত করতে হবে

খ পঞ্চায়েত, স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা ও রাজ্য সরকারকে গ্রন্থাগার কর বসাতে হবে।

গ রাজ্য সরকার উপযুক্ত পরিমাণে ম্যাচিং গ্র্যান্ট দেবেন

উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজ্য সরকারগুলি গ্রন্থাগারখাতে সামান্যই ব্যয় করে থাকে। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্য যারা গ্রন্থাগার স্তরের বদলে বাজেটেই অর্থবরাদ্দ করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের পুস্তক নির্বাচন কমিটিকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। পুস্তক তালিকা গেজেট বা খবরের কাগজে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বাজেটের শতকরা দশভাগ গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য বরাদ্দ করতে হবে

২ কেন্দ্রীয় সরকার যথাশীঘ্র সমস্ত রাজ্যে যাতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয় তার জন্য রাজ্যগুলিকে অনুরোধ উপরোধ করবেন।

৩ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পুস্তক নির্বাচন কমিটি গঠন করবেন যারা বছরে দুবার তালিকা প্রকাশ করবেন।

৪ নীতিগতভাবে রাজ্যের ভাষায় অনুদিত বইয়ের জন্য এবং স্থানীয় লেখকদের বই অন্য ভাষায় অনুবাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবেন।

৫ মানব-সম্পদ বিকাশের বর্তমান পরিকল্পনা কালে প্রতিটি ব্লকে যাতে ৪।৫ টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য স্কীম তৈরী করবেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবেন

৬ শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ ভারতীয় লেখকদের বই-কেনার জন্য বরাদ্দ করতে হবে। আবার শতকরা ২৫ ভাগ শিশু সাহিত্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

৭ পুস্তক সমবায় কর্তৃক প্রকাশিত বই কেনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৮ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় প্রতিরাজ্যে অন্ততঃ বিভিন্ন ভাষাভাষী গ্রন্থাগার স্থাপন করবেন।

৯ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত সুপারিশ হলো

(১) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে বই পাঠাতে গেলে যে ডাক মাশুল ব্যয় হয় তা গ্রহীতা গ্রন্থাগারকে বহন করতে হবে।

(২) বুক ডেলিভারী আইন ও বুক রেজিষ্ট্রেশন আইন সংশোধন করে পুস্তক জমা দেওয়ার সংখ্যা কমাতে হবে।

এছাড়া আরো যে সমস্ত সুপারিশ আছে, স্থানাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকাসমূহের তালিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের মুখপত্র 'লাইব্রেরীয়ান' পত্রিকাটির প্রবন্ধে ভারতে প্রকাশিত অনেক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকার উল্লেখ করা হয়েছিল। স্বভাবতই এগুলির মধ্যে কোনগুলি বর্তমানেও প্রকাশিত হচ্ছে এবং কোনগুলি বন্ধ হয়ে গেছে এ নিয়ে পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই বর্তমানে প্রকাশিত হয় এরূপ পত্রিকাগুলির নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হল। এই তালিকা যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তবু এই তালিকার বাইরেও আরো পত্রিকা থাকতে পারে। এরকম কোন পত্রিকার সন্ধান পেলে তার নাম ঠিকানা 'গ্রন্থাগার' এর ঠিকানায় জানিয়ে দিতে অনুরোধ করি। এরূপ একটি পত্রিকা 'Library and Libraian'এর ঠিকানা না জানায় এখানে ছাপা গেল না।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

LIST OF LIBRARY SCIENCE JOURNALS CURRENTLY PUBLISHED IN INDIA WITH THEIR ADDRESSES

1 ALIS Bulletin (Q)
Academy of Library and Information Science.
C/O Kerala University Library
Trivandrum 695 001.

2 Annal of Library Science & Documentation (Q)
INSDOC
14 Satsang Vihar Marg
New Delhi 110 067.

3 DELISUM Report Series
Dept of Library Science
Madras University
Madras 600 001

4 GILA Bulletin (Q)
C/O Mr G S Sachdeva
Ministry of Home Affairs
North Block
New Delhi 110 001

5 Granthagar (Bengali) (M)
Bengal Library Association
P-134 CIT Scheme 52
Calcutta 700 014.

6 Granthalaya Vigyan
C-239 Indira Nagar
Lucknow 226 016.

7 IASLIC Bulletin (Q)
P-291 CIT Scheme 6M
Kankurgachi, Calcutta 700 054.

8 IASLIC Newsletter (M)
P-291 CIT Scheme 6M
Kankurgachi
Calcutta 700-054.

9 Herald of Library Science (Q)
C-239 Indira Nagar
Lucknow 226 016.

10 IATLIS Communications
Dept of Library Science
Nagpur University
Nagpur 440 010.

11 ILA Bulletin (Q)
A40-41/Flat No. 201
Ansari Building
Dr. Mukherji Marg
Delhi 110 009.

12 Indian Book Review (Q)
3rd Street, Tatabad
Coimabtore 641 012.

13 Indian Librarian (Q)
233 Model Town
Jullundur 144 001.

14 Indian Library Science Abstracts (ILSA)
P-291 CIT Scheme 6M
Kankurgachi
Calcutta 700 054.

15 International Information Communication (Q)
C-239 Indira Nagar
Lucknow 226 016.

16 International Librarian (Q)
Golden House, Loy Cottage
University Campus, Summer Hills
Simla 171 005.

17 Journal of Library & Information Science (Q)
Department of Library Science
University of Delhi
Delhi 110 007.

18 LIBRA (Q)
Dept of Library Science & Documentation
University of Rajasthan
Jaipur 302 004.

19 Librarian (annual)
Jadavpur University
Dept of Library & Inf. Science
Jadavpur P. O.
Calcutta 700 032

20 Library Herald (Q)
P. B. No. 1270
C/o Hardinge Public Library.
Queen's Garden, Delhi 110 006

21 Library Progress (International) (Q)
Central Library, Multin Mal Modi
P G College
Modinagar 201 204.

22 Library Science with a Slant to Documentation (Q)
DRTC, 8th Mile, Mysore Road
R V Vidya Niketan
Bangalore 560 059.

23 Library Today (M)
A P Public Library Association
P. B. No. 167
Hyderabad 500 001.

24 Lucknow Librarian (Q)
Amir-ud-Doula Public Library
Kaiserbag
Lucknow 226 001.

25 Peak-a-Lib. (A)
Deptt of Library & Information Science
SNDT Women's University
Bombay 400 020.

26 Pustakalaya Sandesh (Q)
11 khatipura Road
Indore 452 002.

27 RILISAR Bulletin (Q)
59/12/IV Main Road
Gandhi Nagar
Adyar
Madras 600 020 .

28 RLA Bulletin (Q)
3067, Fifth Crossing
Moti Singh Bhomia Ka Rasta
Johri Bazar
Jaipur 302 003 .

29 Timeless Fellowship (Annual)
Dept of Library Science
Karnataka University
Dharwar 580 008 .

NATIONAL POLICY ON LIBRARY AND INFORMATION SYSTEM

(A note submitted by the Bengal Library Association)

1 National Policy on Library and Information System vis-a-vis National Education Policy

National policy on Library and Information System of a country should not be considered in isolatation to the National Education Policy of that country as the growth and development of national library and information system depends on the national educational and cultural environment. A survey of the Indian educational scene will reveal that even 38 years after independence, we find a dismal picture in the field of education. The provision in Article 45 under the Directive Principles of State Policy in the Constitution of the Republic of India—which guaranteed free and compulsory education for all children upto the age of 14 years—has not been fulfilled, though it was again reiterated in 1968, by the resolution on the National Policy on Education. Sixty four percent of our population are still illiterate though we have gone through a planned economy during last thirty years under six five year plans. At the time of independence, there were 300 million illiterates, whereas in 1981, we have nearly 437 million illiterates. The target of achieving universal elementary education has been moving further and further due to inadequacy of resource allocation for this purpose and for lack of viable strategy.

The recently circulated document of the Ministry of Education of the Government of India (Challenge of Education—a policy perspective) admits that "If there is no change in the rate of growth of population and the rate of spreading literacy, there would be 500 million illiterates in India in the year 2000 AD. According to world Bank, in that year, 54 percent of world's illiterate population in the age-group 15—19, would be in India". We are perturbed to note that in our primary schools, 40 percent have no pucca buildings, 39.72 percent have no black-boards, 5 .50 percent have no drinking water facilities and 35 percent have a single teacher to teach 3 or 4 classes. Rate of drop-outs in primary and secondary education in our country is alarming. The much trumpeted Adult Education Programme has utterly failed. The Government has introduced non-formal education for drop out children. Though non-formal education can not be a substitute for formal education, yet it can play a role in a particular stage of education. This non-formal education is also in a

stage of shamble, leaving it to the care of half-educated part-time teachers, who would teach whereever and whenever they find opportunity. After independence, there has been a plethora of commissions and committees on education which have spelt out different policies and programmes for the basic change in the education system of India, but the desired change has not come about. There has been many experimentation in the field of education, but still our education system has failed to fulfill the needs and expectation of the country and its people. Our education system still carries the legacy of colonial and feudal systems.

In India investment for education is still considered nonproductive. The **Status Report** circulated by the Government of India admits "In comparison to many countries, India spends much less on education in terms of the proportion of gross national product. The data indicate that the proportion of gross national product spent on education in many countries ranged around 6 to 8 percent, while as mentioned above, in India, it is slightly more than 3 percent, There are only a we countries in South Asia like Burma, Pakistan and Afghanistan which spend a lesser proportion of their gross national product on education than India. It may be recalled that the Education Commission (1964-66) had recommended that this should be increased to the level of six percent". The Union Government now spends only 1 percent of the central budget for education. All these show utter indifferent attitude of our political leaders, planners and administrators towards education.

The recently circulated document on the National Education Policy has failed to show any fruitful path to solve these problems. Its failure to show viable strategy for universalisation of primary education and eradication of illiteracy, its advocacy for privatisation of education system, its plan for one model school in each district keeping 99 percent of schools in dilapidated condition, its adsurd theory of delinking degrees from jobs, its thrust for distance non-formal education than formal education etc. will lead to further chaos and anarchy.

We have raised these questions because libraries should not be thought in a delinked manner. The library and information service is an integral and essential part of educational system which again is a super-structure in a socio-economic set up. Whether the education and the libray service will be people-oriented or not depends upon the socio-economic out-look of the ruling class. Education helps people to read and acquire information, which in turn makes people conscious and alert. Educated, conscious and alert citizen are guarantee for success of democratic process and socioeconomic change of a country. The library and

information system provides reading materials and information to the people which in turn help them to be conscious and alert. This service can thrive only when there is proper educational and cultural environment in a country. We, therefore, sincerely feel that policies and programmes be evolved on the national level to remove this apathetic condition in the field of mass education. It will be a disaster for the country if we think of marching towards the 21st century with a small elitist group of technocrats and bureaucrats, keeping millions of countrymen in the dark, under the influence of obscurantism and derogatory ideas for lack of education.

2 The National Library Scene

The overall library scene in India presents a gloomy picture, particularly in the fields of public and school library services. That the public libraries can play a vital role not only in recreational reading but also in retention and extension of acquired education, in dissemination of information for life and living, in the programme for eradication of illiteracy, in the struggle against cultural decadenace and social degeneration, in fostering democratic and social ideas among the people, are not within the purview and understanding of our educational planners. Only in five states in India, some attempts have been made to develop some sort of public library service under legislation. A very meagre amount is spent for developing public library services in different states. Among the states, West Bengal spends maximum amount of money for public library service which is approximately Re. 1 per capita. Th Union Government's expenditure for this purpose is less than 1 paisa per capita.

Recommendation of the Advisory Committee on Libraries and the Planning Commission's Working Group on libraries, both appointed by the Union Government, have not been implemented. In 1950, Dr. S. R. Rangnathan published his Library Development Plan outlining a 30 year plan for library development in India. Again in 1964, he suggested a 15-year library development programme for plan periods 4-6. Unfortunately, the expertise of Prof. Ranganathan was ignored by the Union and State Governments. The UNESCO Public Library Manifesto which was first published in 1949 and consequently revised in 1972 by the IFLA, has laid down some major principles for public libraries and public library system. The public library system as envisaged is yet a dream in our country, though it is a vital social institution for educational and cultural development of a country.

In most of the Secondary and Higher Secondary Schools in our country, the library is non-existent. The US National Education Association's monograph states that "The school

library is an essential element in the school programme ; the basic purpose of the school library is identical with the basic purpose of the school itself"; This idea is yet to be understood and implemented in our country.

The conditions of college and university libraries are also not upto the expectations of the users. Inadequate and irregular financial assistance for purchase of reading materials and maintenance of services, lack of space and manpower are some of the problems from which our college and university libraries are suffering.

The concept of library-oriented education, where students are inspired to use library materials for completion of their academic assignments and projects and thus get them acquainted with the world of knowledge and information, is yet to be conceived by our teachers and educational planners. Instead of proper class-room teaching oriented towards library service, coaching classes, tutorial homes and examination-oriented note books are thriving.

Another important aspect of our library and information service, which deserves immediate attention is information service. That information is a vital factor for socio-economic development, is not yet within full understanding of our planners and administrators. The NISSAT programme which was initiated with great expectations, would not make much headway due to lack of proper leadership.

Last but not the least, the manpower development programme for library and information service in India, is in a state of anarchy. Library and information science schools have started without considering the essential requirements for such courses. The responsible body like NCERT is thinking in terms of making library science as a vocational course at class 12 stage and thus making way for a new brand of half-educated, half-trained librarians who will not be in a position to render effective library services. The UGC has no academic control over university courses. In Indian library science education, some are thinking in terms of sophisticated gadgets and computers, some are thinking in terms of back-dated conventional library services, but none are thinking in terms of requirements of changing Indian society. These should not be allowed to continue.

3 "Challenge of Education—A policy perspective" and the library system of our country

The much trumpeted document on New Education Policy contains four chapters, 307 paragraphs and approximately 40,000 words, but it contains no views about the

importance of library and information service in our educational activities. It is strange that our educational planners could think of primary education. secondary education, higher education, adult education, non-formal/distance education etc. without any consideration of the need of library and information system. In all developed and developing countries, library and information service has been recognised as an essential requirement for educational planning. It is in India alone, we can think of educational planning without library and information system.

4 National policy on Library and Information system

With the abovementioned observations in view, let us now suggest some of the important issues that should be incorporated in the National Policy on Library and Information System:—

41 Right to Free Education and Right to Free Public Library Service

Right to Free Compulsory Primary Education for all children upto the age of 14 and right to Free Public Library Service to read and to acquire information should be guaranteed as one of the fundamental rights of the Indian citizen.

42 Role of Information Service

Information is to be considered as a basic resource for socio-economic development of a country. Library should provide scientific, technical and social information for betterment of life and livelihood of the people and for economic progress of the country. All types of libraries should be prepared to render information service to its clientele. Besides documentary, human and institutional sources of information, different kinds of audio-visual sources should also be exploited for dissemination of information.

43 Library-oriented Education

The commonly practised methods of imparting education in schools, colleges and universities in India through delivering lectures and dictating class notes lead to cramming of the students in an unsound manner and frustrate the very purpose of education. These unsound methods also lead to various unhealthy practices much against the interest of education itself. The educationists, educational planners, administrators and supervising/coordinating bodies at all levels should see that the teaching methods followed ensure adequate use of libraries through giving of assignments, projects etc.,

and through organising seminars, colloquia and the like as regular parts of teaching programmes.

44 Public Library System

Each and every state and union territory of the Republic of India should have a free, integrated public library system under legislative measure. Such a public library system should have a State Central Library at the apex and District, Town/Subdivision, Rural libraries at different levels. Public library system should be free to all persons irrespective of age, caste, creed, sex, religion and social status. Finance for such public library system should come from general revenues of the Government. The Public Library System besides catering to the educational, cultural, recreational and information needs of the people, should also be an instrument for catering tothe needs for distance/non—formal education, adult education and open universities.

45 School Libraries

Each and every high and higher secondary school should have a library under a qualified full-time librarian. This should be stipulated as one of the conditions for giving recognition/affiliation to a school. The school libraries would provide boys and girls with the library materials and services most appropriate and most meaningful in their growth and development as individuals. The school library, in addition to doing its vital work of individual reading guidance and development of the school curriculum, should serve the school as a centre for instructional materials.

46 College, Polytechnic and University Libraries

College, Polytechnic and University libraries are essential adjuncts to the academic institutions for advancement of higher education and research. These libraries need to be continuously strengthened and supported. At least 6·5% of the institution's budget should be spent for library and information service, as has been recommended by the Education Commission (1964 66).

47 The National Library, Calcutta and the Library System

The National Library, Calcutta should be developed as the apex library of the country. It should have complete bibliographical control over the nation's intellectual output and should provide reference and bibliographical services. It should be responsible for production of Indian National Bibliography and different subject bibliographies. It should

organise inter-library cooperative activities, preservation and reprographic activities, library and information science education and research activities. Status and functioning of this library should be stipulated through a legislation.

Besides the National Library, Calcutta, different subject libraries of national importance in the fields of science and technology, medicine, agriculture, social science and humanities should be developed to discharge services to the specialists.

48 Bibliographical Control

In order to achieve complete bibliographical control over national intellectual output, the existing Press Registration Act, Delivery of Books and Newspapers Act, Copyright Act should be brought under one umbrella so that deposit of books at the National and State Central Libraries are ensured.

491 Free Postal Service for Inter-Library Loan

For advancement of education and researeh, there should be provision for free registered postal service in case of loan of books from one library to another library.

492 Special Library

Each and every institution, agency, department engaged in production and services should have a special library to feed its clientele.

493 Children's Library

Each and every public library should have a children's section with reading and audio-visual materials for use of the children.

494 Libraries for handicapped persons

Special efforts be made to provide library facilities for the handicapped persons —the blind, the old and other physically, socially and medically handicapped persons such as hospital patients, prisoners, orphans, etc.

495 Archives

Archives play significant roles in the preservation and dissemination of recorded information. Special efforts be made to develop national, state and special archives and close linkage between libraries and archives be developed for effective utilisation of informational resources of the country.

496 Manuscripts and Rare Books

An effective programme should be taken for conservation, documentation and

exploitation of manuscripts and rare books which are important treasures of our cultural heritage.

497 National and International Information Systems

Along with the development and expansions of National Information Systems in the fields of Science and Technology, Nuclear Science, Space Science, Medicine, Agriculture, etc, National Social Information System should also be developed. Such National Information Systems should have close link with International Information Systems and the opportunities of modern technologies should be utilised for such type of services.

498 Literature for Neo-literates

Special care should be taken by the Central and State Governments for production of recreational books and documents on life and living in regional languages for neoliterates and for less educated people so that they do not lapse into illiteracy for want of appropriate reading materials. There should also be programmes for production of good books in regional languages.

4991 Central and State Budgetary Allocation for Education and Library Services

The Union and State Governments should spend atleast 10 and 20 percent respectively from their annual budgets for education purpose. Out of the education budget, the Union and State Governments should spend atleast 2.5 and 5 percent respectively for development of public, school and academic library service.

4992 Manpower Development for Library and Information Service

The experiences of the developed countries, where library and information services are ntensively utilised indicate that library and information science education in India needs to be imparted in an increasingly intensive and diversified manner to suit the needs of modern society. The unplanned opening of Library and Information Science courses and the proposed vocationalisation and consequent diluting of library science courses will not be in the interest of our country as these cannot produce library and information scientists of the calibre needed by different sectors of our modern society.

4993 Library Associations and Library Movement

Library Associations play a vital role in propagation of the role of libraries and

P8437

information centres in the society in developing reaping habit, in planning library systems and thus making s positive contribution for development of library movement.

4994 National Commission for Library and Information Services

The Union Government should take initiative to constitute a National Commission for Library and Information Services with representation from Government officials, educationists, different national and state library associations, State Library Councils/ State Library Planning Boards, National Library, library experts etc., through a legislation. This council should have the followidg functions :

a) Advise the Union and State Governments on all matters related to library and information service;

b) Prepare different standards and specifications for library service;

c) Act as an accredating agency for library and information science education in the country;

d) Organise seminars, symposia, conferences, workshops, refresher courses, survey and investigations etc., on the problems related to library and information service;

e) Publish reports, periodicals, monographs etc., on the problems related to library and information science;

f) Act as a national and body to coordinate with other national and international body.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

ইন্ডিয়ান : প্রতি খণ্ড—৩৮·০০

বিদেশ : প্রতি সংখ্যা ৪·০০

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২)

১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫)

২৪ বর্ষ (১৩৮১), ২৫ বর্ষ (১৩৮২)

২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৮৭)

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)

৩২ বর্ষ (১৩৮৯)

৩৩ বর্ষ (১৩৯০)

৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)

১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)

১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)

১৬ বর্ষ, ১৩৭৩ (অগ্রহায়ণ)

১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (১৩৭৬ জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)

২০ বর্ষ, ১৩ ৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক)

২১ বর্ষ, ১৩৭৮ (জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)

২২ বর্ষ, ১৩৭৯ (মাঘ, চৈত্র)

২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)

২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন গ্রাহক উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিবর্তে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক

গ্রন্থাগার পত্রিকা

Annual subscription : Rs. 36.00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4.00 LICENCE No. WB/CC-CL.-2
Postal Regd. NO. WB/CC - 145
Regd No RN- 2674 -47
Volume 35 : No 11 February 1986

প্রকাশিত হলো

ডোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীলা চক্রবর্তী কৃত

গ্রন্থকারে নাম

২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলাদেশী বর্ণীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

28 MAR 1986

আদিত্য কুমার গুহঠাকুরতা-এর

গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

CALCUTTA UNIVERSITY

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—7000 073 at Impression Syndicate, 26 2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha